গবেষণাপত্র সংকলন-৭

হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-৭

হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ৯৬৬০৬৪৭
Web : www.bicdhaka.com, E-mail: info@bicdhaka.com
সেল্স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ : জমাদিউস সানি ১৪৩০
আষাঢ় ১৪১৬
জুন ২০০৯

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত দশ টাকা মাত্র

Hadiser Bishudhata Nirupan Written by Dr. Belal Hussain & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition June 2009 Price Taka 110.00 only.

প্রকাশকের কথা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন রচিত "হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের সাধনা" শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রথমে ত্রিশ জন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট পাঠানো হয়। অতপর এটি অকটোবর ২৩, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে সামষ্টিক পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। গবেষণাপত্রটির উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ রেখে বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক এ.এন.এম. রাফিকুর রহমান, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম আবদুল হাকীম, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদের, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, মাওলানা খলিলুর রহমান আলমাদানী, মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন, ড. আহমদ আলী, ড. নজরুল ইসলাম খান, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম ও জনাব শফিউল আলম ভুঁইয়া।

সামষ্টিক পর্যালোচনার নিরিখে সম্মানিত গবেষক তাঁর গবেষণাপত্রটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে গবেষণাপত্রটির নামকরণ করেছেন **"হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি"।**

গবেষণাপত্রটি বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদেরকে হাদীস বিষয়ে জ্ঞানার্জনে বিপুলভাবে সাহায্য করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
হাদীসের পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়
হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে অনুসৃত নীতিমালা

তৃতীয় অধ্যায়
হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে নির্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস

চতুর্থ অধ্যায়
হাদীস সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ ও কতিপয় আধুনিক লেখকের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। অতঃপর দরূদ ও সালাম প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি, যিনি বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তাঁরই মুখ-নিসৃত অমোঘ বাণী হাদীস নামে স্বীকৃত।

হাদীস ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল-কুরআনের পর দ্বিতীয় মূল উৎস। কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য যে বিধি-বিধান উপস্থাপন করেছে, হাদীস উক্ত বিধানাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছে। তাই উৎস দু'টি একটি অপরটির পরিপূরক। নবী যুগে হাদীস শ্রুতি পদ্ধতি এবং কিছু ক্ষেত্রে লিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকালের পর আল-কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হলে হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক প্রয়াস সূচিত হয়। অতঃপর ৯৯ হিজরীতে উমাইয়্যা খলীফা 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীযের আমলে সরকারী উদ্যোগে বিশ্বস্ত পন্থায় হাদীস লিপিবদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে বিশেষ করে হিজরী তৃতীয় শতকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র ইমামগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং কঠোর শর্তারোপ ও অধিক সতর্কতার সাথে হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ করে ইসলামী শরী'আতে এর বিশ্বস্ততা ও প্রামাণিকতা সুনিশ্চিত করেন।

নবী যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এ বিদ্যার লালন, চর্চা ও বিকাশে একদল মুহাদ্দিস আমরণ কঠোর সাধনা করে গেছেন। কাল পরিক্রমায় অসাধু লোকদের মিথ্যাচারিতা থেকে এ বিদ্যাকে মুক্তকরণে যেমন তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও নিরন্তর প্রয়াস ব্যয়িত হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি তাদের মহান ত্যাগ ও সাধনার বিনিময়ে এ বিদ্যার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। তাই মুহাদ্দিসগণের শ্রম ও সাধনা আজ যেমন স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, তেমনি তা মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশে এক অভূতপূর্ব অবদান রাখছে। ইতিহাস তার নীরব সাক্ষী। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষীদের নিকট মুহাদ্দিসগণের ত্যাগ ও সাধনা তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্টাডি সেশনের আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও হাদীস বিশারদগণ পরিবেশিত প্রবন্ধ ***হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের সাধনা*** -এর বিভিন্ন দিক আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন এবং উপস্থাপিত এ নিবন্ধের মানোন্নয়নে তারা সুচিন্তিত পরামর্শ দেন। তাঁদের সেই

মূল্যবান পরামর্শের আলোকে এটি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিশেষে এটি *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি* শিরোনামে একটি ছোট গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করায় আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে অত্র সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা, আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আমাকে এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধ থেকে একটি গ্রন্থ রচনা করার প্রতি এত বেশি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর এই ঋণ অপরিশোধ্য যা স্মৃতির মুকুরে চির অম্লান হয়ে থাকবে। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পাঠকের কাছে অনুরোধ, এই গ্রন্থে কোন ভুল বা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে অনুগ্রহ করে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দীনের কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমিন!

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন
প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়
হাদীসের পরিচয়

ভূমিকা

হাদীস ইসলামী শরী'আতে আল-কুরআনের পর দ্বিতীয় মূল উৎস হিসেবে স্বীকৃত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী, কর্ম ও সমর্থনকে *হাদীস* বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি আল-কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এটি এমন একটি জ্ঞানভাণ্ডার, যার মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোটা জীবনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। এজন্যই উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) নবী জীবনের ক্রিয়াকলাপকে আল-কুরআনের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কাজেই আল-কুরআন হলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হৃদপিন্ড স্বরূপ। আর হাদীস হলো, এ হৃদপিন্ডের সচল একটি ধমনি। এ ধমনি ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের বিশাল পরিমণ্ডলে তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ প্রত্যঙ্গকে সতেজ, সক্রিয় ও গতিশীল করে রাখছে। যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে সৃষ্ট মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। এ সুযোগে অসাধু ব্যক্তিরা নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হাদীসের অনুমোদনের জন্য জাল হাদীস রচনায় প্রবৃত্ত হয়। এছাড়া প্রাচ্যবিদরা মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে হাদীস সংকলনের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কুটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে প্রগতিবাদী এক শ্রেণীর মুসলিম লেখকও তাদের তল্পীবাহকে পরিণত হয়। এজন্য যুগে যুগে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও বিদগ্ধ মুহাদ্দিসগণ হাদীস যাচাই বাছাই এবং সহীহ্ হাদীস নিরূপক এমন এক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে মুসলিমদের জন্য একচ্ছত্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও গৃহীত পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে হাদীস সংকলিত হয়ে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে এর বিশ্বস্ততা নিশ্চিত হয়।

১. হাদীসের সংজ্ঞা

হাদীস শব্দটি আরবী অভিধানে حَدَثٌ অথবা حُدُوْثٌ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো, নতুন ও এমন নব উদ্ভূত বিষয়, পূর্বে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (মৃত্যুঃ ৫০২ হি.) বলেন,

الحديث كون الشئ بعد إن لم تكن عرضا كان أو جوهرا وكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحى فى يقظه أو منامه يقال له حديث

'হাদীস বলতে বুঝায়, কোন অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, চাই তা কোন মৌলিক জিনিস হোক অথবা অমৌলিক। আর যা শ্রবণ ইন্দ্রিয় অথবা ওহীর মাধ্যমে জাগরণ কিংবা নিদ্রায় মানুষের নিকট পৌছে তাকে হাদীস বলা হয়।'[১]

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (মৃত্যু: ১৯৯৯ খ্রী.) শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন যে,

هو الكلام الذى يتحدث به وينقل بالصوت والكتابة

'হাদীস হলো এমন বাক্য, যার সমন্বয়ে কথা বলা হয় এবং যা শব্দ ও লিপি আকারে নিসৃত হয়।'[২]

পরিভাষায় অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি এবং সাহাবীগণের কথাকেও হাদীস নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল হক (মৃত্যু: ১০৫২ হি.) বলেন,

اعلم أن الحديث فى اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ومعنى التقرير أنه فعل أحد أو قال أحد فى حضرته صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ولم ينهاه وكذا على قول الصحابى وفعله

'অধিকাংশ মুহাদ্দিসের পরিভাষায়, মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। মৌন সম্মতির অর্থ হল, কেউ মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিতিতে কোন কথা বলল অথবা কোন কাজ করল, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা অস্বীকার করলেন না এবং তাকে উক্ত কাজ করতে নিষেধও করলেন না বরং চুপ

---

১. রাগিব আল ইস্পাহানী, *মুফরাদাতুল কুরআন* (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১১৭।

২. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আল-হাদীস হুজ্জিয়্যাহ* (কুয়েত: দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রী.), পৃ. ১৫।

থাকলেন। অনুরূপভাবে সাহাবীর বক্তব্য এবং ক্রিয়াকলাপকেও হাদীস বলা হয়।'

তবে কোন কোন মুহাদ্দিস তাবি'ঈদের কথাকেও হাদীস নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৩] আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলে থাকেন। আর সাহাবী ও তাবি'ঈদের বাণী কর্মকে আছার বলেন। এ প্রসংগে মুফতী 'আমীমুল ইহসান বলেন,

الحديث هو أعم من أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم و الصحابى والتابعى وفعله وتقريره

'হাদীস এমন একটি শব্দ, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবী ও তাবি'ঈর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি ছাড়াও আরো ব্যাপক অর্থবোধক।'[৪] কিন্তু এ বিষয়ে ইবন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.)-এর অভিমত কিছুটা ব্যতিক্রম। তাঁর মতে,

المراد بالحديث فى عرف الشرع ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم

'শরী'আতের পরিভাষায় শুধুমাত্র নবী করীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকে যা সম্বন্ধ করা হয়, তা-ই হাদীস।'[৫] তাঁর এ বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে ড. মাহমূদ ত্বহ্হান বলেন,

الحديث ما أضيف إلى البنى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীকে হাদীস বলা হয়।'[৬]

শায়খ বদরুদ্দীন আল-'আইনী (মৃত্যু: ৮৫৫ হি.) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে,

الحديث هو علم يعرف به أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله

---

৩. আব্দুল হক দিহলবী, *আল মুকাদ্দামাহ* (লাহোর: মাকতাবাতু মুসতাফাঈ, তাবি), পৃ. ৩।

৪. মুফতী সাইয়েদ 'আমীমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার* (ঢাকা: মাকতাবায়ে রশীদিয়্যাহ্, ১৯৮১ খ্রী.), পৃ. ৬।

৫. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *নুখবাতুল ফিকার* (দীওবন্দ: রশীদিয়্যাহ্ কুতুবখানা, তাবি), পৃ. ৪।

৬. ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস* (সৌদি আরব: মাতবা'আতুস সারওয়া, ১৪০৬ হি.), পৃ. ১৪।

'হাদীস এমন এক বিজ্ঞান, যার মাধ্যমে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী, কর্ম ও অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।'[৭]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই স্বীয় বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে হাদীস নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, حدثوا عنى ولاحرج 'তোমরা আমার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা কর তাতে কোন দোষ নেই।'[৮] এছাড়া তিনি আরও বলেন,

من حفظ على أمتى أربعين حديثا فى أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا

'আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে একজন ফকীহ্ হিসেবে উত্থিত করবেন। আমি তার জন্য কিয়ামাতের দিন শাফা'আতকারী ও সাক্ষ্যদাতা হব।'[৯]

সুতরাং উল্লেখিত হাদীস দুটি ছাড়াও অপরাপর হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই তাঁর সমুদয় কর্মকাণ্ডকে হাদীস নামে অভিহিত করেছেন। মোটকথা, মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুয়্যাত পূর্ব ও পরবর্তী জীবনের সমুদয় মুখ-নিসৃত বাণী, কর্ম, সমর্থন, অনুমোদন এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য এমন কি জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর গতিবিধি প্রভৃতি হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ হাদীস কোন ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত বিষয় নয়; বরং এটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সামগ্রিকভাবে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ণাঙ্গ জীবনের যাবতীয় ঘটনা প্রবাহ, তাঁরই নেতৃত্বে আরব ভূমিতে সংঘটিত ইসলামী বিপ্লব ও তার বিস্তারিত রূপ, সাহাবীগণের সাথে তাঁর সকল আচরণ, সার্বিক কর্ম তৎপরতা, তদানিন্তন সমাজ, সভ্যতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর মৌলিক সংশোধনী এবং ব্যাপক সংস্কারের বিবরণও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।[১০]

---

৭. বদরুদ্দীন আল-'আইনী, *উমদাতুল ক্বারী*, ১ম খণ্ড (কোয়েটা: পাকিস্তান, তাবি), পৃ. ১১।

৮. খতীব আল-তিবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, ১ম খণ্ড (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ৫৮।

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯।

১০. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১২হি. / ১৯৯২ খ্রী.), পৃ. ২০।

২. ওহী ও হাদীস

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণের প্রতি ফিরিশতার মাধ্যমে যে বার্তা প্রেরিত হয়েছে তাকে *ওহী* বলে।[১১] অহী দুই প্রকার। ১. প্রকাশ্য ওহী, ২. অপ্রকাশ্য ওহী। কুরআন প্রকাশ্য ওহী এবং হাদীস অপ্রকাশ্য ওহী। কুরআন *ওহীয়ে মাতলূ* যা তিলাওয়াত করা হয় এবং নামাযে পঠিত হয়। কিন্তু হাদীস *ওহীয়ে গায়র মাতলূ* যা তিলাওয়াত করা হয় না এবং নামাযে পঠিতও হয় না।

হাদীস ও কুরআন একই ওহীর মূল উৎস থেকে উৎসারিত। যে উৎসমূল থেকে কুরআন এসেছে ঠিক একই উৎস থেকে অভ্যুদয় ঘটেছে হাদীসের। তাই একটি অপরটির পরিপূরক। হাদীস যে ওহী তা আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১২]

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

'তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোন কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন, তা একমাত্র ওহী, যা দ্বারা তিনি প্রত্যাদিষ্ট। মহাশক্তিধর একজন ফেরেশতা তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।' এ ছাড়া আল্লাহ অন্যত্র বলেন,[১৩]

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

'যদি তিনি আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার গ্রীবা। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।'

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে দ্বীন বিষয়ক কোন কথা বলতেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধ্বংস করতেন। সুতরাং তাঁর সমুদয় কর্মকান্ড ছিল ওহীভিত্তিক। এ জন্যই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,[১৪]

إنى أوتيت القرآن و مثله معه

---

১১. অহীর সার্বজনীন সংজ্ঞা হলো, هو كلام الله تعالى المنزل على نبى من انبيائه দ্র.: মান্না'উল কাত্তান, *মাবাহিছু ফী 'উলূমিল কুরআন* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০ খ্রী.), পৃ. ২৯।

১২. সূরা আন্ নাজ্মঃ ৩-৫।

১৩. সূরা আল-হাক্কাঃ ৪৪-৪৭।

১৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান* (রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ৬৫১।

'আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং সে সঙ্গে এর অনুরূপ আরেকটি জিনিসও দেয়া হয়েছে।'

আলোচ্য বাণীতে ومثله معه -এর অর্থ হলো, হাদীস। কেননা মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থেকে মানব জাতি দুটি জিনিসই লাভ করেছে তাহলো কুরআন ও হাদীস। এ প্রসঙ্গে হাস্‌সান ইবন সাবিতের (রা.) বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, [১৫]

كان جبريل ينزل علي النبى صلى الله عليه و سلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن

'জিবরীল (আ.) মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট হাদীস নিয়ে অবতীর্ণ হতেন। যেমন তিনি তাঁর উপর কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হতেন এবং তাঁকে হাদীসও শিক্ষা দিতেন। যেমন শিক্ষা দিতেন কুরআন।'

কুরআনের আয়াত ছাড়া শুধু হাদীস নিয়েও জিবরীল নবী করীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উপস্থিত হতেন। একথা মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এ গ্রন্থে কিতাবুল জিহাদের باب بيان ما أعده الله للمجاهد فى الجنة فى الدرجات পরিচ্ছেদে এক দীর্ঘ বর্ণনার পর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, [১৬]

فإن جبريل عليه السلام قال لى ذلك

'জিবরীল (আ.) নিজেই আমাকে এই কথা বলে গেলেন।'

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রতিভাত হয় যে, কুরআন ও হাদীস ব্যহ্যিক দৃষ্টিতে দুই জিনিস হলেও মূলতঃ উভয়েই ওহী। এ জন্যই মৌলিকতা, যুক্তি ও প্রামাণিকতার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৩. কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য

প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা-ই কুরআন। এ জন্যই কুরআনকে *ওহীয়ে মাতলূ* বা পঠিত অহী বলা হয়। এর ভাব, ভাষা আল্লাহর পক্ষ থেকে

১৫. ইমাম আদ-দারিমী, *আস-সুনান* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৮৬০ খ্রী.), পৃ. ১২৩।
১৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ্*, ২য় খণ্ড (দীওবন্দ: রশীদিয়্যাহ্ কুতুবখানা, তাবি), পৃ. ১৩৫।

জিবরীল (আ.) কর্তৃক অবতারিত।[১৭] আর অপ্রকাশ্য অহীর মাধ্যমে যা কিছু মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হৃদয়পটে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এবং তিনি যা নিজ ভাষায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা-ই হাদীস। এ জন্য হাদীসকে *ওহীয়ে গায়র মাতলূ* বলা হয়। এর ভাষা ও শব্দের তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক নয়। শরী'আতে শুধু এর মূল বক্তব্য ও ভাব, ভাষার অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে। বস্তুতঃ কুরআন ও হাদীস উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী। তবে উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য সমূহ বিদ্যমান।

ক. কুরআন মু'জিযা, হাদীস মু'জিযা নয়।

খ. কুরআন পাঠ ব্যতিরেকে সালাত শুদ্ধ হয় না। কিন্তু হাদীস অনুরূপ নয়।

গ. কুরআনের পূর্ণ অথবা কিয়দংশ অস্বীকারকারী অথবা সন্দেহ পোষণকারী কাফিরে পরিণত হয়। অথচ কোন কারণে হাদীসের অংশ বিশেষের অস্বীকারকারী অথবা সন্দেহ পোষণকারী কাফির নয়।

ঘ. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় জিবরাইল (আ.) এর মধ্যস্থতা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু হাদীসে তার প্রয়োজন হয়নি।

ঙ. কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও ভাষা আল্লাহ তা'আলার। আর হাদীসের শব্দ ও ভাষা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

চ. কুরআন স্পর্শ করতে যেমন পবিত্রতার প্রয়োজন হয়, হাদীস স্পর্শ করতে তেমন কোন পবিত্রতার প্রয়োজন হয় না।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর প্রফেসর মাহমূদ আস-সালতূত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে ৪টি দিক তুলে ধরেছেন:

- মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ নির্দেশ মুতাবিক আল-কুরআনের সূরাহ আয়াত সুবিন্যস্তভাবে লিখার ব্যবস্থা করেন। যা তাঁর যুগে সম্মানিত লেখকবৃন্দ লিপিবদ্ধ করেন, আর সুন্নাহ তাঁর যুগে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তবে প্রয়োজনীয় ভিত্তিতে কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

- আল-কুরআনের কোন আয়াতই ভাবার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়নি; বরং এর ভাবার্থ নকল করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সুন্নাহর ক্ষেত্রে ভাবার্থ নকল করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

---

১৭. মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৪০৪হি./ ১৯৮৪খ্রী.), পৃ. ১৪।

- আল-কুরআন মুতাওয়াতির পন্থায় আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আর হাদীস *আহাদ*-এর পন্থায় নকল করা হয়েছে।
- আল-কুরআনের কোন হরফের ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিলে সাহাবীগণ মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরণাপন্ন হতেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'টি কিরা'আতের মধ্যে একটি নির্দিষ্টকরণ অথবা উভয়টি ঠিক রাখার অনুমতি দানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দিতেন; কিন্তু সুন্নাহ এরূপ নয়।[১৮]

৪. হাদীসের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা

হাদীস ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় মূল উৎস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পর এর স্থান। এটি আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। কেননা আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমগ্র মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করাই ছিল মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একান্ত দায়িত্ব। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,[১৯]

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

'আমি আপনার প্রতি এই উপদেশ বাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি মানুষের জন্য অবতীর্ণ এ গ্রন্থ তাদের সামনে ব্যাখ্যা করেন। যেন তারা এ নিয়ে চিন্তা করে।'

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর তেইশ বছরের নবূয়তী জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাতের সুমহান দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন। তিনি এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যা কিছু বলেছেন, করেছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন তার নির্ভরযোগ্য রেকর্ডই হলো হাদীস। অতএব হাদীস যে কুরআন সমর্থিত, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ জন্য ইমাম শাতিবী (মৃত্যু: ৭৯০ হি.) লিখেছেন যে,

فلا تجد فى السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه

'কুরআন যার সমর্থন করে না এমন জিনিস তুমি হাদীসে পাবে না।'[২০]

---

১৮. প্রফেসর মাহমূদ আস-সালতূত, *আল ইসলাম 'আকীদাহ ওয়া শারী'আহ* (লেবানন: দারুশ শুরূক, তাবি), পৃ. ৪৬৯।

১৯. সূরা আন্ নাহ্‌ল: ৪৪।

২০. ইমাম আল-শাতিবী, *আল-মুয়াফাকাত*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১২।

আল-কুরআনে কোন বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু হাদীসে উক্ত বিষয়ের বিবরণ বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র বাণী,[২১]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓـئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের বিশ্বাসকে যুল্‌মের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্য রয়েছে শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। এখানে ظلم শব্দ দ্বারা শিরক বুঝানো হয়েছে। এটি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[২২] অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী[২৩]

فَاَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا * وَّيَنقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا

'আর যাকে আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, অচিরেই তার হিসাব সহজ করা হবে। সে তার পরিবারবর্গের কাছে আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে।'

এ আয়াতে حِسَابًا يَسِيرًا দ্বারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহজ হিসাব বলতে শুধুমাত্র কৃতকর্ম উপস্থাপনকেই বুঝিয়েছেন। যেমন, 'আয়িশা (রা.) বলেন,

سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك قلت يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) قال ذلك العرض[২৪]

'আমি নবী করীমকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বলতে শুনেছি যে, যার চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ কি বলেননি, আর যাকে আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, অচিরেই তার হিসাব সহজ হয়ে যাবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এর অর্থ হলো, শুধু উপস্থাপন।'

---

২১. সূরা আল আন'আম: ৮৩।

২২. হাদীসটি এরূপ: لما نزلت (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بظلم أولَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ) شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله واينا لايظلم نفسه قال ليس ذلك إنما هو الشرك الم تسمعوا ما قال لقمان لإبنه (يابنى لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)
দ্র. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'* (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ৬৯১।

২৩. সূরা আল ইনশিকাক: ৭-৯।

২৪. *জামি'উত তিরমিযী*, পৃ. ৭৬১।

হাদীস গ্রন্থরাজী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াতের ব্যাখ্যা মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে হাদীস যে আল-কুরআনের ভাষ্যকার, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হাদীসের সাহায্য ব্যতীত আল-কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা ও এর সঠিক উদ্দেশ্য নিরূপণ করা দুষ্কর। হাদীস ব্যতিরেকে আল-কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,[২৫]

من قال فى القرآن برائه فليتبوا مقعده فى النار

'যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামতে কুরআনের ব্যাখ্যা করে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।'

হাদীস ইসলামী শরী'আতের এক অকাট্য দলীল। এ বিষয়ে সকল যুগের 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। কেবলমাত্র *খারিজী* ও *রাফিযী* সম্প্রদায় হাদীসের অকাট্যতা বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে এবং তারা ব্যাহ্যিকভাবে শুধু কুরআনকে দলীলরূপে গ্রহণ করে সুন্নাহ্কে ত্যাগ করায় নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছে, অপরকে করেছে বিপদগামী।[২৬]

আল-কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত দ্বারা হাদীসের অকাট্যতা প্রমাণিত। ঐ সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণীসহ যাবতীয় ক্রিয়াকলাপকে সকল মানুষের জন্য অনুসরণ করা অপরিহার্য করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ * وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ [২৭]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা তাঁর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করনা। অথচ তোমরা তা শ্রবণ করছ। তোমরা ঐ লোকদের মত হয়োনা যারা বলেছিল, আমরা শ্রবণ করেছি অথচ তারা কার্যত শ্রবণ করেনি।'

---

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৩।

২৬ ড. মুহাম্মাদ আবূ শাহ্বাহ্, *দিফা'উন 'আনিস সুন্নাহ্* (মিসর: মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪২৮হি./ ২০০৭খ্রী.), পৃ. ১৪।

২৭ সূরা আল আনফাল: ২০-২১।

এ আয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূলেরও আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য যেমন ফরয, তেমনি রাসূলের আনুগত্য ও অপরিহার্য। এই জন্য একই সাথে أطيعوا শব্দটি ব্যবহার করে আনুগত্যের মানগত স্থানকে সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِيْ الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[২৮]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।'

এ আয়াতে أطيعوا শব্দটি দু'বার ব্যবহার করে আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূলের আনুগত্য করার মানকে একিভূত করা হয়েছে এবং তা শর্তহীনভাবে আবশ্যকীয়তার পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।[২৯] আর أولو الأمر এর ক্ষেত্রে أطيعوا শব্দটি উল্লেখ না করে তাদের আনুগত্যকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ যদি أولو الأمر শরী'আত মুতাবিক পরিচালিত হয়, তাহলে তাদের আনুগত্য করা অত্যাবশ্যক অন্যথায় নয়। আল্লাহর আনুগত্য করার অর্থ হলো, কুরআনের নির্দেশ মেনে চলা এবং রাসূলের আনুগত্য করার মর্ম হলো, তাঁর আদেশ নিষেধ ও অনুসৃত রীতি-নীতি পালন করা। আর সেটিই হলো হাদীস। ইমাম আল-কুরতুবী (মৃত্যুঃ ৬৭১ হি.) এই আয়াতকে হাদীসের অকাট্যতা প্রমাণের বলিষ্ঠ দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩০]

মহান আল্লাহকে ভালবাসার অনিবার্য দাবি হলো, তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ না করলে আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর নিকট থেকে গুনাহ্ মার্জনা লাভ করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

---

২৮ সূরা আন্ নিসা: ৫৯।

২৯. ড. মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানতাবী, *আত তাফসীরুল ওয়াসীত*, ৩য় খণ্ড (মিসরঃ দারুস সা'আদাহ, তাবি), পৃ. ১৯১।

৩০. আল-কুরতুবী, *আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন*, ৩য় খণ্ড (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রী.), পৃ. ২৩২।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [৩১]

'আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মার্জনা করবেন। আর আল্লাহ্ মার্জনাকারী এবং দয়াময়।'

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন,

قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ [৩২]

'হে নবী বলুন! আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা তা না কর তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।'
এ আয়াতে আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর পর সাথে সাথে রাসূলকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। তাই আল্লাহর আনুগত্য করলেই চলবেনা, রাসূলেরও আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য না করলে মানুষ যেমন কাফির হয়ে যায়, তেমনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য না করলেও মানুষ কাফির হয়। আয়াতের শেষাংশে একথাই সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। আর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য করার অর্থ হলো, তাঁর হাদীস অনুসরণ করা। আল-কুরআনের অন্য আরেকটি আয়াতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য করাকে স্বয়ং আল্লাহর আনুগত্য করা বুঝানো হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন,

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ [৩৩]

'যে রাসূলের আনুগত্য করে সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করে।' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়েদ রশীদ রিযা লিখেছেন যে,

أن الرسول هو رسول الله فما يأمر به من حيث هو رسول فهو من الله وهو العبادات والفضائل والأعمال العامة والخاصة التى تحفظ بها الحقوق وتدرء المفاسد وتحفظ المصالح فمن أطاعه فى ذلك لانه مبلغ له عن الله عز وجل فقد أطاع الله بذلك. [٣٤]

---

৩১. সূরা আলে 'ইমরানঃ ৩১।

৩২. সূরা আলে 'ইমরানঃ ৩২।

৩৩. সূরা আন্ নিসাঃ ৮০।

৩৪. সাইয়েদ রশীদ রিযা, *তাফসীরুল মানার*, ৫ম খণ্ড (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, তাবি), পৃ. ২৩৮।

'এ আয়াতে **الرسول** দ্বারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। তিনি রাসূল হিসেবে যা কিছুর নির্দেশ দেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাঁর নির্দেশিত বিষয় হলো যেমন, 'ইবাদাত, ফাযায়িল, সাধারণ ও বিশেষ কার্যাবলী। এগুলো দ্বারা অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং নৈরাজ্য প্রতিহত হয়, সর্বোপরি জনকল্যাণ রক্ষিত হয়। সুতরাং বিষয়গুলো যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়ে তিনি পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, সেহেতু কোন ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করলে অবশ্যই তা আল্লাহর অনুসরণ বা আনুগত্য করা হবে বলে বিবেচিত হবে। 'রশীদ রিযার এই বক্তব্যে রাসূলের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ তথা তাঁর প্রর্দশিত সুন্নাহর প্রতি আনুগত্য করার কথা পরিব্যক্ত হয়েছে।'

উল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল-কুরআন হাদীসের প্রামাণিকতাকে সুনিশ্চিত করেছে। এবার নিম্নে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো, যা দ্বারা হাদীসের অকাট্যতা বলিষ্ঠভাবে নিরূপিত হয়। যেমন,

১. মিকদাদ ইবন মা'দীকারাব বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ألا إنى أوتيت القرآن و مثله معه ألا يوشك رجل شعبان على أر يكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله[৩৫]

'সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ আরো একটি জিনিস। সাবধান! এমন যেন না হয় যে, প্রাচুর্যের অধিকারী কোন ব্যক্তি নিজের আরাম কেদারায় বসে বলবে, তোমরা কেবল কুরআনের অনুসরণ কর, তাতে যা কিছু হালাল পাবে, তা হালাল মানবে এবং যা কিছু হারাম পাবে, তা হারাম মানবে। অথচ রাসূল যা কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছেন তা মূলতঃ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুর সমান।'

২. ইরবায ইবন সারিয়া বলেন,

أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما فى هذا القرآن آلا و إنى و الله قد أمرت و وعظت و نهيت عن أشياء أنها لمثل القرآن أو أكثر[৩৬]

---

৩৫. *সুনানু আবী দাউদ*, পৃ. ৬৫১।
৩৬. *প্রাগুক্ত*।

'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের একজন স্বীয় আসনে বসে কি এই ধারণা করে যে, কুরআনে যা উল্লেখ আছে তাছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা আর কোন কিছু হারাম করেননি। সাবধান, আল্লাহর কসম, আমিও কিন্তু অনেক আদেশ করেছি, উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধ করেছি। সেগুলোও কুরআনের মতোই পালনীয় কিংবা তারও অধিক কিছু।'

৩. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন,

تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما فلن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه[৩৭]

'আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। সেটি হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।'

৪. ইরবায ইবন সারিয়া আরো বলেন,

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فو عظنا مو عظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقيل : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال : عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين، عضوا عليها بالنو اجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.[৩৮]

'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদেরকে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিলেন। তাতে আমাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, আমাদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হলো। অতঃপর বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যেন একজন বিদায়ী ব্যক্তির উপদেশ। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কিছু অন্তিম কথা শোনান। বললেন, তোমরা অবশ্যই শুনবে ও আনুগত্য করবে যদিও সে একজন হাবশী দাস হোকনা কেন। তোমাদের কেউ বেঁচে থাকলে খুব শীঘ্রই বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব, তোমাদের উচিত হবে, আমার সুন্নাহ্ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে

---

৩৭. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ, *আস-সুনান* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৯৯৯খ্রী.), পৃ. ৩; ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৮৯৯।

৩৮. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০; *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ৪৬০৭; *সুনানু তিরমিযী*, হাদীস নং ২৬৭৬; *সুনানু ইবন মাজাহ্*, হাদীস নং ৪২।

রাশিদীনের সুন্নাহ অনুসরণ করা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার মত শক্তভাবে তা আঁকড়ে থাকবে। নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে। কারণ, সকল বিদ'আতই, হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।'

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সকল 'আলিম ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, আল-কুরআনের পর হাদীস ইসলামী শরী'আতে দ্বিতীয় মূল উৎস। এর অকাট্যতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এর অনুসরণ অপরিহার্য। এর অস্বীকারকারীর ইসলামে কোন স্থান নেই; বরং সে বিপদগামী ও পথভ্রষ্ট হিসেবে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক ইবন রাহওয়াই লিখেছেন,[৩৯]

من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بقى بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر

'যে ব্যক্তির নিকট রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস পৌঁছেছে, সে তার সত্যতা স্বীকার করে, তা সত্ত্বেও সে যদি কোনরূপ কারণ ছাড়া তা প্রত্যাখ্যান করে, সে কাফির।'

ইবন হাযম আল-আন্দালুসী হাদীস অস্বীকারকারীকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন,

ولو أن أمرأ قال لا تأخذ إلا ما وجدنا فى القر آن لكان كافرا بإجماع الأمة

'কোন ব্যক্তি যদি বলে যে, আমরা শুধু তা-ই গ্রহণ করব, যা কুরআনে পাওয়া যায়। এছাড়া আর কোন কিছুই গ্রহণ করবনা, তাহলে সে মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্যে কাফির।'[৪০]

ইমাম শাওকানী (মৃত্যু: ১২৫০ হি.) বলেন,

إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف فى ذلك إلا من لاحظ له فى الإسلام[৪১]

'নিশ্চয় পবিত্র সুন্নাহর অকাট্যতা এবং একে শর'ঈ আহকামের স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা দ্বীনী প্রয়োজন। ইসলামে যার স্থান নেই, সে ব্যতীত কেউ এর বিরোধিতা করতে পারে না।'

---

৩৯. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ.৬১-৬২।

৪০. *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

৪১. আশ শাওকানী, *ইরশাদুল ফাহুল* (মিসর: মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, তাবি), পৃ. ২৯।

৫. হাদীস সংরক্ষণ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় হাদীস সংরক্ষণ করা হয়। স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাণী সংরক্ষণের জন্য সাহাবীগণকে উৎসাহিত করতেন। যেমন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

نضر الله أمرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع[৪২]

'আল্লাহ সে ব্যক্তিকে আলোক উদ্ভাসিত করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করে অপরের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছে। আর অনেক শ্রুত ব্যক্তি, শ্রবণকারী থেকে (প্রথম শ্রোতার তুলনায়) শ্রুত বিষয় অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।'

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, [৪৩] احفظوه وأخبروه من ررائكم 'তোমরা এ কথাগুলোকে সংরক্ষণ কর এবং তোমাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে এ বিষয়ে সংবাদ দাও।' হাদীস সংরক্ষণ সম্পর্কে উৎসাহ দিতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

من حفظ على أمتى أربعين حديثا فى أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا شهيدا[৪৪]

'আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে *ফকীহ* বানিয়ে দেবেন এবং আমি কিয়ামাতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষ্যদাতা হব।'

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস সংরক্ষণ সম্পর্কিত এ সমস্ত নির্দেশনা ও উদ্দীপক বাণীর ফলে তৎকালীন মুসলিম সমাজে প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখনিঃসৃত বাণী এবং কর্ম এমনভাবে মুখস্থ ও স্মৃতিপটে জাগরূক করে রেখেছিলেন যে, তারা কখনও তা ভুলে যাননি। এ বিষয়ে তাঁদের অসাধারণ স্বভাবজাত স্মরণশক্তি তাঁদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

---

৪২. *জামি'উত তিরমিযী*, পৃ. ৬০৩।

৪৩. খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'* (কায়রোঃ দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ৪৬।

৪৪. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

সাহাবীগণ মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস শোনামাত্রই যেমনিভাবে মুখস্থকরণের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করতেন তেমনি তা অপরের নিকট পৌঁছে দিতেন। এ প্রসঙ্গে বারা ইবন 'আযিব (রা.) বলেন, আমরা মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে সব হাদীস শুনতে সক্ষম হইনি; বরং আমাদের অনেক বন্ধু ও সাথী আমাদের নিকট হাদীস পৌঁছে দিতেন। কেননা আমরা অধিকাংশ সময় উট চরানোর কাজে ব্যস্ত থাকতাম।

প্রতিদিন মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরবারে গিয়ে যে সমস্ত সাহাবীর পক্ষে হাদীস শ্রবণ করা সম্ভব হত না, তাঁরা তাঁদের বন্ধু সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করতেন। এমনকি তাঁরা শ্রুত হাদীসসমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি, চর্চা ও পর্যালোচনার জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। আর এই আলোচনা সভা মসজিদে নববীতে, আবার কখনো সাহাবীদের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হত। এ প্রসঙ্গে আনাস (রা.) বলেন,[৪৫]

كنا نكون عند البنى صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بينا حتى نحفظه

'আমরা নবী করীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থাকতাম এবং হাদীস শ্রবণ করতাম। এরপর যখন সভা ত্যাগ করতাম, তখন আমরা পরস্পর শ্রুত হাদীসের পুনরাবৃত্তি করতাম এবং তা মুখস্থ করতাম।'

সাহাবীগণ মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে মুখস্থকরণের মাধ্যমে যেমন হাদীস সংরক্ষণ করেন, তেমনি লেখনির মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষণ করেন। তারা গাছের পাতায়, পশুর চামড়ায়, পাথরের গায়ে, মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী লিখে রাখতেন। উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত সাহাবী মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী মুখস্থ করতে সক্ষম না হতেন, তারা লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করতেন। বর্ণিত আছে, আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন,

كان رجل من الأنصار يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبى صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولايحفظه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنى لأسمع

৪৫. *প্রাগুক্ত।*

منك الحديث فيعجبنى ولا أحفظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمنك و أو ما بيده الخط

'একজন আনসার মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট একটি হাদীস শুনেন। হাদীসটি তার ভাল লাগায় তিনি মহানবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি আপনার নিকট থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করি, কিন্তু তা স্মরণ রাখতে পারি না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তা লিখে রাখ।'[৪৬]

লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উৎসাহ প্রদান ও নির্দেশনার ফলে ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজে সাহাবীগণ ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে হাদীস লেখার প্রবণতা অধিক বৃদ্ধি পেলে আল-কুরআনের সঙ্গে তা মিশ্রণের আশংকা দেখা দেয়। ফলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রাথমিকভাবে হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

لاتكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه[৪৭]

'তোমরা আমার বাণী লিপিবদ্ধ করোনা, আর যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া আমার বাণী লিপিবদ্ধ করেছে সে যেন তা মুছে ফেলে।'

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নির্দেশের ফলে সাহাবীগণ সাময়িকভাবে হাদীস লেখা থেকে বিরত থাকেন। পরবর্তীকালে কুরআনের সঙ্গে হাদীসের মিশ্রণের আশংকা বিদূরীত হলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। এ মর্মে তিনি 'আবদুল্লাহ

---

৪৬. ইমাম তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, তাহকীক: সালিহ ইব্‌ন 'আবদিল 'আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২০ হি. ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ৬০৫।

৪৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ১২৯৭; ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ১২, ২১, ৩৯, ৫৬; ইমাম আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৮০ খ্রী.), পৃ. ১১৯; ইব্‌নু হিব্বান, *আস-সাহীহ* (বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তা. বি.), পৃ. ৬৪১; আবূ ইয়া'লা, *আল-মুসনাদ* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি), পৃ. ১২৮৮; আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তাকঈদুল 'ইল্‌ম* (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, তা.বি), পৃ. ২৯-৩২; আল-হাকেম, *আল-মুসতাদরাক*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১২৬-১২৮।

ইবন 'আমর ইব্নুল 'আস ও আবূ শাহ্ আল-ইয়ামানীকে হাদীস লিখে দেয়ার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা থেকেই হাদীস লিপিবদ্ধকরণের সাধারণ অনুমতি পাওয়া যায়।[৪৮] তখন পবিত্র কুরআনের ন্যায় মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসকেও সংরক্ষণের জন্য লেখনী শক্তির ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা হয়। ইমাম নববী ও খাত্তাবীসহ একদল মুহাদ্দিস বলেন, হাদীস লেখার উপর প্রাথমিক কালের এ নিষেধাজ্ঞা সকলের জন্য ছিল না; বরং যারা হাদীস ও কুরআনকে মিশ্রিত করে লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁদের জন্যই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য ছিল এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে পুনরায় অনুমতি প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে যারা শুরুতেই কুরআন ও হাদীসকে সম্পূর্ণ পৃথক পত্রে পৃথকভাবে লিখেছেন, তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা কোনকালেই বলবৎ ছিল না। কারণ হলো, কোন কিছু সঠিক ও শুদ্ধভাবে লিখতে পারা অর্জিত যোগ্যতার ব্যাপার। শিক্ষা গ্রহণ ও পারদর্শিতা অর্জন ব্যতিরেকে এ গুণের উপর নির্ভর করা যায় না। কোন কিছু মুখস্থ করার জন্য এ জাতীয় পূর্ব প্রশিক্ষণ গ্রহণের আদৌ প্রয়োজন হয় না। কাজেই পারদর্শিতার সাথে যারা শুরুতেই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তাদের ব্যাপারে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন আপত্তি করেননি। পক্ষান্তরে যাদের লেখায় সেই পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়নি তিনি তাদেরকে লিখতে নিষেধ করেন এবং তাদের মিশ্রিত লেখা ভবিষ্যতে যেন কোন ক্ষতির সৃষ্টি না করে সে উদ্দেশ্যে তা নষ্ট করতে নির্দেশ দেন। হাদীস লেখার কাজে কেবল পারদর্শীরাই যেন অগ্রসর হয় সে লক্ষ্যেই উপরিউক্ত *টেকনিক* গ্রহণ করা হয়েছিল।[৪৯]

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তত্ত্বাবধানে অনেক হাদীস লিপিবদ্ধ হয়। এগুলো বিভিন্ন চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, ফরমান আকারে ছিল। এ ছাড়া ইসলামের *বুনিয়াদী আহকাম* যেমন *সালাত*, *সাওম*, হাজ্জ, *যাকাত*, *সাদাকাহ্*, *কিসাস*, *দিয়াত* ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অনেক হাদীস সরাসরি তাঁর নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমর ইব্ন হাযমকে (রা.) *নাজরানের*

---

৪৮. ইব্ন 'আবদিল বার্, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলমি ও ফাদলিহ*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ২৬৯। এ প্রসংগে আবূ আশবাল আয-যুহ্‌রীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ثم استقر الأمر على جواز الكتابة بل وجوبها لأمر النبى صلى الله عليه وسلم بها فى غير حديث واحد لقوله اكتبوا لابى شاه দ্র.: *জামি'উ বায়ানিল 'ইল্‌ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০।

৪৯. *প্রাগুক্ত*।

শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি তাঁকে *সাদাকাহ্, দিয়াত, ফরয* ও *সুন্নাত* সম্পর্কে একটি বিস্তারিত দস্তাবিজ লিখে দেন। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ তত্ত্বাবধানে লিখিত এ ধরনের দস্তাবিজের সংখ্যা হিসাব করলে তিন শতাধিক হবে। আর বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লিখিত চিঠি এর সংগে মিলিয়ে হিসাব করলে তা এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উন্নীত হবে বলে হাদীস বিশারদগণ মনে করেন।[৫০] নিম্নে এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত হলো:

১. মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিজরাতের পর স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে সর্বপ্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পাদিত হয়েছিল তাহলো ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের সাথে মুসলিমদের চুক্তিনামা। এই চুক্তিনামায় মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পাদিত ৫২ দফা সংযুক্ত হয়।[৫১]

২. হিজরী ৩য় সালে রজব মাসে বনী জামরা সম্প্রদায়ের সাথে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, তা লিখিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।[৫২]

৩. মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজরানের একজন পাদ্রীর কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল,

من محمد النبى رسول الله الى أسقف نجران أسلم أنتم فإنى أحمد اليكم إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب أما بعد! فإنى أدعوكم إلى عبادة من عبادة العباد أدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فان أبيتم فالجزية فإن أبيتم أذنتكم بحرب والسلام[৫৩]

'আল্লাহ প্রেরিত নবী মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ থেকে নাজরানের পাদ্রীদের প্রতি, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আমি তোমাদের নিকট ইব্রাহীম (আ.), ইসহাক (আ.) ও ইয়া'কূব (আ.)-এর মা'বুদের প্রসংশা করছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বান্দার দাসত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে আল্লাহর দাসত্ব

---

৫০. ড. মুশতাক আহমাদ, *উলূমুল হাদীস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ১৫১-১৫৭।

৫১. ইব্নু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রী.), পৃ. ২৫২।

৫২. দ্রষ্টব্য: সীরাহ গ্রন্থসমূহ।

৫৩. *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

করার ও মানুষের ক্ষমতা থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহর ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণের জন্য আহ্বান করছি। এটি গ্রহণ করলে তোমরা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য থাকবে। আর এটি অস্বীকার করলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।' ওয়াস সালাম!

৪. হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট নিম্নোক্ত ভাষায় একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন;

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله و رسوله إلى هرقل عظماء الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد! فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوآء بيننا و وبينكم أن لانعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون[৫৪]

'পরম দয়ালু ও করুণাময়ের নামে শুরু করছি। আল্লাহর দাস ও তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি, সত্য পথের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তাহলে শান্তি লাভ করতে পারবেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দু'টি পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন, তাহলে প্রজাবর্গের গুণাহ আপনাকেই বহন করতে হবে। আসুন! এমন এক বাণীর দিকে যা আমাদের ও আপনাদের মধ্যে ঐকমত্য স্থাপন করে। আমরা সকলেই একতাবদ্ধ হয়ে এক অদ্বিতীয় আল্লাহর দাসত্ব করি। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করি। আর এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা এ থেকে বিমুখ হয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে বলে দাও, আপনারা সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।'

৫. মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৎকালীন সিরিয়ার খ্রীস্টান

---

৫৪. *সহীহুল বুখারী*, পৃ. ৩; হাদীস নং ৭।

প্রধানের নিকট লিখিত একটি পত্র পাঠান। এতে তাঁকে ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দেয়া হয়। ইবন কাসীর বলেন,

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب بن خزيمة إلى المنذر بن الحارث ابن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق وكتب معه سلام على من اتبع الهدى و آمن به.[৫৫]

'অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুজা' ইবন ওয়াহাব ইবন খুজায়মাহ্‌কে একটি লিখিত পত্র দিয়ে দামিস্কের খ্রীস্টান অধিপতি মুনযির ইবনুল হারিস ইবন আবী সাম্মার আল-গাস্‌সানীর নিকট পাঠান, তাতে লেখা ছিল, সত্য পথের অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক... ।'

৬. মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার অধিপতি মুকাওকিসের কাছে লিখিত পত্র পাঠিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইবন কাসীর বলেন,

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الاسكندرية فمضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقبل الكتاب واكرم حاطبا وأحسن نزله.[৫৬]

'মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতিব ইবন আবী বালতা'আকে একটি লিখিত চিঠি দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিপতি মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ চিঠি নিয়ে মুকাওকিসের নিকট নীত হলে মুকাওকিস তা সাদরে গ্রহণ করেন এবং হাতিবকে সম্মান করেন ও তাঁকে সম্মানজনক আপ্যায়ন করেন।'

লিখিত বস্তু যদি এ পৃথিবীতে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকে, তাহলে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত দস্তাবিজ মহাসম্পদ অপেক্ষা দামী অন্য কোন বস্তু হতে পারে না। এর পরেও কি বলা যেতে পারে যে, হাদীস লিখন নবীযুগে শুরু হয়নি; হয়েছে নবীজীর ওফাতের নব্বই বছর পর? পাশ্চাত্য ইয়াহুদী-পণ্ডিতদের কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর আজো মেলেনি।

---

৫৫. *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২।
৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫-২৭৬।

৬. হাদীস সংগ্রহ ও ভ্রমণ

সাহাবীগণ মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকালের পর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। অনুরূপভাবে তাবি'ঈগণও হাদীস সংগ্রহের জন্য দেশ-দেশান্তরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা একেকটি হাদীসের সন্ধানে অথবা তা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য এক মাসের দুর্গম পথ অতিক্রম করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। যতদিন পর্যন্ত তাঁদের কাঙ্খিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত ও কণ্ঠস্থ না হত, অথবা তাঁদের সংগৃহীত হাদীসের সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই না হত, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা বিদেশেই অবস্থান করতেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তাঁদের বিদেশ পর্যটনকে মুহাদ্দিসগণের-পরিভাষায় *আর-রিহলাহ* বলা হয়। এরূপ হাদীস সংগ্রহের জন্য বিদেশ ভ্রমণে মুহাদ্দিসগণ যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তা আজও ইতিহাসে বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা হয়ে আছে। আমরা নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করছি :

প্রখ্যাত সাহাবী জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা.)[৫৭] 'আব্দুল্লাহ ইবন উনাইসের (রা.)[৫৮] কাছ থেকে একটি হাদীস শ্রবণের জন্য একমাসের পথ অতিক্রম করেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে, সিরিয়ায় অবস্থানকারী সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন উনাইস (রা.) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এমন

---

৫৭. **জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-আনসারীঃ** তিনি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি ফিক্হ ও হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য তিনি আমরণ উদগ্রীব ছিলেন। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকালের পর তিনি ৬৪ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ জীবনে হাদীস শিক্ষাদানে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। মুফতী সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তিনি ৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড (মিসরঃ মুসতাফা আল-বাবী আল হালাবী, ১৩২৩ হি.), পৃ. ২১৩; আল-'আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, ২য় খণ্ড (হায়দ্রাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯১০ খ্রী/ ১৩২০ হি.), পৃ. ৪২; ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১৪২।

৫৮. **আবূ ইয়াহ্ইয়া 'আব্দুল্লাহ ইবন উনাইসঃ** তিনি ছিলেন কুযা'আহ্ গোত্রের লোক। মদীনার উপকণ্ঠে এক নির্জন মরু বস্তিতে ছিল তাঁর নিবাস। তিনি সব সময় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সান্নিধ্য লাভে উন্মুখ থাকতেন। তিনি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ তালিবুল হাশেমী, *পঞ্চাশজন সাহাবী*, অনুবাদঃ 'আব্দুল কাদের, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রী.), পৃ. ১৮৬-১৯১।

একটি হাদীস শ্রবণ করেছেন যা অন্য কোন সাহাবী শ্রবণ করেননি। তাই তিনি একটি উষ্ট্র ক্রয় করে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হন। এক মাসের পথ অতিক্রম করে সিরিয়ার এক নিভৃত পল্লীতে পৌঁছে তিনি 'আব্দুল্লাহ্ ইবন উনাইসের (রা.) সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এমন একটি হাদীস শ্রবণ করেছেন যা অন্য কেউ জানে না। আমার ভয় হয়েছে যে, উক্ত হাদীস নিজ কানে শ্রবণ করার পূর্বেই হয়ত আমি মরে যাব। তাই আমি অনতিবিলম্বে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। এতদশ্রবণে 'আবদুল্লাহ্ ইবন উনাইস (রা.) তাঁকে নিম্নোক্ত হাদীস পাঠ করে শুনালেন:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ يَحْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قُرُبَ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الدَّيَّانُ

'আমি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে এমন উচ্চ কণ্ঠে সম্বোধন করবেন যে, নিকট ও দূরের লোকেরা তা সমভাবে শ্রবণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমিই বাদশাহ্, আমিই প্রতিদানকারী।' [৫৯]

আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.)[৬০] একটি মাত্র হাদীস শ্রবণের জন্য মদীনা থেকে সুদূর মিসরে 'উকবাহ্ ইবন 'আমের আল-জুহানীর (রা.) নিকট গমন করেন। তিনি প্রথমে মিসরের তৎকালীন শাসনকর্তা মাসলামা ইবন মাখলাদের গৃহে অবতরণ করেন। 'উকবাহ্কে (রা.) তাঁর আগমনের সংবাদ দেয়া হলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং তাঁর সাথে আলিঙ্গন করে বললেন! হে আবূ আইয়ূব! এখানে আপনার আগমনের কারণ কি? তিনি বললেন, মু'মিন

---

৫৯. খতীব আল-বাগদাদী, *আর-রিহলাহ্ ফী তালাবিল* হাদীস (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ্, ১৯৭৫ খ্রী.), পৃ. ১১৯-১২০।

৬০. **আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.)**: তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রভুক্ত ছিলেন। তিনি হিজরতের ৩১ বছর পূর্বে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আগমনের পর সর্বপ্রথম তাঁর বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। আবূ আইয়ূব আল-আনসারী বদর, উহুদ, খন্দক, বায়াতুর রিদওয়ানসহ সকল যুদ্ধ ও অভিযানে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে অংশগ্রহণ করেন। ৫২ হিজরী সনে ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিক্র, তাবি), পৃ. ৪৮৪; ইবনুল আছীর আল-জাযারী, *উসদুল গাবাহ্*, ২য় খণ্ড (দারুশ শা'ব, তাবি), পৃ. ৮০-৮১; খালিদ মুহাম্মদ খালিদ, *রিজাল হাওলার রাসূল* (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৯৮৪ খ্রী.), পৃ. ৪০৭।)

ব্যক্তির দোষ ত্রুটি গোপন সম্পর্কে আমি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে একটি হাদীস শ্রবণ করেছিলাম। উক্ত হাদীস শ্রবণকারীদের মধ্যে এখন আমি ও আপনি ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ বেঁচে নেই। এজন্য ঐ হাদীস নতুন করে শ্রবণের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আগমন করেছি। অতঃপর 'উকবাহ্ ইবন 'আমের (রা) নিম্নোক্ত হাদীস পাঠ করলেন:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِيْ الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আমি মহানবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুমিনের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার গুনাহকে গোপন করবেন।' আবূ আইয়ূব (রা.) হাদীসটি শ্রবণ করে বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। এরপর তিনি উষ্ট্রে সওয়ার হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় মিসরের শাসনকর্তা মাসলামা ইবন মাখলাদ তাঁকে উপঢৌকন দেয়ার ইচ্ছা করলে তিনি তা গ্রহণ করেননি।[৬১]

আবূ দারদা (রা.) বলেন, 'কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ আমার নিকট কঠিন মনে হলে যদি জানতাম সুদূর *বারকে গুমাদেও* এমন ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি আমাকে উক্ত আয়াতের অর্থ সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবেন, তাহলে আমি তাঁর নিকট গমন করতাম।'[৬২]

সাহাবীগণ হাদীস সংগ্রহের জন্য দূরবর্তী গিরিসংকুল পথ অতিক্রম করতেও দ্বিধা করতেন না। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাবি'ঈগণও একটি হাদীস শ্রবণের জন্য দীর্ঘদিনের পথ অতিক্রম করে হাদীস বর্ণনাকারীর দ্বারস্থ হয়েছেন। 'তারা একজন বর্ণনাকারীর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করা যথেষ্ট মনে না করে নিকট ও দূরবর্তী বহু গ্রাম, শহর ও নগরী ভ্রমণ করেন যাতে একটি হাদীস অনেক বর্ণনাকারী থেকে শ্রবণের প্রয়াস মিলে। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা.) বর্ণনা করেন 'আমি একটি হাদীস শ্রবণের জন্য একাধারে কয়েকদিন ও রাত্রির পথ

---

৬১. *আর রিহ্লাহ্ ফী তালাবিল* হাদীস, পৃ. ১১৯-১২০; খতীব বাগদাদী, *আল-আসমাউল মুবহামাহ্* (দামিশক: দারুল কুতুব আয-যাহিরিয়্যাহ্, তা. বি.), পৃ. ২৪৪; ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিক্র, ১৯৮৫ খ্রী.) পৃ. ১৫৩-১৫৯; ইবনু আবদিল বার্র, *জামিউ বায়ানিল 'ইল্ম*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: দারু ইবনিল জাওজী, ১৪১৮ হি.), পৃ. ৯৩-৯৪।

৬২. *আর-রিহ্লাহ ফী তালাবিল* হাদীস, পৃ. ১৯৫।

অতিক্রম করেছি।'[৬৩] নিম্নে হাদীস সংগ্রহে তাবি'ঈদের ভ্রমণ সম্পর্কে দু'একটি উদাহরণ উপস্থাপিত হলো:

বিখ্যাত তাবি'ঈ মাকহুল আদ-দিমাশ্কী বর্ণনা করেন, আমি মিসরের হুযায়ল গোত্রের জনৈকা মহিলার ক্রীতদাস ছিলাম। তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন, কিন্তু আমি মুক্ত হওয়ার পরও মিসর ত্যাগ করিনি, যতক্ষণ না আমি আমার কাঙ্খিত হাদীস সংগ্রহ করেছি। অতঃপর আমি মিসর থেকে হিজাযে এসে হাদীস সংগ্রহ করি। এরপর 'ইরাকে গমন করি। 'ইরাকেও আমি দীর্ঘদিন অবস্থান করে হাদীস সংগ্রহ করি। এরপর আমি সিরিয়ায় এসে *গণীমাত* (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সম্পর্কে হাদীস জানতে আগ্রহী হই। কিন্তু কে আমাকে এ বিষয়ে হাদীস শুনাতে পারে তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে আমি যিয়াদ ইবন জারিয়া আল 'আমিমী নামক একজন বৃদ্ধের শরণাপন্ন হই। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি *গণীমাত* সম্পর্কে কোন হাদীস শ্রবণ করেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি হাবীব ইবন মাসলামা আল-ফিহরীকে এই বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন,[৬৪]

شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُنَفِّلُ الرُّبْعَ فِى الْبَدْاةِ وَالثُّلُثَ فِى الرَّجْعَةِ

'আমি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি যে, তিনি (অগ্রগামী যোদ্ধাদেরকে) প্রথমে এক চতুর্থাংশ এবং প্রত্যাবর্তনের সময় এক তৃতীয়াংশ গণীমাতের সম্পদ প্রদান করতেন।'

বিখ্যাত তাবি'ঈ আবূল 'আলিয়া বলেন:

كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمْ نَرْضَ حَتَّى رَكِبْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعْنَاهَا مِنْ اَفْوَاهِهِمْ

'আমরা বসরা নগরীতে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করতাম। কিন্তু তাতে আমরা সান্তনা পেতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মদীনায় গিয়ে অপরাপর সাহাবীদের মুখ থেকে তা না শুনতাম।'[৬৫]

---

৬৩. *জামি'উ বায়ানিল 'ইল্ম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪।

৬৪. *সুনানু আবী দাউদ*, *কিতাবুল জিহাদ*, পৃ. ৪০০।

৬৫. আল-দারিমী, *আস্-সুনান*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ১৩৬; খতীব আল-বাগদাদী, *আল কিফাইয়া* (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ৪০২; *ফাতহুল মুগীছ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮।

হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস সংগ্রহাভিযান ব্যাপকতা লাভ করলে তাবি'ঈ, তাবি'-তাবি'ঈন ও তৎপরবর্তী 'আলিমগণ নিজের ঘরবাড়ি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে হাদীস শিক্ষা লাভের আশায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। এ পথে তারা বিপদ আপদের কোন তোয়াক্কা করেননি। এ প্রসঙ্গে ইবরাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম আল-বলখী[৬৬] (মৃত্যু: ১৬২ হি.) বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِرِحْلَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুহাদ্দিসগণের হাদীস সংগ্রহাভিযানের কারণে এ উম্মাতকে বিপদমুক্ত করবেন।'[৬৭]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়া'কূব ইবন সুফ্‌ইয়ান বলেন, আমি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক সফরে যাই। আমি এ সফরে দিনে হাদীস সংগ্রহ করতাম আর রাত্রিতে তা লিখে রাখতাম। কোন এক শীতের রাতে আমি হাদীসগুলো লিখছিলাম। হঠাৎ স্বদেশের মায়ায় আমার চোখ দিয়ে অবিরাম গতিতে পানি বের হতে লাগল। ফলে চোখ দিয়ে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। স্বদেশ ও চোখ হারানোর কথা মনে করে আমি করুণ সুরে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত্রে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে স্বপ্নে আমার যিয়ারত নসীব হলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডেকে বললেন, *হে ইয়া'কূব! তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি চোখ হারিয়েছি। এজন্য আমি ভীষণ শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় হস্ত মুবারক দিয়ে আমার চোখ স্পর্শ*

---

৬৬. **ইবরাহীম ইব্‌ন আদহাম:** তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইমাম ও শীর্ষস্থানীয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে *আল-খুরাসানী* ও *আল-বলখী* বলা হয়। ইমাম আওযা'ঈ, আল-ফিরইয়াবী, সুফইয়ান ছাওরী প্রমুখ খ্যাতনামা ইমাম তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষা করেন। প্রখ্যাত এই সাধক ১৬২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কোথায় সমাহিত হয়েছেন সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি বগুড়ার মহাস্থান গড়ে সমাহিত হয়েছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। বিস্তারিত জীবনী জানার জন্য দেখুন: ইমাম বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর*, ১ম খণ্ড (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ,তাবি), পৃ. ২৭৩; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৭ম খণ্ড (বৈরুত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, তাবি), পৃ. ৩৮৭-৩৯৬।

৬৭. আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী, তাহ্‌কীক: 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব 'আব্দুল লতীফ*, ২য় খণ্ড (মদীনা মুনাওয়ারাহ্: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯২হি.), পৃ. ১৪৪।

করলেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখি, আমার চোখের জ্যোতি ফিরে এসেছে।[৬৮]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ হাতিম আর-রাযী (মৃত্যু: ২৭৭ হি.) বলেন, আমি হাদীস সংগ্রহের জন্য এক সফরে সাত বছর বিদেশে অবস্থান করি। আমার জানা মতে উক্ত সফরে আমি এক হাজার ফারসাখ[৬৯] পায়ে হেঁটে হাদীস বর্ণনাকারীদের দ্বারস্থ হই। আমি কূফা থেকে বাগদাদ এবং মক্কা থেকে মদীনায় কতবার গমন করেছি তা গণনাতীত। বাহরাইন থেকে মিসরে আমি পায়ে হেঁটে গমন করেছি। আবার মিসর থেকে রামলা, বায়তুল মাকদাস, 'আসকালান ও তাবারিয়া পর্যন্ত পদব্রজে গমন করেছি। আবার তাবারিয়া থেকে দামিস্ক এবং দামিস্ক হতে হিম্‌স, ইন্তাকিয়া ও তারতুস পর্যন্ত পদব্রজে গমন করেছি। এছাড়া পুনরায় ওয়াসীত থেকে সিরিয়া আবার সিরিয়া থেকে নীলনদ, নীলনদ থেকে পায়ে হেঁটে কূফায় এসেছি। আমি এক সফরেই এসব দেশ পরিভ্রমণ করি । তখন ছিলাম আমি ২০ বছরের যুবক। আমি এ সফরে ২১৩ হিজরীর রমাযান মাসে বের হয়ে ২২১ হিজরীতে বাড়ি ফিরে আসি।[৭০]

যে সমস্ত সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি'-তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিস হাদীস সংগ্রহের জন্য সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন, তাঁরা কোন সময় বিরক্ত হননি; বরং এ ধরনের ভ্রমণে আনন্দ উপভোগ করেছেন। হাররা থেকে একজন মুহাদ্দিস ইয়াযীদ ইবন হারূনের নিকট হাদীস সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আসেন,[৭১]

حتّى أتيت أُمام الناس كلهم * فى الدين والعلم والاثار و السنن

أبغى به الله لا الدينا و زخرفها * وما تغنى بدين الله لا يهن

يا لذة العيش لما قلت حدثنا * عوف وبشر عن الشعبى والحسن

'ভ্রমণ পরিক্রমায় অবশেষে আমি দ্বীন, 'ইল্‌ম ও হাদীসে পারদর্শী ইমামের নিকট উপনীত হয়েছি। আমি এ ভ্রমণের মাধ্যমে বৈষয়িক স্বার্থ ও পার্থিব চাকচিক্যের

---

৬৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮১-১৮২।

৬৯. ফারসাখ: এক ফারসাখ = ৩ মাইল। দ্র.: ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (করাচী: ইদারাতুল কুরআন, তাবি), পৃ. ৩৪৩।

৭০. *আর-রিহলাহ ফী তালাবিল হাদীস*, পৃ. ২১৩।

৭১. *প্রাগুক্ত; আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৮।

পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে চাই। আল্লাহর দ্বীন দ্বারা যা সমৃদ্ধ হয়েছে তা কখনও তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত হয় না। হে জীবনের স্বাদ উপভোগী! কেন তুমি বললে, 'আউফ ও বিশ্র আমাদেরকে আশ-শা'বী এবং হাসান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ফলে আমি সবকিছু ত্যাগ করে হাদীস সংগ্রহাভিযানে বেরিয়ে পড়েছি।)'

৭. হাদীস সংকলন

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাদীস সংকলনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। এ শতাব্দীতে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। এ বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত সাহাবী ও তাবি'ঈ মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী প্রচারে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিতে আরম্ভ করেন। এ সময় স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপকতা হ্রাস পায়।[৭২] তাছাড়া ধর্মীয় অংগনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে। শী'আ, খারিজী, রাফিযী, মু'তাযিলা প্রভৃতি বিদ'আতী ফিরকাদের কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত দল-উপদল প্রত্যেকেই দলীয় মতাদর্শকে প্রাধান্য এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জাল হাদীস বানানোর আশ্রয় নেয়। ফলে হাদীসের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্য তা গ্রন্থাবদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। অতঃপর ৯৯ হিজরীতে 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীয (মৃত্যু: ১০১ হি.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলে তিনি সর্বপ্রথম হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য মদীনার গভর্ণর ও বিচারপতি আবূ বকর ইবন হাযমের (মৃত্যু: ১২০ হি.) নিকট একটি সরকারী ফরমানে বলেন,

أنظر ما كان عليه من حديث رسول الله عبيه وسلم فإنى خفت دروس العلم و ذهاب العلماء

'তোমরা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিখে রাখ। আমি 'ইল্ম ও 'আলিমদের (দুনিয়া থেকে) অন্তর্ধানের আশংকা করছি।'[৭৩]

খলীফার এ নির্দেশ পেয়ে আবূ বকর ইবন হাযম কিছু সংখ্যক হাদীস লিখে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন। এটিই ছিল হাদীস সংকলনের প্রাথমিক সরকারী

---

৭২. হাকেম নায়শাপুরী, *কিতাবু মা'রিফাতি 'উলূমিল হাদীস*, সম্পাদনা: ড. সৈয়দ মোয়ায্যম হোসাইন, বৈরুত: মাকতাবাতুত তিজারী, তা.বি.) পৃ. ১৯৪।

৭৩. *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। পরবর্তী পর্যায়ে এ উদ্যোগ ব্যাপকতা লাভ করে, শুরু হয় সংকলনের অগ্রযাত্রা। এ সময় 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীয মদীনার শাসনকর্তা আবূ বকর ইবন হাযম ছাড়াও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং কর্মচারীদের নিকট হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, ইমাম আয যুহ্‌রী (মৃত্যুঃ ১২৪ হি.)। তিনি 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীযের নির্দেশ পেয়ে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে হাদীস সংগ্রহাভিযানে ব্রতী হন।[৭৪] অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাধনার বিনিময়ে তিনি বহু সংখ্যক হাদীস একত্রিত করেন। তাঁর এই সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা কয়েকটি উটের বোঝার সমপরিমাণ ছিল বলে হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত্যুঃ ৭৪৮ হি.) উল্লেখ করেন। ইমাম যুহ্‌রী অসংখ্য হাদীস লিপিবদ্ধ করে খলীফা 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীযের দরবারে প্রেরণ করেন। খলীফা তা থেকে কতগুলো কপি তৈরী করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন।[৭৫]

খলীফা 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীয হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ফরমান জারী করার পর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র হাদীস শিক্ষা ও চর্চার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি 'আলিমদেরকে উৎসাহিত করার জন্য মাথাপিছু ১০০ দিনার মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[৭৬] হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ মুহাদ্দিসগণের মাঝে বেশ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ফলে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে মুহাদ্দিসগণ পূর্বাপেক্ষা আরো সুদৃঢ়ভাবে হাদীস সংকলনে প্রয়াস চালান।[৭৭] তাঁরা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সংগৃহীত হাদীসের আলোকে হাদীস সংকলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইবন জুরাইজ (মৃত্যুঃ ১৫০ হি.), মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (মৃত্যুঃ ১৫১ হি.), মালিক

---

৭৪. ড. 'উজাজ আল-খতীব, *আস সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন*, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৯৭১ খ্রী.), পৃ. ৩৩২।

৭৫. ড. তাকী-উদ্দীন নদবী, *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম আওর উনকী 'ইলমী কারনামে*, (আযমগড়ঃ ১৯৯৫ খ্রী.) পৃ. ৪২; *আর রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ*, পৃ. ৫।

৭৬. মুহাম্মাদ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী, *ইবন মাযাহ আওর 'ইলমী হাদীস* (করাচীঃ নূর মুহাম্মদ আসাহুল মাতাবি', তাবি), পৃ. ১৫৪; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪১৬ হি.), পৃ. ৬।

৭৭. 'ইবনুল আছীর আল-জাযারী, *জামি'উল উসূল*, ১ম খণ্ড (সৌদী আরবঃ দারুল ইফতা, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ১৫।

ইবন আনাস (মৃত্যু: ১৭৯ হি.), আর রাবী' ইবন সহীহ্ (মৃত্যু: ১৬০ হি.) সা'ঈদ ইবন আবি 'আরুবা (মৃত্যু: ১৫৬ হি.), হাম্মাদ ইবন সালামাহ্ (মৃত্যু: ১৭৬ হি.), সুফইয়ান আছ ছাওরী (মৃত্যু: ১৬১ হি.), আওযা'ঈ (মৃত্যু: ১৫৬ হি.), হুসাইম (মৃত্যু: ১৮৮ হি.), মা'মার (মৃত্যু: ১৫৩ হি.), জারীর ইবন 'আব্দিল হামিদ (মৃত্যু: ১৮৮ হি.), 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃত্যু: ১৮১ হি.) প্রমুখ।

নিম্নে এ শতাব্দীর মুহাদ্দিসগণের রচিত হাদীস গ্রন্থ অবলম্বনে কয়েকটি সারণী প্রদত্ত হলো:

সারণী ১

সংকলকবৃন্দের নাম	মৃত্যুর তারিখ	সংকলিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশ ও প্রাপ্তিস্থান	দেশ / অঞ্চল
১. 'আব্দুল মালিক ইবন জুরাইজ	১৫০হি.	আস-সুনান: তাহারাত, সালাত, তাফসীর। আল-জামি'	যাহিরিয়াহ, পাণ্ডুলিপি নং-২৪, পৃ. ১১৭-১৩৫।	মক্কা
২. মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক	১৫১হি.	আস-সুনান এবং আল-মাগাযী	ড. হামীদুল্লাহ কর্তৃক সর্বপ্রথম আল-মাগাযী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।	মদীনা
৩. মা'মার ইবন রাশিদ	১৫৩হি.	আল-জামি' ও আল-মাগাযী।	আল-জামি' গ্রন্থটি মুসান্নাফ্ আব্দুর রাযযাক-এর শেষে সংযুক্ত হয়ে প্রকাশিত।	ইয়ামান
৪. মুহাম্মাদ ইবন আবী জীব	১৫৬হি.	আস-সুনান ও আল-মুয়াত্তা।		মদীনা
৫. সা'ঈদ ইবন আবী 'আরুবাহ্	১৫৭হি.	আস-সুনান, আত তাফসীর।		বসরা
৬. আল-আওযা'ঈ	১৫৭হি.	আস-সুনান ফীল ফিক্হ, আল-মাসাইল ফীল ফিক্হ।		সিরিয়া
৭. সুফইয়ান ছাওরী	১৬১হি.	আত তাফসীর, আল-জামি'উল কাবীর, আল-জামি'উস সাগীর ও আল-ফারাইয।	তাফসীর: প্রকাশিত, ফারাইয: অপ্রকাশিত যাহিরিয়াতে এর পাণ্ডুলিপি রয়েছে ক্রমিক নং-৬৮	কূফা
৮. শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ	১৬০ হি.	আল-গারায়িব	মুহাম্মাদ আল বাযযার শো'বার অনেক হাদীস একত্র করে একটি সংকলন প্রস্তুত করে নাম দেন গারায়িবু শো'বা। যাহিরিয়াতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে এর নং-৯৪/১	ওয়াসিত ও বসরা
৯. যায়েদাহ ইবন কুদামাহ	১৬১ হি.	আস-সুনান আয-যুহদ আত-তাফসীর, আল-কিরাআত ও আল-মানাকিব।		কূফা

সংকলকবৃন্দের নাম	মৃত্যুর তারিখ	সংকলিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশ ও প্রাপ্তিস্থান	দেশ / অঞ্চল
১০. ইবরাহীম ইবন তহমান	১৬৩ হি.	আস-সুনান ফীল ফিক্হ, আল-মানাকিব, আল-ঈদাইন, আত-তাফসীর।	এ সুনান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যাহিরিয়াতে রয়েছে। যার নং-১০/১০৭	খুরাসান
১১. আল-লাইছ ইবন সা'আদ	১৭৫ হি.	আত-তারীখঃ মাসাইলুল ফিক্হ।	যাহিরিয়াহ (১৯) কুবেরীনী নং-৩/৩৭২	
১২. 'আব্দুল মালিক ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাযম	১৭৬ হি.	আল-মাগাযী		মদীনা
১৩. মালিক ইবন আনাস	১৭৯ হি.	আল-মু'য়াত্তা, রিসালাতুন ফীল কাদর, রিসালাতুন ফীল আরযিয়াহ।	আল-মু'য়াত্তা প্রকাশিত।	মদীনা
১৪. হাম্মাম ইবন যায়িদ	১৭৯ হি.			বসরা
১৫. 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক	১৮১ হি.	আল-মুসনাদ, আয-যুহুদ, আর রাকায়িক, আল-জিহাদ।	প্রকাশিত	খুরাসান

উল্লেখিত মুহাদ্দিসগণ একই যুগের লোক ছিলেন। তাঁরা খলীফার নির্দেশ পেয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল তথা মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, ওয়াসীত, ইয়ামান, খোরাসান ভ্রমণ করে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৭৮]

৭৮. ড. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহ্দা, ১৯৫৬ খ্রী.) পৃ. ১০৮; আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ* (কায়রোঃ 'ঈসা আল-বাবী ওয়া আল-হালাবী, তা.বি.), পৃ. ২১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে অনুসৃত নীতিমালা

১. সনদ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ পরস্পরকে কখনো সন্দেহ করতেন না। তাবি'ঈগণ সাহাবীগণ থেকে যে কোন বর্ণিত *হাদীস* নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। কুখ্যাত ইয়াহুদী 'আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা আবির্ভূত হয়ে মুসলিমদের মধ্যে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাল *হাদীস* তৈরীর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অপরদিকে *কারবালার হৃদয় বিদারক* ঘটনার পর মুসলিম সমাজে উগ্র *শী'আ* মতবাদের সূত্রপাত হয়। এ সময় ধর্মান্ধ শী'আ ও চরমপন্থী খারিজীদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ *মুরজিয়া* সম্প্রদায়ের 'আবির্ভাব ঘটে। এভাবে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সমস্ত দল উপদল প্রত্যেকেই তাদের দলীয় মতাদর্শকে প্রাধান্য এবং ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আল-কুরআনের অপব্যাখ্যা দিতে থাকে এবং জাল *হাদীস* রচনার আশ্রয় নেয়।[৭৯] যুগ পরিক্রমায় এ ফিতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঠিক এমন এক সন্ধিক্ষণে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের মধ্যে বিজ্ঞ 'আলিমগণ *হাদীস* বর্ণনায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্যাসত্য যাচাই শুরু করতে লাগলেন। তাঁরা কোন *হাদীস* গ্রহণ করতেন না যে পর্যন্ত তারা সনদ ও বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগত না হতেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তাবি'ঈ ইব্ন সিরীনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم[৮০]

"পূর্বের লোকেরা সনদ ও বর্ণনাকারীদের পরিচয় জানতে চাইতেন না। যখন ফিতনা শুরু হলো তখন তারা বলতে লাগলেন, আমাদেরকে বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর *আহলুস সুন্নাহর* নিকট থেকে *হাদীস* গ্রহণ করা হয় এবং *আহলুল বিদ'আতের হাদীস* পরিত্যাগ করা হয়।"

---

৭৯. 'উজাজ আল-খতীব, *আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন*, পৃ. ৩২৩।

৮০. সহীহ্ মুসলিম, *আল-মুকাদ্দামাহ*, পৃ.১০।

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে '*ইলমুল ইসনাদের* সূত্রপাত ঘটে এবং হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সময় মুহাদ্দিসগণ সনদ ছাড়া *হাদীস* গ্রহণ করতেন না। তাঁরা সনদকে হাদীসের অংশ মনে করতেন। তখন থেকেই *হাদীসের* গ্রহণযোগ্যতা সনদের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[৮১] প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শু'বা বলেন, যে *হাদীসের* প্রারম্ভে اخبرنا وحدثنا শব্দ নেই, সে *হাদীস* ঐ খাদ্যের অনুরূপ, যা ভক্ষণ করলে ক্ষুধা নিবারণ হয়না। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, সনদ ছাড়া *হাদীসের* উদাহরণ এমন ব্যক্তির মত, যে বিস্তীর্ণ ময়দানে লাগামহীন উট নিয়ে বিচরণ করছে। সুতরাং এ ব্যক্তির জন্য যেমন লাগামহীন উটকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা অসম্ভব, তদ্রূপ সনদহীন *হাদীসের* বিশুদ্ধতা নিরূপণ করাও মুহাদ্দিসের পক্ষে অসম্ভব।[৮২]

তাবি'ঈদের যুগে সনদের উপর ব্যাপকভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। কেউ কোন *হাদীস* বর্ণনা করতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম উক্ত *হাদীসের* সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। এতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কোনরূপ খারাপ মনে করতেন না। যেমন এক ব্যক্তি সুফইয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়নার নিকট আগমন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হজ্জের সময় বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করার পূর্বে কোন মাহিলার ঋতুস্রাব হলে সে কি করবে? তদুত্তরে সুফইয়ান বললেন, তাওয়াফ ব্যতীত সে হজ্জের সকল কাজ করবে। লোকটি বললো, এরূপ কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তা হলো, বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফের পূর্বে 'আয়িশার (রা.) ঋতুস্রাব হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে *তাওয়াফ* ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করতে নির্দেশ দেন। লোকটি বললো, এ *হাদীসের* সনদ আপনার জানা আছে কি? সুফইয়ান বললেন, হ্যাঁ, সনদটি এরূপ ... লোকটি সনদ শ্রবণ করে সুফইয়ানের প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। এতে সুফইয়ান খারাপ মনে করেননি; বরং খুশী হয়েছিলেন।[৮৩]

তাবি'ঈদের যুগে সনদের প্রতি কিরূপ গুরুত্বারোপ করা হতো, তা একটি ঘটনা থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। বর্ণিত আছে যে, একবার খলীফা মামূন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ আল-আনসারীর নিকট এক হাজার দিরহাম বসরার ফকীহগণের মধ্যে বন্টনের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। হিলাল ইব্‌ন মুসলিম তা

---

৮১. *বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ*, পৃ. ৫৩।

৮২. ইব্‌নু হিব্বান, *কিতাবুল মাজরূহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন*, ১ম খণ্ড (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৯০ হি.), পৃ. ৯।

৮৩. *আল-কিফাইয়াহ্‌*, পৃ. ৪০৩-৪০৪।

সাথীদের মধ্যে বন্টন করতে চাইলেন। আর আনসারীও তা নিজ সহচরদের মধ্যে বন্টন করতে মনস্থ করলেন। ফলে উক্ত দিরহাম বন্টন নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়। আনসারী হিলালকে এ বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করতে বললেন। তিনি ইব্‌ন মাস'উদের (রা.) নিকট একটি *হাদীস* যুক্তি হিসেবে পেশ করলে আনসারী তাঁকে বললেন, তোমার কাছে এ *হাদীস* কে বর্ণনা করেছেন, হিলাল ইব্‌ন মুসলিম চুপ করে রইলেন, কোন উত্তর দিতে পারলেন না। আনসারী তখন বললেন, তুমি দিন ও রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের কথাটি বারবার উচ্চারণ করে থাকো কিন্তু তুমি জান না, এটি কে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে রিওয়ায়াত করেছে? তুমিও তোমার ফিকহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরপর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী উক্ত এক হাজার দিরহাম স্বীয় সহচর ফকীহদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।[৮৪]

মুহাদ্দিসগণ *হাদীস* সংকলনের যুগে সনদের সত্যতা বিচারের মাধ্যমে *হাদীসের* বিশুদ্ধতা নির্ণয় করেন। মুহাদ্দিসগণের পদাংক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইতিহাস ও সিয়ারবেত্তাগণও ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদ ব্যবহার করেন। যেমন ইব্‌ন ইসহাকের *আস সীরাহ*, ওয়াকিদীর *আল-মাগাযী*, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দের *আত তাবাকাত*, তাবারীর *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খলীফা ইব্‌ন খাইয়্যাতের ইতিহাস গ্রন্থেও সনদের ব্যবহার দেখা যায়। তবে *হাদীসের* সনদের ক্ষেত্রে যেমন চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তেমনি ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সনদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়নি।[৮৫] সুতরাং সনদ প্রক্রিয়ায় *হাদীস* বর্ণনা করার পদ্ধতি মুসলিমদের জন্য আল্লাহর বিশেষ এক রহমত। কেননা, তাঁরা তাদের প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) *হাদীসকে* সনদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকৃতি ও ভ্রান্তির রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা সনদ দ্বারাই মুসলিম জাতিকে বিশেষায়িত করেছেন; অন্য কোন জাতিকে করেননি।[৮৬] এ বিষয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় যে, একমাত্র আল-কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহের ক্রমধারা আজ বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে তাওরাত ও ইঞ্জিলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত মূসার (আ.) ইন্তিকালের বহু শতাব্দী পর তাওরাতের ভাষ্যগুলো গ্রন্থাবদ্ধ

---

৮৪. *আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩; খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ৫ম খণ্ড (মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.), পৃ. ৪০৯।

৮৫. *বুহুছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ*, পৃ. ৫৯।

৮৬. ইবন হাযম, *আল ফিসাল ফীল মিলাল ওয়ান নিহাল*, ২য় খণ্ড (কায়রো: ১৩৯৫ হি.), পৃ. ৮৪।

করা হয়। ইয়াহুদীরা এতে মনগড়া অনেক বিষয় সংযোজন করে। ফলে আসল বিষয় বিকৃতির অতলে নিমজ্জিত হয়। তাওরাতের বিভিন্ন কপিগুলোতে একই ঘটনার পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন রিওয়ায়াত দেখা যায়।[৮৭] তদ্রূপ ইঞ্জিলের অবস্থাও একই। এটি চারটি বিভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন সংকলক রয়েছেন। এ সংকলকগণ হযরত 'ঈসা (আ.) কে দেখেননি এবং তাঁরা কোন সূত্রে কিভাবে ইঞ্জিলের এই বাণীগুলো রিওয়ায়াত করেছেন তার সঠিক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ফলে ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে খৃস্টান যাজকেরা হযরত 'ঈসার (আ.) চতুর্থ আসমানে উত্তোলিত হওয়ার অনেক বছর পর নিজেদের মনগড়া কথাগুলো ইঞ্জিলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যদি নির্দিষ্ট পন্থায় এর সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে গ্রন্থটি আজ বিকৃতির হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকত।[৮৮]

২. সর্বজনীন নীতিমালা প্রণয়ন

*হাদীস*কে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণকরণ এবং দুর্বল সনদের *হাদীস*কে চিহ্নিতকরণের জন্য *হাদীস* বর্ণনাকারীদের জীবনেতিহাস তথা চরিত্র, নৈতিকতা, ধার্মিকতা, আচার-অভ্যাস ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইমামগণ হাদীস বর্ণনাকারী শায়খ থেকে শুরু করে সাহাবী পর্যন্ত সনদের মাধ্যমে বর্ণনাকারী কতটা সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত, কার স্মৃতিশক্তি কতটা প্রখর, কে মিথ্যাবাদী এবং কে সত্যবাদী অথচ অসতর্ক এসব তথ্যাদি জানার অতীব প্রয়োজন অনুভব করেন। এছাড়া *হাদীস* বর্ণনাকারীদের মাযহাব ও ধর্মমত বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রয়োজন, যাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, নিজস্ব ধর্মমতের পক্ষপাতিত্ব বর্ণনাকারীকে অশুদ্ধ *হাদীস* বর্ণনায় প্রলুব্ধ করেনি। এ সকল বিষয়কে সামনে রেখে ইমামগণ *হাদীস* সংকলনে যে সমস্ত নীতিমালা অনুসরণ করেন, তা দুভাগে বিভক্ত। **এক.** ***রিওয়ায়াত*** **পদ্ধতি**। **দুই.** ***দিরায়াত*** **পদ্ধতি**।

এক. রিওয়ায়াত পদ্ধতি

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী বর্ণনা, সংরক্ষণ এবং লিখে রাখার পদ্ধতি সম্বলিত জ্ঞানকে *রিওয়ায়াত* বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ রিওয়ায়াত-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে একই অর্থ

---

৮৭. *প্রাগুক্ত*।

৮৮. *প্রাগুক্ত*।

দাঁড়ায়। মুহাম্মাদ আব্দুল 'আযীম আয-যারকানীর মতে,

هو يقوم على النقل المحرر الدقيق لكل ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أوتقرير أو صفة ولكل ما أضيف من ذلك إلى الصحابة والتابعين

'মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী, কর্ম, মৌন সম্মতি, তাঁর চারিত্রিক বিশ্লেষণ এবং সাহাবী ও তাবি'ঈর কথা, কর্মকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করাকে *রিওয়ায়াত* বলা হয়।'[৮৯]

জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতীর মতে, সুন্নাহ্কে তার বাহকের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করার নাম রিওয়ায়াত।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসকে তাঁর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে তা যথার্থ মধ্যস্থতার দ্বারা বর্ণনা করাকে *রিওয়ায়াত* বলা হয়। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর অবস্থা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এ পদ্ধতি দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এক. تحمل الحديث দুই. أداء الحديث। এ পদ্ধতি দু'টি একটি অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটির অবর্তমানে অপরটি অস্তিত্বহীন। أداء الحديث -এর অর্থ হলো, হাদীস রিওয়ায়াত করা এবং তা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া। আর হাদীস বর্ণনার অনুসৃত পদ্ধতিকে تحمل الحديث বলা হয়।[৯০]

রিওয়ায়াত পদ্ধতির মাধ্যমে হাদীস বর্ণনারীতি ও হাদীসের মূল ভাষ্যের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করা হয়ে থাকে। নিম্নে এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিধৃত হলো:

ক. হাদীস বর্ণনারীতি

এ পদ্ধতিকে 'উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় طرق تحمل الحديث বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণের ৮টি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারীদের হাদীস বর্ণনাকালে তাঁর উর্ধ্বতন ওস্তাদ থেকে এই আটটি পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এই পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

---

৮৯. মুহাম্মাদ আবদুল 'আযীম যারকানী, *আল মানহালুল হাদীস* (কায়রো: ১৯৪৭ খ্রী.), পৃ. ৩৫।

৯০. প্রফেসর ড. আব্দুল্লাহ্ শা'বান, *কাওয়াইদুল মুহাদ্দিসীন* (কায়রো: দারুস সালাম, ২০০৫ খ্রী.) পৃ. ৩৮-৩৯।

১. আস-সিমা' (السماع)

এ পদ্ধতি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। শিক্ষক হাদীস পড়বেন অথবা মুখস্থ বলবেন আর শিষ্য তা শুনবেন, একেই সিমা' বলা হয়। এক্ষেত্রে হাদীস শ্রবণকারী শিষ্যের প্রখর ধী-শক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। তবে শিষ্যের বয়স কত হতে হবে এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতোবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী 'আয়ায বলেন, কমপক্ষে তাকে পাঁচ বছর বয়সী হতে হবে। আহলুল হাদীসগণ এ মত গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ইবনুস সালাহও এ মতের সমর্থন দিয়েছেন। এ মর্মে আহলুল হাদীসগণ নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন:[৯১]

عن محمد بن الربيع قال عقلت من النبى صلى الله عليه و سلم مجة مجها فى جهى و انا ابن خمس سنين من دلو

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শ্রবণকারী মোটামুটি বুঝলেই চলবে। তবে পাঁচের উর্ধ্বে বয়সসীমা পৌঁছেছে, কিন্তু বোদ্ধা নয়, তাহলে তাঁর سماع গ্রহণযোগ্য হবে না।[৯২] ইমাম নববী (রহ.) এই মত গ্রহণ করেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বাঁধাধরা কোন বয়সসীমা নির্দিষ্ট না করে কেবল মাত্র হৃদয়ঙ্গম ও বোধশক্তির পরিপক্কতার বিষয়টি বিবেচ্য।

২. ক্বিরাআত (القراة)

ক্বিরাআত বা পঠন পদ্ধতি বলা হয়, ছাত্র হাদীস পড়বে আর শিক্ষক তা চুপ করে শুনবেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক থেকে ছাত্রের হাদীস বর্ণনা করা বৈধ এবং উক্ত শ্রুত হাদীস বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। যদি হাদীস বিশুদ্ধই না হত, তাহলে শিক্ষক হাদীস পাঠকালে চুপ থাকতেন না।[৯৩] যদি পাঠকারী ছাত্র তাঁর মুখস্থ থেকে অথবা কিতাব থেকে না পড়ে বরং অপর কোন ব্যক্তিকে শায়খের নিকট পড়তে শুনে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে এ ধরনের পঠনের জন্য শর্ত হল, অবশ্যই শিক্ষকের উক্ত হাদীস মুখস্থ থাকা প্রয়োজন।[৯৪]

পঠন পদ্ধতি অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের নিকট স্বীকৃত একটি নিয়ম। তবে ইরাকের কিছু কিছু মুহাদ্দিস এ পদ্ধতিকে বৈধ মনে করেন না। হযরত হাসান

---

৯১. *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।
৯২. *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ২০২-২০৩।
৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫।
৯৪. *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*, পৃ. ৯৩; *আল-বা'য়িসুল-হাদীস*, পৃ. ১২৩।

(রহ.) হযরত সুফইয়ান ছওরী (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমুখের নিকট এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা অথবা গ্রহণ করা বৈধ। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে হযরত দিমাম ইবন ছা'লাবার হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل النجد سائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه مايقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذا هو يسال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس صلوات فى اليوم والليلة.

আহলে নজ্‌দ থেকে এক ব্যক্তি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আগমন করল, তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো, আমরা তাঁর গুনগুনানি শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু তিনি যা বলছিলেন, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। অতঃপর তিনি যখন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এলেন, তখন বুঝা গেল যে, তিনি ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা...।[৯৫]

৩. ইজাযাত (الاجازة)

শিক্ষক ছাত্রকে তাঁর নিকট থেকে শ্রুত বিষয় অথবা তাঁর রচিত কোন গ্রন্থ রিওয়ায়াত করার অনুমতি প্রদান করাকে اجازة বলা হয়। চাই তিনি তাঁর উক্ত বিষয় শ্রবণ করুন অথবা পাঠ করুন।[৯৬] এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ কি না এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যাহিরিয়াদের মতে, الاجازة পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। ইবন হায্‌ম আল-আন্দালুসীও এমত পোষণ করেন।[৯৭] ইমাম শাফি'ঈ থেকে এ বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। একটির বৈধতার পক্ষে, অপরটি অবৈধতার পক্ষে।[৯৮] খতীব আল-বাগদাদী বলেন, ইমাম শাফি'ঈ হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে الاجازة পদ্ধতির

---

৯৫. *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

৯৬. *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ২০৯।

৯৭. ইবন্ হাযম, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুশ শুরুক, তা.বি.), পৃ. ১৪৭।

৯৮. *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৩৪।

উপর নির্ভরশীল হওয়া অপছন্দ মনে করতেন। শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, ইব্রাহীম আল-হারাবী, আল-মাওয়ার্দী, আবূ শায়খ মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-ইস্পাহানী প্রমুখ الاجازة পদ্ধতিকে অবৈধ বলে মনে করতেন।[৯৯] ইবনুস সালাহ বর্ণনা করেন যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস الاجازة পদ্ধতি জায়েয মনে করে এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করাকে বৈধ মনে করতেন।[১০০] তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেন:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعبد الله بن جحش كتابا وختمه ودفعه اليه ووجهه فى طائفة من اصحابه و قال له لاتنظر فى الكتاب حتى تسير يومين ثم انظر فيه

'মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহ্‌শ এর জন্য একটি চিঠি লিখলেন এবং তা মোহরাঙ্কিত করে তাঁর জনৈক সহপাঠির হাতে দিয়ে বললেন, এই চিঠির প্রতি দৃষ্টি দেবেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি দুই দিনের পথ অতিক্রম করবে। তারপর তুমি এতে যা লেখা আছে তা পড়বে।[১০১]

এ হাদীসটি الاجازة পদ্ধতির বৈধতার পক্ষে উজ্জ্বল হিসেবে স্বীকৃত। এ হাদীসের ভিত্তিতে যাঁরা এ পদ্ধতিকে বৈধ বলে মত পোষণ করেন, তাঁরা মনে করেন যে, শায়খ এর নিকট যখন ছাত্রের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুটিত হয়, কেবল তখনই শায়খ হাদীস বর্ণনার الاجازة দিয়ে থাকেন।[১০২]

৪. আল-মুনাওয়ালাহ্ (المناولة)

শিক্ষক স্বীয় ছাত্রকে পুস্তক অথবা সহীফা দিয়ে তাঁর থেকে বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করাকে *মুনাওয়ালাহ্* বলা হয়।[১০৩] *মুনাওয়ালাহ্* ইজাযাহ পদ্ধতি অপেক্ষা উচ্চতর প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃত। মুহাদ্দিসগণ مناولة পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ মনে করেন।[১০৪] খতীব আল-বাগদাদী এবং শামসুদ্দীন আয-যাহাবী এ

---

৯৯. *আল-বা'য়িসুল হাদীস*, পৃ. ১১৮।
১০০. *তদেব*।
১০১. *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।
১০২. *আল-কিফায়াহ*, পৃ. ৪৫৫।
১০৩. *মানহাজুন নাকদ*, পৃ. ২১৭।
১০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯; *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ২১৫।

পদ্ধতির বৈধতার পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন:

عن حميد بن زنجبوية قال لما رجعنا من مصر دخلنا على احمد بن حنبل فقال مررت بابى حفصى عمرو بن ابى سلمة فقلنا وما كان عنده؟ انما كان عنده خمسون حديثا والباقى مناولة. فقال فالمناولة كنتم تأخذون منها وتنظرون فيها

'হুমাইদ ইবন যানজাবুবিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা মিসর থেকে ফিরে এসে আহমাদ ইবন হাম্বলের নিকট গমন করলাম। তিনি বললেন, তোমরা আবূ হাফস 'উমার ইবন আবী সালামাহ্‌র নিকট গমন করেছ কি? আমরা বললাম, তাঁর কাছে কি আছে? তাঁর কাছে তো মাত্র পঞ্চাশটি হাদীছ রয়েছে, আর অবশিষ্ট *মুনাওয়ালা* পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস। তিনি তদুত্তরে বললেন, তোমরা উক্ত *মুনাওয়ালা* পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ কর।'[১০৫]

৫. আল-মুকাতাবাহ্ (المكاتبة)

লিখন পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করাকে *মুকাতাবাহ্* বলা হয়। ড. মুহাম্মাদ আস-সাব্বাগ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

وهى ان يكتب الشيخ بخطه اويكلف غيره بان يكتب عنه لبعض حديثه الشخص حاضرين يديه يتلقى العلم عليه او الشخص غائب عنه ترسل الكتابة اليه.

'নিজ হস্তে শায়খের হাদীস লিখে দেয়া অথবা কাউকে নিজ পক্ষ থেকে তাঁর নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য কিছু হাদীস লিখে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা, অথবা এমন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে কিছু হাদীস লিখে দেয়ার জন্য কাউকে আদেশ করা, যিনি তার কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন। এরূপ পদ্ধতিকে المكاتبة বলা হয়।'[১০৬]

এ পদ্ধতিতে হাদীস রিওয়ায়াত করা বৈধ। কেননা ফায়েদা দেয়ার ক্ষেত্রে الاجازة অপেক্ষা এর গুরুত্বও কম নয়। সালফে সালিহীন এ নীতির উপরই সর্বদা 'আমল করছেন। আর এর ভিত্তিতে তাঁরা তাদের হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেন كتب الى فلان قال اخبرنا فلان। তাঁরা এভাবে উল্লেখ করাকে সনদের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করতেন। তাই হাদীস গ্রন্থে সনদের মধ্যে এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়।[১০৭]

---

১০৫. *আল-কিফায়াহ্*, পৃ. ৪৬৫; *মীযানুল ই'তিদাল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬২।
১০৬. *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ২১৬।
১০৭. *আল-'ইলমা*, পৃ. ৮৬; *আল-কিফায়াহ্*, পৃ. ৩৪৫।

৬. আল-ওয়াজাদাহ্ (الوجادة)

সনদ সহকারে কোন শায়খের স্বরচিত কোন হাদীস অথবা হাদীস গ্রন্থ কোন ব্যক্তির লাভ করাকে الوجادة বলে। এক্ষেত্রে প্রাপক ব্যক্তি হেকায়াতের আলোকে এই বলবে যে, وجدت بخط فلان، حدثنا فلان[১০৮]। মোট কথা, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় سماع واجازة এবং مناولة পদ্ধতি ব্যতিরেকেই কোন সহীফা থেকে হাদীস গ্রহণকালে الوجادة শব্দটি প্রয়োগ হয়ে থাকে।[১০৯]

মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে এটি হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি সমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। একদল মুহাদ্দিস এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা অবৈধ বলে মনে করেন। অপর একদলের মতে, যদি বর্ণনাকারী লেখকের লিখন সনাক্ত করতে পারেন তাহলে এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করাতে কোন দোষ নেই।[১১০] প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুস সালাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, মালিকী মাযহাবের অধিকাংশ মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের মতে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। তবে ইমাম শাফি'ঈ ও তাঁর মাযহাবের অনেক 'আলিম এ পদ্ধতিকে জায়েয বলেছেন। পরস্পর বিরোধপূর্ণ মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধনে একথা বলা যেতে পারে যে, যদি বর্ণনাকারী উক্ত পুস্তিকার লেখা সম্পর্কে দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেন, তাহলে উক্ত লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করা যেতে পারে।[১১১]

৭. আল-ই'লাম (الاعلام)

ছাত্রকে বর্ণনাকারীর এভাবে অবগত করাকে *ই'লাম* বলা হয় যে, এ হাদীস অথবা এ গ্রন্থ তিনি অমুকের কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন কিন্তু, তিনি তাকে এটি রিওয়ায়াত করার অনুমতি দেননি।[১১২]

উসূলবিদগণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে বৈধ মনে করেন না। কেননা এতে এমন ত্রুটি রয়েছে যা হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অন্তরায়। অধিকাংশ ফকীহ মুহাদ্দিসের মতে, এ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করাও বৈধ। আর-রামাহারমাযী এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১১৩] মূল কথা হল এই যে, اجازه পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত। কেননা এতে সামগ্রিক অর্থে

---

১০৮. *কাওয়াইদুত তাহদীস*, পৃ. ২০৪; *মানহাজুন নাকদ*, পৃ. ২২০।
১০৯. *প্রাগুক্ত*।
১১০. *মানহাজুন নাকদ*, পৃ. ২২১।
১১১. *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ২১৯; *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৬০।
১১২. *মানহাজুন নাকদ*, পৃ. ২১৯।
১১৩. *মা'রিফাতুল 'উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৫৬; *আল-'ইলমা'*, পৃ. ১১০।

اخبار রয়েছে। তদ্রূপ الاعلام এর মধ্যেও اجازة অপেক্ষা اخبار এর অর্থ শক্তিশালী। যেমন মুহাদ্দিসের উক্তি- هذا سماعى من فلان দ্বারা তা-ই বুঝা যায়।[১১৪]

৮. আল-ওসিয়্যাহ্ (الوصية)

মুহাদ্দিস কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু অথবা সফরের সময় এ মর্মে উপদেশ দেয়াকে ওসিয়্যাহ বলা হয় যে, সে উক্ত কিতাব তাঁর হয়ে বর্ণনা করবে।[১১৫] হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি সমূহের মধ্যে وصية দুর্বল একটি পদ্ধতি। কোন কোন মুহাদ্দিস একে اجازة পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেন। কেননা এটি উপদেশ দানকারী শায়খ এর পক্ষ থেকে উপদিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হাদীস বর্ণনা করার একটি অনুমতি।[১১৬] আবার কেউ কেউ এ পদ্ধতিকে العرض এবং المناولة পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন। অপরদিকে কেউ কেউ একে الاعلام পদ্ধতির নিকটতম বলে উল্লেখ করেছেন।[১১৭]

খ. মতনের বস্তুনিষ্ঠতা

মুহাদ্দিসগণ সহীহ *হাদীস* নিরূপণে *হাদীসের* মূল ভাষ্যের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করেন। আরবী ভাষার ভাবভঙ্গি ও বর্ণনাধারা সম্পর্কে পারদর্শী হওয়ার কারণে তাঁরা *হাদীসের* মতনের বিশুদ্ধতা নিরূপণে সক্ষম হয়েছেন। তারা বুঝতে পারেন যে, এ শব্দ কখনো একজন বিশুদ্ধভাষী ও অলংকারবিদ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। তাহলে যিনি বিশুদ্ধ ভাষীদের শিরোমণি তাঁর নিকট থেকে কিভাবে এ রূপ নিরস শব্দের প্রয়োগ আশা করা যায়? আরবী ভাষার চূড়ামণি হলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) বলেন, এটিই স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, এর শব্দগুলো মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। *হাদীস* শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করার কারণে *হাদীসের* শব্দাবলী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের এমন দক্ষতা জন্মে যে, তাঁরা শুনামাত্রই বলে দিতে পারেন, কোন্‌টি *হাদীসের* শব্দ আর কোন্‌টি *হাদীসের* শব্দ নয়, *হাদীসের* শব্দ কি হওয়া উচিত ও কি হওয়া অনুচিত। আল-বলকীনী (রহঃ) বলেন, এর একটি প্রমাণ এই যে, যদি কোন একটি লোক একাধারে কয়েক বছর একজন লোকের সান্নিধ্যে থাকে, সে জানতে পারবে যে, ঐ লোকটি কি পছন্দ করে। এরপর অপর একজন লোক বললো, সে ঐ জিনিসটি অপছন্দ করে

---

১১৪. *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*, পৃ. ২১৯-২২০।
১১৫. *মানহাজুন নাকদ*, পৃ. ২২০।
১১৬. *আল-'ইলমা'*, পৃ. ১১৫।
১১৭. *ফাতহুল মুগীস*, পৃ. ২৩২।

অথচ সেটি তার পছন্দের জিনিসটি হলে শোনামাত্রই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝে নেবে সে মিথ্যা বলছে।[১১৮]

মুহাদ্দিসগণ মতনের বস্তুনিষ্ঠতা নিরূপণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি সুক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তা হলো নিম্নরূপ:

১. **হাদীসের ভাষ্য সাবলীল হওয়া:** হাদীসের মূলভাষ্য তথা মতন সাবলীল হওয়ার বিষয়কে মুহাদ্দিসগণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখেছেন। তাই তাঁরা প্রত্যেক হাদীসের শব্দগুলো নিম্নস্তরের হবে না বলে মনে করেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন বিশুদ্ধ আরবী ভাষী। তাঁর মুখ-নিসৃত বাণীতে ব্যবহৃত উন্নতমানের শব্দাবলী ও ভাষার অপরূপ ঝংকার এ কথার প্রমাণ বহন করে। তাই হাদীসে ব্যবহৃত শব্দাবলী দেখলেই মনে হবে, এটি তাঁর বাণী। আর এ শব্দগুলো যদি আরবী ভাষার ব্যবহার রীতির পরিপন্থী হয় অথবা এমন নিম্নস্তরের হয়, যা কোন বাকপটু বাগ্মী ব্যবহার করতে পারে না, তাহলে ধরে নিতে হবে, এটি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষ্য হতে পারে না। তদুপরী এরূপ শব্দাবলীকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষ্য হিসেবে গণ্য করাই জাল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবন হাজার আল-‘আসকালানীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

ومحل هذا إن وقع التصريح بانه من لفظ البنى صلى الله عليه وسلم

"দূর্বল ও নিম্নস্তরের শব্দাবলীকে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষ্য হিসেবে গণ্য করাই হাদীস জালকরণের সুস্পষ্ট প্রমাণ।"[১১৯]

২. **হাদীসের বক্তব্য জ্ঞানের বিপরীত না হওয়া:** হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বক্তব্য বাহ্যিক জ্ঞান বিরোধী হওয়া চলবে না বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী বলেন,

كل حديث رأيته تخالفه العقول وتناقضه الأصول وتباينه النقول فاعلم أنه موضوع[১২০]

১১৮. ড. মুস্তাফা সিবাঈ, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরী'ইল ইসলামী* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ৯৮।

১১৯. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ৯৮।

১২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

"হাদীস যদি জ্ঞান বিরোধী এবং নীতি বহির্ভূত হয় এবং নকল-এর পরিপন্থী হয়, তাহলে তা জাল হাদীস হিসেবে মনে করবে।"

৩. **হাদীসের ভাষ্য বিবেক সম্মত হওয়াঃ** হাদীসের মূলভাষ্য ও অর্থ বিবেক বহির্ভূত না হওয়া। হাদীসের ব্যহ্যিক অর্থে এমন গোলযোগ রয়েছে, যা সাধারণভাবে বিবেক মেনে নেয়না অথবা ভাষ্য থেকে অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। মুহাদ্দিসগণ এরূপ হাদীসকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। যেমন,

إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين

"নূহের কিসতী সাতবার কা'বা তাওয়াফ করে মাকামে ইবারাহীমে দু'রাকা'ত নামায পড়লো"

হাদীসটির অর্থ বিবেক সম্মত নয়। কারণ নৌকার কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করা এবং মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায় করা বিবেকবর্জিত ও কল্পনাপ্রসূত বিষয়। বাস্তবে বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। তাই মুহাদ্দিসগণ মনে করেন যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বাস্তবতা বিরোধী কোন হাদীস বর্ণনা করেননি এবং এটি তাঁর স্বভাবও ছিল না।

৪. **আখলাক ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের বিরোধী হবেনাঃ** মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে হাদীস নৈতিকতার সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী হবে না বলে মনে করেন। তাঁরা গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এটিকে বিশুদ্ধতা নিরূপক নিয়ম হিসেবে নির্ধারণ করেন। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে আখলাক বা নৈতিকতা বিরোধী একটি উদ্ভট হাদীস উপস্থাপিত হলোঃ

النظر إلى الوجه الحسن يجلي البصر

"সুন্দর চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত দৃষ্টি শক্তিকে প্রখর করে।"

হাদীসটির অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুমেয় হয় যে, এটি কোন হাদীস হতে পারে না।

৫. **পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী না হওয়াঃ** হাদীসের আবেদন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী হবে না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় যত কথা বলেছেন, কর্ম সম্পাদন করেছেন এবং বিষয়

অনুমোদন দিয়েছেন সবগুলো ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত। তাই মুহাদ্দিসগণ বর্ণিত হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব অবস্থার বিপরীত না হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন।

৬. **নবী জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বিরোধী না হওয়া:** হাদীস অবশ্যই নবী জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বিরোধী হবে না। যদি কোন হাদীসের ভাষ্য মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগের ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী হয়, তা হাদীস হিসেবে গণ্য হবে না। এতে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটেছে বলে ধরে নিতে হবে।

৭. চিকিৎসা ও হিকমতের প্রমাণ বহির্ভূত হবে না।

৮. এমন নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আহবানমূলক হবে না, যা থেকে সকল মানুষ নিজকে মুক্ত ঘোষণা করে।

৯. হাদীস আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের গুণাবলী বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের দিক থেকে জ্ঞান বিরোধী ও বিবেক বর্জিত হবে না।

১০. আল্লাহর নিয়ম-নীতি ও রীতি পদ্ধতির বিপরীত হবে না।

১১. হাদীসে জ্ঞান বহির্ভূত এমন বক্তব্য থাকবে না, যা থেকে জ্ঞানীরা বিরত থাকে।

১২. কুরআন, মুতাওয়াতির সুন্নাহ অথবা এদু'টি থেকে উৎসারিত নিয়ম-নীতি, ইজমা' অথবা দ্বীনের অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানের পরিপন্থী হবে না।

১৩. হাদীস বর্ণনাকারী বিশেষ মত-পথের অনুসারী হওয়ায় তিনি সে দিকে মানুষকে আহ্বান জানান, হাদীসটি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

১৪. হাদীসে এমন ঘটনার বর্ণনা থাকবে না, যা জনসম্মুখে ঘটেছে, কিন্তু ঘটনাটি মাত্র একজন বর্ণনাকারীই বর্ণনা করেছেন।

১৫. হাদীস বর্ণনার পেছনে বর্ণনাকারীর স্বার্থ কাজ করেছে কি না তা খতিয়ে দেখা।

১৬. হাদীসে কোন ছোট আমলের বড় সওয়াব ও কোন সাধারণ গোনাহের অধিক আযাবের কথা অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১২১]

উপরিউক্ত নীতিমালার মানদণ্ডে সহীহ হাদীস উত্তীর্ণ হয়, বানোয়াট *হাদীস* অপসৃত হয় এবং *হাদীসকে* বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন কোনটি

---

১২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

সহীহ, কোনটি হাসান, কোনটি য'ঈফ। এরই ধারাবাহিকতায় *হাদীসের* পরিভাষা নামে একটি অভিজ্ঞানের জন্ম হয়, যা পরবর্তীকালে '*উলূমুল হাদীস* নামে খ্যাত। এর মাধ্যমে *হাদীসের* বিশুদ্ধতা নিরূপিত হয়।

দুই. দিরায়াত পদ্ধতি

দিরায়াত শব্দের অর্থ হলো, পৃথক করা, অনুসন্ধান করা। সর্বোপরি হাদীসের সনদের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিরূপক প্রক্রিয়াকে দিরায়াত বলা হয়।[১২২] উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় এটি এমন এক পদ্ধতির নাম, যার মাধ্যমে হাদীসকে ঐতিহাসিক সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনীন করার লক্ষ্যে হাদীসের সূত্র, বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তি, পাণ্ডিত্য, চরিত্র, সার্বিক আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয় যাচাই করা হয়। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীসের সনদে বর্ণিত বর্ণনাকারীদের চরিত্র চুলচেরা বিশ্লেষণ করাকেও '*ইলমুদ দিরায়াত* বুঝায়। এ প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী বলেন[১২৩]

علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات ومايتعلق بها

'এটি এমন একটি বিদ্যার নাম যা দ্বারা রিওয়ায়াতের প্রকৃত অবস্থা, এর শর্তাবলী, প্রকারভেদ, হুকুম, বর্ণনাকারীদের অবস্থা, তাদের শর্তাবলী এবং রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের প্রকরণ সম্পর্কে জানা যায়।'

আলোচ্য সংজ্ঞায় حقيقة الرواية দ্বারা হাদীস বর্ণনা করাকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া হাদীসের ধারকের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে তাঁর বাণীকে বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে উপস্থাপন করাকে বুঝানো হয়েছে। شروط الرواية দ্বারা বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে রাবীর হাদীস বর্ণনা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। أنواع الرواية দ্বারা ইত্তিসাল, ইনকিতা' এবং أحكامها দ্বারা কবূল ও রাদ্দ্‌কে বুঝানো হয়েছে। حال الرواة এর মাধ্যমে বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতা যাচাই বাছাইকে বুঝানো হয়েছে। أصناف المرويات দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংকলিত কিছু পরিভাষাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, মুসনাদ, মু'জাম ও জুয ইত্যাদি।

---

১২২. *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ১৭৬।

১২৩. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০।

পরিশেষে وما يتعلق بها দ্বারা মুহাদ্দিসগণ প্রণীত পরিভাষাকে বুঝানো হয়েছে।[১২৪]

উল্লেখিত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাদ্দিসগণ দিরায়াত পদ্ধতিকে সামগ্রিকভাবে *'উলূমূল হাদীসের* সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাফিয আল-'ইরাকী লিখেছেন যে,

فهذه المقاصد المهة * توضح من علم الحديث رسمه

এই কবিতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ বিদ্যার জ্ঞান পিপাসু এ শাস্ত্র সম্পর্কিত সমস্ত নীতিমালা সম্পর্কে জানতে চাইলে তাকে 'উলূমূল হাদীসের শরণাপন্ন হতে হবে। একমাত্র এরই মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা যাচাই করা এবং সহীহ্ ও দুর্বল হাদীস নিরূপণ করা সম্ভব।[১২৫]

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে প্রতিভাত হয় যে, এ পদ্ধতি হাদীস বর্ণনাকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট। এ পদ্ধতি হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণাবলী 'আদালত, বিশ্বস্ততা, দ্বীনদারী, স্মৃতিশক্তি, শিষ্টাচার প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁদের বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে যাচাই করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য নিম্নে হাদীসের সনদ ও বর্ণনাকারীগণের প্রতি মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

হাদীস বর্ণনাকারী ও সনদ সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

মুহাদ্দিসগণ রিওয়ায়াত পদ্ধতির আওতায় হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে হাদীস বর্ণনাকারী ও সনদ বিষয়ে কিছু শর্তারোপ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ:

ক. হাদীস বর্ণনাকারীর শর্তাবলী

হাদীস বর্ণনাকারীদের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী অত্যাবশ্যক। এই শর্তাবলীর মধ্য থেকে একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকলে তিনি হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। যেমন,

১. ইসলাম

প্রথম শর্ত মুতাবিক *হাদীস* বর্ণনাকারীকে অবশ্যই খাঁটি মুসলিম হতে হবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত জীবন-

---

১২৪. *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ১৭৭।

১২৫. *প্রাগুক্ত*।

ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ অনুগত হয়ে বাস্তব জীবনে তার পূর্ণাংগ প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে কেবলমাত্র একজন খাঁটি মুসলিম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব। কথা ও কাজে গরমিল, লোকভয়ে কিংবা সুবিধা লাভের আশায় বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় বেশভূষার আস্ফালন, কিন্তু তাঁর অন্তস্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বহিস্বরূপের পরিপন্থী ও অসংগতিপূর্ণ, এরূপ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কখনই খাঁটি মুসলিম হতে পারে না। তাই একনিষ্ঠ মুসলিম হওয়ার জন্য যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলীর প্রয়োজন *হাদীস* বর্ণনাকারীকে অবশ্যই সেসব মহৎ গুণের অধিকারী হতে হবে। তাঁকে হতে হবে নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী। *শিরক* বা অংশীবাদিত্বের ছোঁয়া থেকে তিনি হবেন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।[১২৬]

২. জ্ঞানসম্পন্ন বা বুদ্ধিমান হওয়া

জ্ঞান মানুষের এমন এক সুপ্ত প্রতিভার নাম, যা দ্বারা মানুষ তার অভিষ্ট লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার অবলম্বন খুঁজে পায় এবং এরই মাধ্যমে সে ভাল-মন্দ, সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয়। এ জন্য *হাদীস* বর্ণনাকারীকে অবশ্যই জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান হতে হবে। জ্ঞানহীন ব্যক্তি, পাগল অথবা ছোট শিশু *হাদীস* বর্ণনাকারী হতে পারে না। তাই তাদের *হাদীস* বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে।[১২৭]

৩. সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা

হাদীস বর্ণনাকারীকে সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে আদর্শবাদী হওয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। আর ন্যায়পরায়ণতাকে আরবী ভাষায় عدالة বলা হয়ে থাকে। যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে খোদাভীরু ও মনুষ্যত্ব অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে *আদালত* বলা হয়। এ মানবীয় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও

---

১২৬. ড. সুবহী সালিহ, '*উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু* (বৈরুতঃ দারুল 'ইলম লিল মালাইঈন, ১৯৮৪ খ্রী.), পৃ. ১৩৮; হাফিয আহমাদ মোল্লাজিউন, *নূরুল আনওয়ার* (দীওবন্দঃ আল মাকতাবাতু রাহীমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১৮৩-১৮৪; মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আস-সান'আনী, *তাওযীহুল আখবার লি তানকীহিল আছার*, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৬৬ হি.), পৃ. ১৫৫; ইবন সুবকী, *জাম'উল জাওয়ামি'*, ২য় খণ্ড (মিসরঃ মাকতাবাতু 'ঈসা আল-বাবী, তাবি), পৃ.১৪৬; ইবন হাযম আল-আন্দালুসী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ মাকতাবাতু আসিমা, তাবি), পৃ. ৭৩; আল-ইছনুবী, *নিহায়াতুস সূউল ফী শারহি মিনহাজিল উসূল*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ মাতবা'আতু সা'আদাহ্, তাবি), পৃ. ২৯৫।

১২৭. *আল-কাওকাবুল মুনীর*, পৃ. ৩৮০-৩৮২।

মুরুওয়াতের[১২৮] অনুসারী হতে এবং মিথ্যামুক্ত জীবন-যাপনে অনুপ্রাণিত করে। আর *তাকওয়া* বলতে, শিরক, বিদ'আত ও ফিস্‌ক প্রভৃতি কবীরা গুনাহ্ এবং পুনঃ পুনঃ সগীরাহ্ গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকাকে বুঝায়। *হাদীস* বর্ণনাকারী যদি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ না হন, তাহলে তাঁর বর্ণিত *হাদীস* সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হবে না। এই জন্য সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র ইমামগণ *হাদীস* গ্রহণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীকে অবশ্যই সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।[১২৯]

হাদীস বর্ণনাকারীর '*আদিল* তথা ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকল মুহাদ্দিস ঐকমত্য পোষণ করেন। বর্ণনাকারী ও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে বর্ণনা পরম্পরা *মুত্তাসিল* (অবিচ্ছিন্ন) হলেও *হাদীস* বর্ণনাকারীর 'আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত *হাদীস* 'আমলযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে সাহাবী ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণাতার ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১৩০]

৪. যথার্থ সংরক্ষক তথা যাবিত হওয়া

যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে, তাকে যাব্‌ত বা সংরক্ষণ শক্তি বলা হয়। আর এগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে *যাবিত* বলা হয়। *হাদীসের* ইমামগণ *হাদীস* বর্ণনাকারীকে অবশ্যই *যাবিত* হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। *যাব্‌ত* দু'প্রকার ضبط الصدر ও ضبط الكتاب। প্রথমটির অর্থ হলো, *শায়খ* বা *হাদীস* শিক্ষাদানকারীর শব্দ হুবহু স্মরণ রাখা। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো, যে গ্রন্থে শায়খের শব্দাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বর্ণনাকারীর সে গ্রন্থ

---

১২৮. *মুরুওয়াত* বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়। যেমন হাট-বাজার এবং চলাফেরার সময় পানাহার করা, রাস্তাঘাটে প্রসাব পায়খানা করা ইত্যাদি। এছাড়া দাবা, লুডু, তাস খেলাও 'আদালতের পরিপন্থী। শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি নাজিয়া নামক জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করি। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ ইসহাক তার থেকে *হাদীস* গ্রহণ করেছিলেন। আমি তাকে *হাদীস গ্রহণ* করা অপছন্দ মনে করে ফিরে আসি। দ্র. *মুকাদ্দামাতুশ শায়খ*,পৃ.৬৩; *আল-কাওকাবুল মুনীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৩৯০।

১২৯. আল-হামিযী, *শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসাহ্*, পৃ. ৫৩-৫৪।

১৩০. 'আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৩য় খণ্ড (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ্), বাবু মানাকিবিস্ সাহাবা অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩০৮।

বর্ণনা করার সময় হুবহু শব্দাবলী মনে রাখা।[১৩১] *হাদীস* বর্ণনার জন্য বর্ণনাকারীর মধ্যে এ গুণের উপস্থিতি অতীব প্রয়োজন। এ গুণ যার মধ্যে নেই, তিনি *হাদীস* বর্ণনা করতে পারবেন না। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ ব্যক্তির *হাদীসকে* কখন পরিত্যাগ করা হয়? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, "যখন বর্ণনাকারীর স্মৃতিতে ভ্রম প্রবল হবে, তখন তাঁর হাদীস পরিত্যক্ত হবে। যেমন, স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার কারণে কাছীরের রিওয়ায়াতকে মুহাদ্দিসগণ বর্জন করেছেন।"

৫. ফাসিক না হওয়া

সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়াকে *ফিস্ক* বলা হয়। কথা, কর্ম ও বিশ্বাস সবটার মধ্যে *ফিস্ক* পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু মুহাদ্দিসগণ ফিসক দ্বারা فسق فى العمل বুঝিয়েছেন। *হাদীস* বর্ণনাকারীকে অবশ্যই *ফিসকের* যাবতীয় অসৎ আচরণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে।[১৩২]

৬. হাদীস বর্ণনাকারী *মুদাল্লিস* হওয়া চলবে না

মুদাল্লিস বলা হয় এমন বর্ণনাকারীকে, যিনি সনদে ত্রুটি গোপন রেখে *হাদীস* বর্ণনা করেন। এর উদাহরণ হলো, একবার সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ্ *হাদীস* বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, قال الزهرى তখন একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি স্বয়ং *হাদীসটি* ইমাম যুহ্রী থেকে শ্রবণ করেছেন কি? আবারও ইবনু 'উয়ায়নাহ বললেন, قال الزهرى। প্রশ্নকারী দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি নিজে *হাদীসটি* ইমাম যুহ্রী থেকে শ্রবণ করিনি; বরং 'আব্দুর রাজ্জাক থেকে শুনেছি, তিনি মা'মার থেকে, মা'মার যুহ্রী থেকে শ্রবণ করেছেন। এক্ষেত্রে ইবনু 'উয়ায়নাহ্ মুদাল্লিস এবং ইমাম যুহরী থেকে عن বা قال শব্দ যোগে তাঁর রিওয়ায়াত করা মুদাল্লাস বর্ণনা হিসেবে পরিগণিত হবে।[১৩৩]

৭. বর্ণনাকারী বিদ'আতী না হওয়া

বিদ'আতের অর্থ হলো, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অথবা নিজে ব্যাখ্যা করে দ্বীনের ব্যাপারে এমন কোন নতুন বিষয়ে বিশ্বাস করা, প্রথা উদ্ভাবন করা বা প্রচলন করা, ইসলামী শরী'আতে যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন অনুমোদন

---

১৩১. ড. আবূ শাহ্বাহ্, *দিফা'উন 'আনিস সুন্নাহ* (মিসরঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ্, ১৯৮৮ খ্রী.), পৃ. ৩১।
১৩২. *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ্*, পৃ. ১৮৫।
১৩৩. *প্রাগুক্ত।*

নেই।[১৩৪] এই বিদ'আতপন্থী ব্যক্তির *হাদীস* প্রত্যাখ্যাত। *হাদীসের* ইমামগণ বিদ'আতপন্থী বর্ণনাকারী থেকে কোন *হাদীস* গ্রহণ করেননি। কেননা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار 'প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্তিকর, আর প্রত্যেক ভ্রান্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।'[১৩৫]

মুদাল্লাস *হাদীসের* প্রকারগুলোর মধ্যে একটি অপরটির তুলনায় গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক হলেও ইমাম বুখারীর নীতিমালায় তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। তিনি মুদাল্লাস রিওয়ায়াতকে কখনও গ্রহণ করেননি।[১৩৬]

খ. সনদ সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য সর্বাগ্রে সনদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সনদে বর্ণিত বর্ণনাকারীগণ যদি বিশ্বস্ত না হন তাহলে তাঁর বর্ণিত হাদীস কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এজন্য তাঁরা সনদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্তারোপ করেছেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

১. হাদীসের বর্ণনাসূত্র বিচ্ছিন্ন না হওয়া

মুহাদ্দিসগণ *হাদীসের* বিশুদ্ধতা নিরূপণে সনদের কোন স্তরে সংযোগের বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারবেনা বলে নীতিমালা প্রণয়ন করেন। কেননা এতে *হাদীসের* বিশুদ্ধতা প্রশ্নে সন্দেহের অবকাশ থাকে। সনদের কোন স্তর থেকে যে কোন বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়া *হাদীসের* নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।[১৩৭] আর পর্যায়ক্রমে বর্ণনাকারীর অপসারণ হলে সংশ্লিষ্ট *হাদীসকে মুনকাতি'*,[১৩৮] *মুরসাল*[১৩৯] ও *মুদাল্লাসসহ*[১৪০] বিভিন্ন নামে

---

১৩৪. মোল্লা 'আলী আল-ক্বারী, *মিরকাতুল মাফাতিহ্*, ১ম খণ্ড (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩০৯ হি.), পৃ. ১১২।

১৩৫. *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।

১৩৬. ড. মোল্লা খাতির, *মাকানাতুস সহীহাইন* (কায়রোঃ আল-মাতবা'য়াতুল 'আরাবিয়্যাহ আল হাদীসাহ, ১৪০২ হি.), পৃ. ১০৪।

১৩৭. মাওলানা 'আব্দুল হাই লাখনবী, *যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী* (বৈরুতঃ দারু ইবন হায্ম, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ৩৭৫।

১৩৮. মুনকাতি': যে হাদীস মুত্তাসিল নয় এবং যার সনদ থেকে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতি' বলা হয়। দ্র.: ড. নূরুদ্দীন আল-'আতার, *মানহাজুন নাক্দ ফী 'উলূমিল হাদীস* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ৩৬৭।

অভিহিত করা হয়। *হাদীসের* এ প্রকারগুলো অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীসের সনদ *মুত্তাসিল* হওয়া বলতে বুঝায়, *সনদে* উল্লেখিত বর্ণনাকারীদের নাম ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হওয়া, কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা না থাকা। যদি বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা দুই বা ততোধিক হয়, তাহলে খুবই ভাল। আর বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা একজন হয়, তাহলেও তা যথেষ্ট হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাকেম দাবি উত্থাপন করেন যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম শর্তারোপ করেছেন, বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা দুই বা ততোধিক হওয়া এবং দু'জন তাবি'ঈ বর্ণনাকারী হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের এ আরোপিত শর্তটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাঁরা দু'জনই অনেক ক্ষেত্রে সাহাবীগণ থেকে *হাদীস* রিওয়ায়াত করেছেন সেখানে *হাদীস* বর্ণনাকারীর সংখ্যা একজন।

২. عنعنة পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা

এ পদ্ধতিতে *হাদীস* বর্ণনার সময় বর্ণনাকারীর সংগে তাঁর উর্ধ্বতন শায়খের সাক্ষাৎ হওয়া অপরিহার্য। ইমাম বুখারীর মতে, যে বর্ণনাকারী সমসাময়িক এবং عن শব্দ যোগে শায়খ থেকে *হাদীস* বর্ণনা করেন তাঁর রিওয়ায়াতকে سماع বা শ্রবণ হিসেবে ধরে নেয়া হবে, তবে বর্ণনাকারী مدلس হতে পারবে না। আর বর্ণনাকারী সমসাময়িক না হলে عن শব্দযোগে তার রিওয়ায়াত *মুরসাল* অথবা মুনকাতি' হবে। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে عن শব্দ যোগেও সমসাময়িক বর্ণনাকারীর রিওয়ায়াত سماع হিসেবে ধরে নিতে হলে উভয়ের মধ্যে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১৪১]

---

১৩৯. **মুরসাল:** যে হাদীসের সনদের শেষ থেকে তাবি'ঈর পর কোন সাহাবী বর্ণনাকারী অপসারিত হয়েছে তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। দ্র.: ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *নুখবাতুল ফিকার* (কায়রো: মাতবা'য়াতুল কাহিরাহ্, তাবি), পৃ. ৫০; *যাফরুল আমানী*, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭; জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়ায়িদুত তাহদীছ* (দারুল: কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ১১৪।

১৪০. **মুদাল্লাস:** বর্ণনাকারীর এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনাকে *মুদাল্লাস* বলা হয়, যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে অথচ তিনি তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি অথবা তার সমকালীন এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি। এ ক্ষেত্রে তিনি এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে মনে হয় তিনি তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। দ্র.: ড. মুহাম্মদ আল-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নব্বী মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮২ খ্রী.), পৃ. ২৫৯।

১৪১. *যাফরুল আমানী*, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

৩. হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য হওয়া

মুহাদ্দিসগণ *হাদীস* গ্রহণকালে উক্ত *হাদীসের* উপর সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন। সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যদি উক্ত *হাদীসের* বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সংশয় পোষণ করেন তাহলে তাঁরা সেই *হাদীস* গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। কেননা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী *হাদীস* বর্ণনা করলে সেই *হাদীসের* যথার্থতার উপর মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে তাঁর বর্ণিত *হাদীসের* মধ্যে সংশয়ের অবকাশ থাকে। এজন্য ইমামগণ *হাদীসের* বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে ঐকমত্যের শর্তারোপ করেছেন।[১৪২]

৪. রিওয়ায়াতকৃত হাদীস শায ও 'ইল্লাত থেকে মুক্ত হওয়া

কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর রিওয়ায়াত অপর কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর রিওয়ায়াতের বিরোধী হলে তাকে *শায* বলা হয়।[১৪৩] আর 'ইল্লাত বলতে, *হাদীস* বর্ণনার পরম্পরায় এবং মতনে এমন কিছু সুপ্ত ত্রুটিকে বুঝানো হয়ে থাকে, যা *হাদীসের* বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করে; কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে *হাদীস* ত্রুটিমুক্ত মনে হয়।[১৪৪]

৩. হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত রচনা

মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীস নিরূপণে বর্ণনাকারীদের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য জীবন চরিত নামে একটি অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় এটি *'ইলমু রিজালিল* হাদীস নামে পরিচিত। এটি এমন একটি অভিজ্ঞানের নাম, যার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত জানা যায়। এ অভিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার আল-কাত্তানী বলেন,

هو علم يعرف به رواة الحديث من حيث أنهم رواة الحديث

"যে শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়, তাকে *'ইলমু রিজালিল হাদীস'* বলা

---

১৪২. আল-হাযিমী, *শুরূতুল আয়িম্মাতিল খামসাহ্*, পৃ.১৭।

১৪৩. ড. মাহমূদ তহ্হান, *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস* (সৌদী আরব: মাকতাবাতুস ছারওয়াহ্, ১৯৮২ খ্রী.), পৃ. ১১৭।

১৪৪. ইবনুস সালাহ্, *'উলূমুল হাদীস*, তাহকীক: ড. নূরুদ্দীন 'আতার (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১ খ্রী.), পৃ. ৮১; ড. হামযাহ্ 'আব্দুল্লাহ আল-মালীবারী, *আল-হাদীসুল মা'লূল কাওয়া'ইদ ওয়া দাওয়াবিত* (আলজেরিয়া: মাকতাবাতু দারিল হুদা, তাবি), পৃ. ১৩।

হয়।"[১৪৫] নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (মৃত্যু: ১৩০৭ হি.) *'ইলমু রিজালিল* হাদীসকে হাদীসের অর্ধেক জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে এটি হচ্ছে হাদীসের সনদে উল্লেখিত সাহাবী, তাবি'ঈ তথা সকল বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কিত জ্ঞান। হাদীসের দু'টি অংশ রয়েছে, একটি *সনদ* অপরটি *মতন*। সনদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীদের সার্বিক অবস্থা জানা যায়। এ জন্যই একে জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়েছে।[১৪৬] ড. তাকী উদ্দীন নদবীর মতে[১৪৭],

والذين وهبوا حياتهم منذ العصر النبوى على حفظ أقوال النبى صلى الله عليه وسلم و رواية أحاديثه و كل ما يتعلق بحياته أدوها التى ضبطوها بعدهم وكتبوها يسمون رجال الحديث

"যাঁরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তাঁর সমুদয় বাণী এবং তাঁর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সংরক্ষণ এবং বর্ণনায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, মুহাদ্দিসগণ তাঁদেরকে *রিজালুল* হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেন।"

ড. মুহাম্মাদ আস-সাব্বাগ লিখেছেন, যে অভিজ্ঞান হাদীস বর্ণনাকারীগণের জীবনেতিহাস তথা তাঁদের জন্ম-মৃত্যু, তাঁদের শিক্ষক-ছাত্র, বিদ্যা অর্জনের জন্য ভ্রমণ এবং তাঁদের সমসাময়িক যুগের বিদ্যা চর্চাকেন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করে, তাকে *'ইলমু রিজালিল হাদীস'* বলা হয়।[১৪৮] যুগ পরিক্রমায় সহস্র মনীষী হাদীস বর্ণনাকারীগণের পরিচয় লাভ এবং তাঁদের মানগত স্থান নিরূপণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, এতদুদ্দেশ্যে তাঁরা বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে গ্রাম থেকে

---

১৪৫. আল-কাত্তানী, *আর রিসালাতুল মুসতাতরাফা* (করাচী: মাকতাবাতু নূর মুহাম্মাদ আত্ তিজারিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ৬৯; 'আব্দুল 'আযীম আয-যুরকানী, *আল-মানহালুল হাদীস ফী 'উলূমিল হাদীস* (কায়রো: ১৩৬৬ হি.), পৃ. ১০-১১।

১৪৬. মূল আরবী: علم اسماء الرجال اى رجال الاحاديث من الصحابة وتابعيهم والرواة فان العلم بها نصف العلم بالحديث لان الحديث سند و متن و السند عبارة عن الرواة فمعرفة احوالها نصف العلم দ্রষ্টব্য: নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, *আল-হিত্তাহ্* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ৮৬।

১৪৭. ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *ইলমু রিজালিল হাদীস* (লাক্ষ্ণৌ: মাকতাবাতুল ফিরদাউস, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ১৭।

১৪৮. মূল আরবী: هو علم يبحث عن رواة الحديث وتاريخهم وكل ما يتعلق بشؤنهم ونشاتهم ورحلاتهم ومن اجتمعوا به أو من لم يجتمعوا به من أهل عصرهم ومركزهم العلمى فى عصرهم وعاداتهم وطبائعهم واخلاقهم و شهادة عارفيهم لهم أوعليهم و سائر ماله بتكوين الثقة والحكم عليهم جرحا و تعديلا দ্র: আল-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নববী, মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রী.), পৃ. ১৯০।

গ্রামান্তরে শহর থেকে শহরান্তরে কখনও পদব্রজে আবার কখনও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হাদীস বর্ণনাকারীগণের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর যাঁরা তাঁদের সমকালীন ছিলেন না, তাঁদের সম্পর্কে সমসাময়িক অথবা তাঁদের পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এভাবে 'ইলমে হাদীসের গৌরবান্বিত এ শাখাটির গোড়া পত্তন হয়।[১৪৯]

হাদীস অভিজ্ঞানে *'ইলমু রিজালিল হাদীসের'* গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ অভিজ্ঞান ছাড়া হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য সর্বপ্রথম হাদীসের সনদ তথা বর্ণনাসূত্র যাচাই করা অতীব প্রয়োজন। আর সনদ যাচাই করার অর্থই হলো, এর *রিজাল* সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া, বর্ণনাকারীদের স্মরণশক্তি, বিশ্বস্ততা, স্বভাব-চরিত্র, নাম, উপাধি, আল্লাহভীরুতা, জন্মস্থান এক কথায় তাঁদের বিস্তারিত জীবন-চরিত সম্পর্কে জানা। তাহলে তাঁদের বর্ণিত হাদীসের মান যাচাই করা সম্ভব হবে। জাল হাদীস থেকে সহীহ হাদীস বাছাই করার জন্য মুহাদ্দিসগণ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে এ প্রক্রিয়ার প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থাপন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন[১৫০],

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ

'হে ঈমানদারগণ। কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসলে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।'

হাদীস সংকলনের যুগ থেকেই এ অভিজ্ঞানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ এ অভিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসেবে যেমন আল-কুরআন থেকে আয়াত পেশ করেছেন তেমনি তাঁরা হাদীস থেকেও এর গুরুত্ব প্রমাণের জন্য হাদীস উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, হাদীস বর্ণনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সমালোচনা ও যথাযোগ্য মর্যাদাদান সম্পর্কে কথা বলা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১৪৯. ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৫ হি. ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ২৮৪।

১৫০. সূরাহ আল- হুজুরাত: ৬।

সাল্লাম)-এর বিপুল সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ থেকে প্রমাণিত। ইসলামী শরী'আতকে মিথ্যা ও জালিয়াতির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা এটাকে বৈধ বলেছেন। লোকদেরকে নিছক আঘাতদান বা দোষী প্রমাণের উদ্দেশ্যে নয়।[১৫১] এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (মৃত্যু:৬৫৪ হি.)-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "নিশ্চয় এ অভিজ্ঞান দীনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ, তা ভাল করে দেখ।"[১৫২]

জীবন চরিত অভিজ্ঞান রচনায় পৃথিবীতে মুসলিমরা শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। এ মহাসত্য একজন ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদ ড. স্পেঙ্গারের বক্তব্যে উদঘাটিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যারা মুসলিমদের ন্যায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক বিদ্বান, সাহিত্যিক সমগ্র লেখকের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিমদের লিখিত জীবনচরিত সংগৃহীত হলে আমরা সম্ভবতঃ পাঁচ লক্ষ মানুষের জীবন-চরিত সম্পর্কে অবহিত হতে পারতাম।'[১৫৩] ড. স্পেঙ্গার উপরিউক্ত বক্তব্য যখন পেশ করেন, তখন পর্যন্ত হাফিয ইবন হাজার 'আসকালানীর *তাকরীবুত তাহযীব ও রাফ'উল ইসর*, শামসুদ্দীন আয যাহাবীর *মীযানুল 'ইতিদাল* এবং মুহাম্মাদ ইবন সা'দের *আত-তাবাকাতুল কুবরা* প্রভৃতি *রিজাল* গ্রন্থ মুদ্রিত হয়নি। এ সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ যদি তাঁর হাতে পৌঁছত, তাহলে তিনি এ অভিজ্ঞানের গুরুত্ব আরো উপলব্ধি করতে পারতেন। তদুপরি তিনি এ বিষয়ে আরেকটি বিস্ময়কর মন্তব্য করেন। তিনি তার এ মন্তব্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে,
It is therefore no wonder that the Muhammadans have in this particular subject surpossed all other nations.

'এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, মুসলমানদের এ *রিজাল* অভিজ্ঞান পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে হার মানিয়েছে।'[১৫৪]

---

১৫১. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৮৮।

১৫২. মূল আরবী: ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم দ্র: ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ্* (রিয়াদ: মাকতাবাতুস সালাম, ১৯৮৭ খ্রী.), পৃ.১০।

১৫৩. মূল ভাষ্য: There is no nation, nor has there been any which like them has during twelve centuries recorded the life of every man of letters. If the bigoraphical records of musalman were collected, we should probably have accounts of the lives of half a million of distniguished persons. দ্র. *আল ইসাবা* গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদকের ভূমিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯৮৮ খ্রী.।

১৫৪. *প্রাগুক্ত*।

এ প্রসঙ্গে ইসলামী চিন্তাবিদ শিবলী নু'মানী যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তা এ অভিজ্ঞানের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকাংশে। তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের এ গৌরবের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাবে না। তারা নিজেদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনেতিহাস ও ঘটনাবলীর এক-একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন আজ পর্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তির জীবনেতিহাস এরূপ বিশুদ্ধ পন্থায় পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও করার সম্ভাবনা নেই।[১৫৫]

রিজাল শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীসের সনদের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করার কারণে হাদীস কাল্পনিক কাহিনী ও মিথ্যাচারিতা থেকে যেমন মুক্তি পেয়েছে তেমনি কালের গহ্বরে বিলীন হওয়া থেকেও তা রক্ষা পায়। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ স্মিথের উদ্ধৃতি ইসলামী বিশ্বকোষে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে, 'এখানে পূর্ণদিনের আলো বিরাজমান, যা প্রতিটি বস্তুর উপর পতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছতেও সক্ষম হয়েছে। এতে শুধু ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তকের অবস্থাই ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেনি; বরং এতে এমন ব্যক্তিবর্গের বিষয়াদি সংরক্ষিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে যাঁদের কোন না কোন সম্পর্ক ছিল।' তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অন্য কোন জাতির বর্ণনাপঞ্জিতে বা ইতিহাস ভান্ডারে এ শাস্ত্রের (*রিজাল* শাস্ত্র) মত এক দশমাংশও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[১৫৬]

হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য *রিজাল* অভিজ্ঞানের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা দু-একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। যেমন 'উফায়র ইবন মা'দিন আল- কানা'আবী বর্ণনা করেন, একদা 'উমার ইবন মূসা হিমসে আগমন করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে একটি মসজিদে মিলিত হলাম। তিনি সেখানে বলতে লাগলেন, حدثنا شيخكم الصالح 'আমাদের নিকট তোমাদের শায়খ হাদীস বর্ণনা করেছেন।' একথা যখন তিনি পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, আমাদের মধ্যে সালিহ্ নামক শায়খ কে? আপনি তাঁর নাম বলুন, যাতে আমরা তাঁকে চিনতে পারি। তিনি বললেন, উক্ত শায়খের নাম হল খালিদ ইবন মা'দান। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কোন বছর তার সাথে দেখা করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, ১০৮ হিজরীতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়।

---

১৫৫. শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন নবী*, ১ম খণ্ড (করাচী: দারুল ইশা'আত, ১৯৮৪ খ্রী.), পৃ. ১১।

১৫৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রী.), পৃ. ১৩০।

আমি বললাম, তাঁর সঙ্গে আপনার কোথায় সাক্ষাত হয়েছিল? তিনি বললেন, আর্মেনিয়ার যুদ্ধে। আমি বললাম, হে শায়খ! আল্লাহকে ভয় করুন, মিথ্যা বলবেন না। খালিদ ইবন মা'দান ১০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিভাবে তার মৃত্যুর চার বছর পর তার সঙ্গে আপনি দেখা করলেন?[১৫৭]

মুহাদ্দিসগণ *রিজাল* অভিজ্ঞানের বাস্তব কার্যকারিতা বুঝাতে গিয়ে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রমূলক একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। একবার ইয়াহুদীরা একটি পত্র প্রকাশ করে। তাতে লেখা ছিল যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবারের ইয়াহুদীদের জিযিয়া মওকূফ করেছেন। এতে হযরত আলী (রা.), মু'আবিয়া (রা), সা'আদ ইবন মায়ায (রা) সহ কতিপয় সাহাবীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত ছিল। পত্রটি মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট নিয়ে যাওয়া হলে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হন। অতঃপর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আবূ বকর আল-খতীব-এর সমীপে পত্রটি পেশ করা হলে, তিনি এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বললেন, পত্রে সাক্ষী হিসেবে যে হযরত মু'আবিয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে এটি সঠিক নয়। কেননা ৭ম হিজরীতে যখন খাইবার বিজিত হয়, তখন পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আর হযরত সা'আদ ইবন মায়াযের (রা) সাক্ষ্য দেয়ার কথা যে উল্লেখ করা হয়েছে এটিও মিথ্যা। কেননা তিনি খাইবার যুদ্ধের দু'বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। আবূ বকর আল-খতীবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ইয়াহুদীদের এই পত্রের সত্যতা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।[১৫৮]

ইমাম হাকেম নায়শাপূরী লিখেছেন যে, একবার মুহাম্মাদ ইবন হাতিম আল-কিস্সী আমাদের মাঝে আগমন করলেন এবং 'আব্দ ইবন হুমায়দ সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি তাঁকে উক্ত বর্ণনাকারীর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'আব্দ ইবন হুমায়দ ২০৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, এই শায়খ 'আব্দ ইবন হুমায়দ থেকে তাঁর মৃত্যুর তের বছর পর হাদীস শ্রবণ করেছেন। সুতরাং 'আব্দ ইবন হুমায়দ থেকে তাঁর হাদীস শোনার বিষয়টি সর্বৈব মিথ্যা।[১৫৯]

ইমাম আল-সাখাবী স্বীয় ইতিহাস الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ গ্রন্থে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্তের অবতারণা করে বলেন, এ সমস্ত ঘটনা *রিজাল* শাস্ত্রের

---

১৫৭. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ* (হায়দারাবাদ:১৩৫৭ হি.), পৃ. ১১৯; *ফাতহুল মুগীছ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২-২৮৩।

১৫৮. *নাযমুল 'ইকয়ান*, পৃ. ৬।

১৫৯. *ফাতহুল মুগীছ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে।[১৬০] এ জন্যই যুগে যুগে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের সনদে বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁরা সব সময়ই হাদীস বর্ণনাকারীদের জন্ম, মৃত্যু, জন্মস্থান এবং কখন কে কিভাবে কার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে *রিজাল* অভিজ্ঞান। প্রণীত হয়েছে এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত এবং তাদের রিওয়ায়াতকৃত হাদীস সংখ্যা। এ অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তনের পেছনে যে মূল উদ্দেশ্য কাজ করেছে সেটি হল, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর লালন এবং যথার্থভাবে এর বস্তুনিষ্ঠতা নিরূপণ ও মিথ্যাচারিতার হাত থেকে একে রক্ষা করা।[১৬১]

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

'ইলমু রিজালিল হাদীস ইসলামের প্রাথমিক যুগেই উৎপত্তি লাভ করে। আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় যাচাই-বাছাইয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশের[১৬২] কারণেই সাহাবীগণ প্রথম থেকেই হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া তাঁরা কারো কথা বা হাদীস গ্রহণ করতেন না। পরবর্তীকালে হাদীস অভিজ্ঞানের পরিমন্ডলে এটিই হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের রূপ নেয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় *রিজাল* শাস্ত্রের ভিত রচিত হয়। কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই এবং তাঁদের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য এ অভিজ্ঞান ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

'ইলমু রিজালিল হাদীস বা *রিজাল* শাস্ত্র সূচনালগ্ন থেকেই ক্রমোন্নতির পথে এগুতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণ ও সমালোচনা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃতি লাভ করার পর হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে তাঁদের অবস্থাও বাচনিকভাবে শিক্ষা দেয়া হতো। পরবর্তীকালে বিশেষ করে ১৫০ হিজরীর পর এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে অভিজ্ঞানটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

---

১৬০. আস সাখাবী, *আল-ই'লান বিত তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ* (বাদদাদঃ প্রকাশনী বিহীন, ১৩৮২ হি.), পৃ. ১৬।

১৬১. *ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ২৯।

১৬২. আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. দ্র. সূরাহ্‌ আল-হুজুরাত, আয়াত-৬।

পরিগ্রহ করে। হিজরী নবম শতাব্দী পর্যন্ত এর ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। নিম্নে এ শাস্ত্রের কালক্রমিক বিকাশধারা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হলো ঃ

হিজরী প্রথম শতাব্দী

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মৌখিকভাবে এবং সীমিত আকারে *রিজাল* বিষয়ক আলোচনা হত। কেননা এ যুগ ছিল সাহাবীগণের যুগ। যে যুগকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) خير القرون বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ যুগের লোকদের মধ্যে মিথ্যাবাদী ছিল না। তদুপরি সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত 'উমার (রা.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি কোন একটি মাসআলায় ফাতিমা বিন্‌তে কায়সের একটি রিওয়ায়াতকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, একজন স্ত্রীলোকের কথার উপর ভিত্তি করে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে বাদ দিতে পারি না। ফাতিমা বিন্‌ত কায়স নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছেন কিনা, অথবা ভুলে গেছেন তা বোধগম্য নয়। এরূপভাবে ইবনু 'উমারের রিওয়ায়াতের ব্যাপারে হযরত 'আয়িশা (রা.) -এর সমালোচনা এবং আবূ হুরাইরার (রা.) রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ইবন 'আব্বাসের (রা.) সমালোচনা করার কথা বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত 'আয়িশার (রা.) মনে হাদীসের কোন মতনের ব্যাপারে কিছু সংশয়ের উদ্রেক হলে তিনি তার সত্যতা ও যথার্থতা আল-কুরআনের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। এ ছাড়া তিনি হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা তথা তাঁর স্মরণশক্তি, আচার-আচরণ ঠিক আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একদা হযরত 'আয়িশা (রা.) 'উরওয়াহ্ ইবন যুবায়রকে বললেন, হে ভাগিনা! আমার কাছে খবর এসেছে, এবার নাকি 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর আমাদের সাথে হজ্জে যেতে আগ্রহী। তিনি তো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনেক 'ইলম অর্জন করেছেন। তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে দ্বীনী বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে 'ইলম বিষয়ে কোন কিছু শ্রবণ করেছেন কিনা? অতঃপর 'উরওয়া (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস শুনিয়ে দিলেন,[১৬৩]

---

১৬৩. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (জিদ্দাহঃ মাকতাবাতুস সালাম, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ২২।

إن الله لاينزع العلم من الناس انتزعا ولكن يقبض العلماء فرفع العلم معهم ويبقى فى الناس رؤس جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون

'উরওয়া বলেন, আমি যখন হাদীসটি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলাম, তখন তিনি এটাকে অস্বীকার করে বললেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর কি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন? 'উরওয়া বললেন, হ্যাঁ। আবার সামনের বছরে হযরত 'আয়িশা (রা.) আমাকে 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আমরের সাথে সাক্ষাৎ করে 'ইলম সংক্রান্ত উক্ত হাদীস সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে বললেন। আমি তার সাথে পূনরায় সাক্ষাৎ করলে তিনি উক্ত হাদীস হুবহু শুনিয়ে দিলেন। এরপর আমি বিষয়টি হযরত 'আয়িশা (রা.) কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার মনে হয়, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর সত্যই বলেছেন। কেননা তিনি প্রথমবারে যা বলেছিলেন দ্বিতীয়বারেও তাই বলেছেন। এতে কম বেশী করেননি।[১৬৪] এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত 'আয়িশা (রা.) প্রথমবারে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমরের উক্ত হাদীস বিশ্বাস করেননি। এরপর দ্বিতীয়বারে যখন তিনি একই শব্দে উক্ত হাদীস বলেছেন তখন তিনি ('আয়িশা রা.) তাঁর স্মৃতি শক্তি সুরক্ষিত আছে মনে করে হাদীসটির যথার্থতা অনুধাবন করেছেন।[১৬৫] হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের আদালত কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জারাহ্ তা'দীলের কোন সুযোগ নেই। তবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের স্মৃতিশক্তি জনিত কিছু লঘু ত্রুটি থাকতে পারে সেজন্য মুহাদ্দিসগণ তাঁদের এবং বর্ণিত হাদীসটি অধিক সতর্কতার সাথে সমালোচনার মানদণ্ডে যাচাই করেছেন।[১৬৬]

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী মূলতঃ উমাইয়া যুগের শেষভাগ থেকে শুরু হয়। এ শতাব্দীতে সাহাবীগণ প্রায় এক এক করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে দুনিয়া থেকে সর্বশেষ বিদায় গ্রহণকারী সাহাবী হলেন, আবূত তুফাইল 'আমির ইবন ওয়াসিল আল-লাইছী (রা)। তিনি ১০০ হিজরী সালে মতান্তরে ১০২ হিজরী, ১০৭ হিজরী অথবা ১১০ হিজরীতে ইন্তি

---

১৬৪. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ, *ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ৪৩।

১৬৫. মুহাম্মাদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* (মিসর: ১৯০৮ খ্রী.) পৃ. ৭২।

১৬৬. *প্রাগুক্ত*।

কাল করেন। তার ১১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করার মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ওহ্হাব ইবন জারীর-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন[১৬৭],

كنت بمكة سنة عشر ومائة ورايت جنازة فسالت عنها فقالوا هذا ابو الطفيل

'আমি ১১০ হিজরীতে মক্কায় অবস্থান করছিলাম, এ সময় একজন লোকের জানাযা দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার জানাযা? লোকেরা বলল, এটি আবুত তুফাইলের জানাযা।'

ইমাম আয-যাহাবী আবুত তুফাইলের ১০০ হিজরীতে ইন্তিকাল হওয়ার মতকে অতিশয় বিশুদ্ধ মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ মনে করেন যে, তাঁর পরে আর কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। তাঁর এ মৃত্যুর সন তারিখকে হিসাব করলে অনুমান করা যায় যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীর দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে সাহাবীগণের যুগ ছিল। এর পরপরই শুরু হয় তাবি'ঈদের যুগ। এ শতাব্দীতে ধর্মীয় অঙ্গনে *শী'আ, খারিজী, রাফিযী* প্রভৃতি *বিদ'আতী* দলের উত্থান ঘটে। ফলে প্রথম যুগ অপেক্ষা এ যুগে তুলনামূলকভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের যাচাই বাছাই পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।[১৬৮] এ শতাব্দীর শেষ দিকে হাদীস জাল করণের ব্যাপক প্রবণতা থেকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ্কে রক্ষা করার জন্য বর্ণনাকারীদের যাচাই বাছাই এবং সমালোচনার কাজ পুরোদমে শুরু হয়। *রিজাল* বিষয়ে সর্বপ্রথম যিনি গ্রন্থ রচনা করে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছেন, তিনি হলেন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল কাত্তান। তিনি হাদীস বর্ণনাকারীগণের সমালোচনা পদ্ধতিকে একটি মূলনীতি আকারে সাজিয়ে তা গ্রন্থাকারে রূপদান করেন। এতে তিনি রাবীগণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর মুহাদ্দিসগণও তাঁর রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই আসমাউর রিজাল-এর গ্রন্থাবলীতে তাঁর রায় ও অভিমতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এ শতকে যে সকল পণ্ডিত *রিজাল* বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মা'মার ইবন 'আব্দিল্লাহ্ (মৃত্যুঃ ১৫৪ হি./ ৭৭০ খ্রী.), হিশাম (মৃত্যুঃ ১৫৪ হি./৭৭০ খ্রী.) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (মৃত্যুঃ ১৬০ হি./৭৭৭ খ্রী.), ইমাম মালিক ইবন আনাস (মৃত্যুঃ ১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রী.) ও সুফইয়ান ইবন

---

১৬৭. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ৮৭; *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৩২৭।

১৬৮. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, *'উলূমুল হাদীস* (রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রী.), পৃ. ৮৫-৮৬।

উয়ায়নাহ্ (মৃত্যুঃ ১৯৮ হি./৮১৪ খ্রী.) প্রমুখ।[১৬৯]

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস অভিজ্ঞানের চরম উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে হাদীস এক স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানের রূপ পরিগ্রহ করে। এ শতকে মুসলিম সমাজে বাতিল চিন্ত াধারার উন্মেষ দেখা দেয়। বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের প্রাবল্যের কারণে *জাবারিয়া,কাদারিয়া, মুরজিয়া* ও *মু'তাযিলা* সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। ফলশ্রুতিতে হাদীসের পরিমন্ডলে জাল ও বানোয়াট হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটে। এ সমস্ত জাল হাদীস থেকে সহীহ্ হাদীস চিহ্নিতকরণের জন্য সমকালীন মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন।[১৭০] এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীসের সত্যতা নির্ণয় করেন। ফলে *রিজাল* অভিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে। এ শতকে যে সমস্ত মুহাদ্দিস *রিজাল* বিষয়ক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁরা হলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন (মৃতুঃ ২২৩ হি.), 'আলী ইবনুল মাদীনী (মৃত্যুঃ ২৩৪ হি.), আবূ বকর ইবন আবী শায়বাহ্ (মৃতুঃ ২৩৫ হি.) ইসহাক ইবন রাহ্ওয়াইহ্ (মৃত্যুঃ ২৩৭ হি.), আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃত্যুঃ ২৪১ হি.), ইমাম বুখারী (মৃত্যুঃ ২৫৬ হি.), ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী (মৃত্যুঃ ২৭৭ হি.) প্রমুখ।[১৭১]

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী

পূর্ববর্তী শতকে *রিজাল* বিষয়ে গবেষণার ধারাবাহিকতায় এ শতাব্দীতেও এ বিষয়ে গবেষণার ধারা অব্যাহত থাকে। এ শতকে যে সমস্ত মুহাদ্দিসগণের প্রচেষ্টায় *রিজাল* শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম নাসাঈ (মৃত্যুঃ ৩০৩ হি.) আবূ ইয়া'লা (মৃত্যুঃ ৩০৭ হি.), ইবনু খুযায়মাহ্ (মৃত্যুঃ ৩১১ হি.), আবূ জা'ফার আল-'উফায়লী (মৃত্যুঃ ৩২২ হি.), আল-তাবারানী (মৃত্যুঃ ৩৬০ হি.), আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী (মৃত্যুঃ ৩৭১ হি.), ইমাম দারাকুতনী (মৃত্যুঃ ৩৮০ হি.) প্রমুখ।[১৭২]

---

১৬৯. *প্রাগুক্ত* পৃ. ২১।

১৭০. প্রাগুক্ত, *'উলূমুল হাদীস*, পৃ. ৯৮-৯৯।

১৭১. *প্রাগুক্ত*।

১৭২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী

হিজরী চতুর্থ শতকে হাদীস চর্চায় যে ধারা অনুসৃত হয়েছিল হিজরী পঞ্চম শতকে সে ধারার কিছুটা ব্যত্যয় ঘটে। এ যুগের মুহাদ্দিসগণ ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য মর্যাদালাভ করলেও পূর্ববর্তী শতকের মুহাদ্দিসগণের সমান প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না। ফলে হাদীস বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিন্তু তারা পূর্ববর্তীদের মৌলিক গ্রন্থাবলীর ওপর ভিত্তি করে হাদীস সংকলনে নবতর পদ্ধতি সংযোজনে সামর্থবান হয়েছিলেন। এ শতকে *সহীহুল বুখারী* এবং *সহীহ মুসলিম* থেকে হাদীস চয়ন ও একত্র করে স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলিত হয়। এছাড়া সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থাবলী থেকে হাদীস নির্বাচন করে আলাদা গ্রন্থও সংকলন করা হয়। এ গ্রন্থগুলো সাধারণতঃ *তাজরীদুস সিহাহ্* নামে পরিচিত।[১৭৩]

এ শতকে হাদীস বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি *আসমাউর রিজাল* চর্চায়ও 'আলিমগণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। হাফিয 'আব্দুল গণী আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৪০৯ হি.) *আল-কামাল ফী আসমায়ির রিজাল* নামে একখানি *রিজাল* বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে সিহাহ্ সিত্তাহ্র রাবীগণের জীবন চরিত আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে গ্রন্থটি মুহাদ্দিসগণের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি ছাড়া ইবনু 'আব্দিল বারও (মৃত্যু: ৪৬৩ হি.) *আসমাউর রিজাল* বিষয়ে যথেষ্ট অবদান রাখেন। স্পেনে হাদীস বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তিনি সাহাবীগণের জীবন চরিত সম্পর্কে *আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব* নামে একটি উঁচু মানের গ্রন্থ রচনা করেন।[১৭৪]

এ শতকে *রিজাল* শাস্ত্রে যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-হাকেম (মৃত্যু: ৪০৬ হি.), আবূ বকর ইবন মারদূয়াইহ আল-ইসপাহানী (মৃত্যু: ৪১৬ হি.), আল-হাসান ইবন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল আল-বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৩৯ হি.), আবূ ইয়া'লা আল-খলীলী (মৃত্যু: ৪৪৬ হি.), ইবন হাযম আল-আন্দালুসী (মৃত্যু: ৪৫৬ হি.) ইমাম আল-বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮ হি.) ও খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৬৩ হি.) প্রমুখ।[১৭৫]

---

১৭৩. মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খ্রী.), পৃ. ৫৪০-৫৪১।

১৭৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড পৃ. ১৩২।

১৭৫. *প্রাগুক্ত*।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী

হিজরী ষষ্ঠ শতকে *রিজাল* শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা যেমন, রাবীগণের বিশ্বস্ততা, দুর্বলতা, নাম-উপাধি, উপনাম, জন্ম-মৃত্যু, বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে গ্রন্থ রচিত হয়। মুহাদ্দিসগণ আহকাম ও নসীহতমূলক হাদীস সংকলনের পাশাপাশি বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত বিষয়ে যে সমস্ত উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন তা পরবর্তী লেখকদের জন্য প্রেরণার উৎসস্থলে পরিণত হয়। এ শতকের প্রখ্যাত *রিজাল*বিদ হলেন, ইবনুল জাওযী (মৃত্যু: ৫৯৭ হি.), আবুল ফযল ইবন তাহির আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৫০৭ হি.), ইবন বিশকাল (মৃত্যু: ৫৭৮ হি.) ইবনু 'আসাকির (মৃত্যু: ৫২৩ হি.) ও আবূ বকর আল-হাযিমী (মৃত্যু: ৫৮৪ হি.) প্রমুখ।[১৭৬]

হিজরী সপ্তম শতাব্দী

হিজরী সপ্তম শতকে মুসলিম জাহানে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে। হালাকু খানের বর্বরোচিত হামলা গোটা মুসলিম জাহানে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরীসহ মুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো ভস্মিভূত হয়। ফলে মুসলিমদের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এক মহা বিপর্যয় ঘটে। যার কারণে পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় এশতকে তাদের জ্ঞানচর্চা স্তিমিত হয়।[১৭৭] এ চরম দুর্দিনেও যে সমস্ত মনীষী *রিজাল* বিষয়ক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা হলেন, ইবনুস সালাহ (মৃত্যু: ৬৪৩ হি.), বাকী আল-মুনযিরী (মৃত্যু: ৬৫৬ হি.) ও ইবনু মুফাযযাল আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৬১৬ হি.) প্রমুখ।[১৭৮]

হিজরী অষ্টম শতাব্দী

পূর্ববর্তী শতকের ন্যায় হিজরী অষ্টম শতকেও *রিজাল* বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। এ শতকের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন, হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাছীর (মৃত্যু: ৭৭৪ হি.)। *রিজাল* বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, *আত্ তাসহীল ফী মা'রিফাতি ছিকাহ্ ওয়াদদু'য়াফা ওয়াল মাজাহীল* উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে আল মিয্যীর *তাহ্যীব* এবং আয্-যাহাবীর *মীযান*-এর বিষয়বস্তু সমূহ একিভূত করে কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনু সাইয়্যেদিন্ নাস *'তাহসীলুল ইসাবা ফী তাফদীলিস্ সাহাবা* নামে একখানি

---

১৭৬. *প্রাগুক্ত*।

১৭৭. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, *'উলূমুল হাদীস*, পৃ. ১২১।

১৭৮. *প্রাগুক্ত*।

উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন।[১৭৯] এ শতকের আরও দু'জন বিখ্যাত মুহাদ্দিস রয়েছেন যাঁদের মাধ্যমে *রিজাল* শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে। এ দু'জন মুহাদ্দিস হলেন যথাক্রমে, হাফিয আবূল হাজ্জাজ আল-মিযযী (মৃত্যুঃ ৭৪২ হি.)। তিনি ছিলেন সিরিয়ার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। সমকালীন যুগে তিনি *রিজাল* শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। *রিজাল* শাস্ত্রে তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, *তাহযীবুল কামাল* যা পনের খণ্ডে বিভক্ত।[১৮০] অপরজন হলেন হাফিয আয-যাহাবী। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তিনি হাদীসের হাফিয হিসেবে কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হন। *রিজাল* শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য তাঁকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করিয়েছিল। *রিজাল* বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, *তাযকিরাতুল হুফফায, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মীযানুল ই'তিদাল* ও *তাজরীদু আসমাইস্ সাহাবা* ইত্যাদি।[১৮১]

হিজরী নবম শতাব্দী

হিজরী নবম শতাব্দীতে *রিজাল* শাস্ত্র ক্রমোন্নতির শীর্ষমার্গে আসীন হয়। এর পেছনে যে ব্যক্তির অবদান উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন, ইবন হাজার আল-'আসকালানী। তিনি যেমন ছিলেন হাদীসের ব্যাখ্যাদাতা তেমনি ছিলেন *রিজাল* শাস্ত্রের এক যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, *তাহযীবুত তাহযীব, লিসানুল মীযান, আল-ইসাবাহ্, তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, তুহফাতু আহলিল্ হাদীস, শুযূখুল হাদীস* ও নুযহাতুল আলবাব ফিল-আলকাব প্রভৃতি। এ ছাড়া তাঁর রচিত বিশ্ববিখ্যাত সাহীহুল বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ *ফাতহুল বারী* হাদীস শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে।[১৮২]

৪. রিজাল বিষয়ক রচনাবলী

রিজাল অভিজ্ঞানের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ এ সমস্ত গ্রন্থকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। যেমন **একঃ সাধারণ গ্রন্থাবলীঃ** এতে সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি' তাবি'ঈ সকল শ্রেণীর

---

১৭৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

১৮০. আল-যিরাকলী *আল-আ'লাম*, ৮ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ ১৩৯৯ হি.), পৃ. ২৩৬-২৩৭।

১৮১. *প্রাগুক্ত*।

১৮২. আয-যিরকালী, *আল-আলাম*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮; আশ-শাওকানী, *আল্-বাদরুত তালি' বিমাহাসিনি মান বা'দাল কারনিস্ সাবি'*, ১ম খণ্ড (মিসরঃ ১৩৪৮ হি.), পৃ. ৮৭; আস-সাখাবী, *আত-তারীখুল মাসবুক ফী যাইলিস্ সুলূক* (মিসরঃ ১৮৯৬ খ্রী.), পৃ. ২৩০।

বর্ণনাকারীর জীবন চরিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **দুইঃ বিশেষ গ্রন্থাবলী**, এতে বর্ণনাকারীদের বিশেষ বিশেষ দিককে কেন্দ্র করে গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। যেমন শুধু সাহাবীগণের জীবনী, বিশ্বস্ত ও দুর্বল বর্ণনাকারী, মুদাল্লিস ও মুরসিল বর্ণনাকারীদের জন্ম-মৃত্যু, নাম, উপনাম, উপাধি এবং বিশেষ বিশেষ হাদীস গ্রন্থের বর্ণনাকারীদের নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়সমূহ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হলোঃ

একঃ সাধারণ গ্রন্থাবলী

১. তারীখুর রুওয়াত (تاريخ الرواة)

এটি ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন (মৃত্যুঃ ২৩৩ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থকার এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী তাঁদের নামের ক্রমধারা অনুযায়ী সাজিয়েছেন।[১৮৩] ড. আহমাদ মুহাম্মাদ নূর সাইফ এ গ্রন্থের নাম *তারীখুর রুওয়াতের* পরিবর্তে শুধু *তারীখ* বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে মক্কাস্থ উম্মূল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর সম্পাদনায় চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[১৮৪]

২. তাযকিরাতুল হুফফায (تذكرة الحفاظ)

এটি হাফিয শামসুদ্দীন আয যাহাবী (মৃত্যুঃ ৭৪৮ হি.) প্রণয়ন করেন। তিনি এ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি' তাবি'ঈ এবং তাঁদের যুগ থেকে নিজ যুগ পর্যন্ত প্রায় ২১ স্তর পর্যন্ত রাবীগণের জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন।[১৮৫] ইমাম আয যাহাবী এ গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থটি প্রণয়নে অনুসৃত নীতিমালা উল্লেখ করে বলেন,[১৮৬]

هذه تذكرة بأسماء معدلى جملة العلم النبوى ومن يرجع الى اجتهادهم فى التوثيق والتصحيح والتزييف

"এটি 'ইলমুন নববীর ধারক ব্যক্তিবর্গের নামের স্মরণিকা এবং এতে ঐ সমস্ত মনীষীদের নাম উল্লেখিত হয়েছে, যাঁরা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের ইজতিহাদের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।" এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে তাঁর এ নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি যে সমস্ত বর্ণনাকারী হাদীসের

---

১৮৩. *আর রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ*, পৃ. ১০৭।
১৮৪. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ৮৫।
১৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।
১৮৬. *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১।

হাফিযগণের কোন স্তরের পর্যায়ভুক্ত হননি, তাঁদের শুধু নাম উল্লেখ করেছেন, কোন জীবনী উল্লেখ করেননি। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম চার খণ্ডে ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।[১৮৭]

৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (سير اعلام النبلاء)

এটিও হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রচনা করেন। গ্রন্থটির নামের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সালাহ্ উদ্দীন আস-সাফাদী এবং দকমান গ্রন্থটিকে *তারীখুন নুবালা* বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮৮] তাজজুদ্দীন সুবকী *কিতাবুন নুবালা*, ইবনু নাসিরুদ্দীন, ইবন হাজার আল-'আসকালানী এবং সাখাবী *সিয়ারু নুবালা* বলে উল্লেখ করেন।[১৮৯] আবার কেউ কেউ একে *আ'ইয়ানুন নুবালা* বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯০] তবে তৃতীয় সুলতান আহমাদ-এর লাইব্রেরীতে গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা যে কপিটি (যার নং-২৯১০/অ) সংরক্ষিত ছিল, তাতে *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* লেখা ছিল।[১৯১] সুতরাং ঐতিহাসিকদের নিকট এ নামটিই যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে।[১৯২]

আয-যাহাবী গ্রন্থটি তাঁর *তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াইতুল মাশাহির ওয়াল আ'লাম* গ্রন্থের পর রচনা করেন। দীর্ঘ সাত বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রন্থকার এর রচনাকর্ম সমাপ্ত করেন। তিনি এ গ্রন্থকে *তাবাকাত*-এর ধারানুযায়ী সাজিয়েছেন।[১৯৩] সম্ভবতঃ তিনি গোটা গ্রন্থকে ৪০টি *তাবাকাতে* বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে মুসলিম লেখকগণ জীবনী গ্রন্থ রচনায় তাঁর এই বিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করেন।[১৯৪] গ্রন্থটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এর প্রতি পৃষ্ঠায় ইমাম আয যাহাবীর পাণ্ডিত্যের ছাপ পরিদৃষ্ট হয়। তিনি এতে অসংখ্য লোকের জীবনী সন্নিবেশিত করণে বিশেষ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থটি শু'আইব আল-আরনাউত ও হুসাইন আল-আসাদের সম্পাদনায় বৈরুতের *মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ্* প্রকাশনা থেকে মোট ২৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

---

১৮৭. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ৮৬-৮৭।

১৮৮. *আল-ওয়াফী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; *তারজুমানুয যামান*, পৃ. ৯৮।

১৮৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১।

১৯০. *আল-রাদ্দুল ওয়াফির*, পৃ. ৩১; *আদ-দুরারুল কামিনাহ্*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬; *আল-ই'লান বিত তাওবীখ*, পৃ. ৬৭৪।

১৯১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১।

১৯২. *প্রাগুক্ত*।

১৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

১৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭-৯৮।

৪. তাবাকাতুল হুফ্ফায (طبقات الحفاظ)

এটি জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যুঃ ৯১১ হি.) প্রণয়ন করেন। তিনি গ্রন্থটি হাফিয আয-যাহাবীর *তাবাকাত* গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপ করে প্রণয়ন করেন। এতে আয-যাহাবীর পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট *রিজাল* শাস্ত্রবিদদের জীবনী সংযুক্ত হয়েছে।[১৯৫] গ্রন্থটি চব্বিশটি তাবাকায় বিভক্ত। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবন হাজার আল-'আসকালানীর (মৃত্যুঃ ৮৫২ হি.) জীবনী আলোচনার মাধ্যমে শেষ তাবাকাতটি সম্পন্ন হয়েছে। এটি সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ 'উমার (মৃত্যুঃ ১৩৯৩ হি.) এর সম্পাদনায় কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৫. কিতাবুল ওয়াফী বিল-ওয়াফাইয়াত (كتاب الوافى بالوفيات)

এটি সালাহ্ উদ্দীন আস-সাফাদী (মৃত্যুঃ ৭৯৩ হি.) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি *রিজাল* বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। গ্রন্থকার আস-সাফাদী এটি নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজিয়েছেন। আস-সাফাদী তার সমসাময়িক যুগের *রিজাল* শাস্ত্রবিদগণের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে *আ'ওয়ানুন নাস্র ওয়া আ'য়ানুল 'আসর* নামে স্বতন্ত্র আরেকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।[১৯৬]

৬. আত্ তারীখুল কাবীর (التاريخ الكبير)

এটি ইমাম বুখারী (মৃত্যুঃ ২৫৬ হি.) রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে তাঁর নিজ যুগ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি *আত্ তারীখুল আওসাত* এবং *আত্ তারীখুস্ সাগীর* নামে আরো দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনু হাজার আল-'আসকালানী বলেন, ইবনুল কাসিম *আস-সিলাহ* নামে ইমাম বুখারীর *আত-তারীখুল* কাবীরের একটি পরিশিষ্ট লিখেছেন। কিন্তু আস্ সাখাবী ইবনু হাজারের এই উদ্ধৃতিকে অস্বীকার করে মন্তব্য করেন যে, *আস-সিলাহ্* গ্রন্থটি ইবনুল কাসিমের নিজস্ব একটি গ্রন্থ, যা তিনি *কিতাবুয যাহিরের* পরিশিষ্ট হিসেবে লিখেছিলেন। ইমাম আদ দারাকুতনী এবং ইবন মুহিবুদ্দীন ইমাম বুখারীর *আত-তারীখ* গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেছেন। এ ছাড়া ইবনু আবী হাতিমও (মৃত্যুঃ ৩২৭ হি.) আল বুখারীর *আত-তারীখ* গ্রন্থের উপর আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৯৭]

---

১৯৫. *তাবাকাতুল হুফফায*, পৃ. ২।

১৯৬. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ৮৮।

১৯৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১।

৭. আত্ তাবাকাতুল কুবরা (الطبقات الكبرى)

এটি মুহাম্মাদ ইবন সা'দ (মৃত্যু: ২৩০ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি *তাবাকাতু ইবন সা'দ* নামে প্রসিদ্ধ। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে রচয়িতার সময়কাল পর্যন্ত যাঁরা হাদীস রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের জীবন আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। ইবনু সা'দ এ গ্রন্থে ছয়শত জন মহিলাসহ চার হাজার দুইশত পঞ্চাশ জনের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর পূর্ববর্তী হাদীসবেত্তাদের গ্রন্থাবলী থেকে বিশেষতঃ আল ওয়াকিদী এবং ইবনুল কালবীর গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। ইবনু সা'দ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থটি সূচনা করেছেন। এর পর স্তরভিত্তিক জীবনী আলোচনা করেছেন। এগুলোকে তিনি আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেন। প্রতিটি অংশে জীবনীগুলোকে সময়ানুক্রম অনুসারে, কখনও কখনও বংশানুক্রমে সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থে সাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কিত নিবন্ধগুলো প্রায়ই দীর্ঘতর; কিন্তু অন্যান্যদের জীবনী খুবই সংক্ষিপ্ত। এমনকি কোথাও কোথাও শুধু নাম লিখা হয়েছে। গ্রন্থটি নয় খণ্ডে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১৯৮]

৮. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল (تهذيب الكمال فى اسماء الرجال)

এটি জামালুদ্দীন আবূল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী (মৃত্যু: ৭৪২ হি.) রচনা করেন। এটি *রিজাল* শাস্ত্র বিষয়ক এক অনবদ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থকে নির্ভর করে উত্তরসূরী মুহাদ্দিসগণ *রিজাল* বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে- ইবন হাজার আল-'আস্কালানী এ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে *তাহযীবুত্ তাহযীব* রচনা করেন।[১৯৯]

দুই: সাহাবীগণের জীবন সংক্রান্ত রচিত গ্রন্থাবলী

এ জাতীয় গ্রন্থসমূহে শুধু সাহাবীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁদের কে, কবে, কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং কতদিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, অতঃপর কবে কোথায় ইন্তিকাল করেছেন এবং তাঁদের নিকট থেকে কে কোথায় হাদীস শিক্ষা করেছেন, এ সব বিষয়ও উপস্থাপিত হয়েছে। এ সব তথ্য জানা না থাকলে বর্ণিত হাদীসের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই

---

১৯৮. *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬।
১৯৯. *প্রাগুক্ত*, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ১০৬।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অনেকেই সাহাবীগণের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী নিম্নরূপঃ

১. উস্‌দুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্ (اسد الغابة فى معرفة الصحابة)

ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর (মৃত্যুঃ ৬৩০ হি.) গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে তিনি ৭,৫০০ সাহাবীর জীবন চরিত আলোচনা করেছেন। আর মহিলা সাহাবীগণের জীবনালেখ্যের বিবরণ এসেছে স্বতন্ত্র ভাবে।[২০০] এ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে অনেকেই এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইমাম যাহাবী (র.) *তাজরীদু আসমা'ঈস-সাহাবা* নামে *উসদুল-গাবাহ*-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইবনুল আছীর (র.) প্রণীত গ্রন্থটি সাহাবীদের জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া আল-কুদ্‌সী আল-হানাফী (র.) *দুরারুল-আছার ওয়া গুরারুল আখবার* এবং মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-ফাযারী (মৃত্যুঃ ৭০৯ হি.) রচিত সংকলনটি *উসদুল-গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্-সাহাবাহ*-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।[২০১]

২. আল-ইসতী'আব (الإستيعاب)

এটি ইব্‌ন 'আবদিল বার্‌র আল-কুরতুবী (মৃত্যুঃ ৪৬৩ হি./ ১০৭১ খ্রী.) রচনা করেন। আবূল ওয়ালীদ আল-বাযী তাঁকে পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ *'হাফিযে হাদীস'* বলে আখ্যায়িত করেন। এ গ্রন্থে সকল সাহাবীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এতে অনেক সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে। এ গ্রন্থে তিনহাজার পাঁচশ সাহাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। ইমাম নববী একে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইব্‌ন 'আবদিল বার্‌র এ গ্রন্থ প্রণয়নে মূসা ইব্‌ন 'উকবা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন-ইসহাক এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার আল-ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াতের উপর নির্ভরশীল হয়েছেন। এছাড়াও তিনি ইব্‌ন আবী খায়সামার *কিতাবুত-তারীখ*, ইমাম বুখারীর *আত-তারীখুল কাবীর*, আবূল 'আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আস-সাররাজ-এর *কিতাবুত তারীখ*, ইমাম তাবারীর *আয-যাইলুল মুযায়্যাল*, ইমাম দূলাবীর *কিতাবুল মাওলিদ ওয়াল ওয়াফাত*, আবূ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জারুদীর *কিতাবুল আহাদ* এবং আবূ জা'ফার আল-'উকাইলী, ইব্‌ন আবী হাতিম আর রাযী ও ইমাম বাগাবীর সাহাবীগণের জীবনী সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ

---

২০০. *আল-আ'লাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৩; হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./ ১৯৮২ খ্রী.), পৃ. ৮২।

২০১. *প্রাগুক্ত*।

থেকে সাহায্য নিয়েছেন।[২০২] ইব্‌ন 'আবদিল বার্‌র এ গ্রন্থে শুধুমাত্র এমন সাহাবীর জীবনী লেখা থেকে ক্ষান্ত হননি, যাঁর সাহচর্য ও সংসর্গ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে; এমনকি যে সমস্ত ব্যক্তি মহানবীর একবার মাত্র সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাঁদেরও জীবনী তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৩১৮ হিজরীতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩৫৮ হিজরীতে *আল-ইসাবা* গ্রন্থের পাদটীকায় সন্নিবেশিত হয়ে মিশর থেকে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়। কোন কোন মনীষীর দৃষ্টিতে এ গ্রন্থে সকল সাহাবীর জীবনী সন্নিবেশিত না হওয়ায় অনেকেই এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেছেন। তাদের মধ্যে ইব্‌ন ফাত্‌হ আল-আন্দালুসী (মৃত্যু: ৫১৭ হি.) আবূল হাজ্জাজ ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ (মৃত্যু: ৫৫৮ হি.) উল্লেখযোগ্য। জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করে *'আইনুল ইসাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ'* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২০৩]

৩. তাজরীদু আসমাইস সাহাবাহ (تجريد أسماء الصحابة)

এটি হাফিয শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হি.) রচনা করেন। এটি মূলতঃ *উস্‌দুল গাবাহ* গ্রন্থের সার সংক্ষেপ। তিনি এতে *উসদুল গাবাহ* গ্রন্থের ত্রুটিগুলো দুরীভূত করে কিছু অতিরিক্ত নাম সংযোজন করেছেন। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৩১০ হিজরীতে ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।[২০৪]

৪. মা'রিফাতু মান-নাযালা মিনাস-সাহাবাতি সায়িরাল বুলদান (معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان)

এটি আলী ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ আল-মাদীনী (মৃত্যু: ২৩৪ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি চারখণ্ডে সমাপ্ত।[২০৫]

৫. মা'রিফাতুস-সাহাবাহ (معرفة الصحابة)

এটি হাফিয ইব্‌ন মান্দাহ আল-ইস্পাহানী (মৃত্যু: ৩৯৫ হি.) রচনা করেন। কথিত আছে যে, তাঁর এ গ্রন্থ ৪০ খণ্ডেরও উর্ধ্বে, তবে ৩৭শ ও ৪২শ খণ্ড ছাড়া

---

২০২. ইব্‌ন 'আবদিল বার্‌র, *আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব,* ১ম খণ্ড (ভারত: হায়দারাবাদ, ১৩১৮ হি.), পৃ. ২০-২৪।

২০৩. *'ইলমু রিজালিল হাদীস,* পৃ. ৬২; ইউসুফ সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আত আল-'আরাবিয়্যাহ ওয়াল-মু'য়াররাবাহ,* ১ম খণ্ড (ইরান: মাকতাবাহ আয়াতুল্লাহ আল-'উজমাহ, ১৪১০ হি.), পৃ. ১৫৯।

২০৪. ড. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত,* পৃ. ৪৪৬; *'ইলমু রিজালিল হাদীস,* পৃ. ৬৩।

২০৫. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৯।

অন্যান্য খণ্ডের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ৩৭শ খণ্ডে যে সমস্ত সাহাবী উপনামে পরিচিত, কেবল এতে তাঁদেরই জীবনী নামের ক্রমধারানুযায়ী সুবিন্যস্ত হয়েছে। গ্রন্থকার এ খণ্ডে সাহাবীর নাম ও যিনি তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি বর্ণিত রিওয়ায়াতেরও বিশ্লেষণ করেছেন। আবার গ্রন্থকার কোন কোন সময়ে যে সাহাবী যে শহরে অবতরণ করেছেন অথবা কোন্ সমরাভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি উল্লেখিত সাহাবীর বংশ পরিক্রমা সম্পর্কে আলোকপাত করেননি, এ কারণেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌নুল আছীর এ গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করেছেন।[২০৬] আর ৪২শ খণ্ডে গ্রন্থকার কেবলমাত্র মহিলা সাহাবীর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২০৭]

৬. মা'রিফাতুস সাহাবাহ (معرفة الصحابة)

এটি আবূ নু'আইম আল-ইস্পাহানী (মৃত্যু: ৪৩০ হি.) রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে সাহাবীগণের জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন। হাফিয ইব্‌নুল আছীর এ গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, গ্রন্থকার এতে হাদীস বেশি উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখিত হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন; কিন্তু হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর বংশ পরিচিতি এবং তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদ পরিবেশন দীর্ঘায়িত করেননি।[২০৮]

৭. আল-ইসাবাহ্ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ (الإصابة فى تمييز الصحابة)

গ্রন্থটি হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হি./ ১৪৪৮ খ্রী.) রচনা করেন। এটি সাহাবাহ চরিত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। *আল-ইসতি'আব* ও *উসদুল গাবাহ* গ্রন্থে যে সকল সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এ গ্রন্থটিতে সেগুলোও সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমাম আস্-সুয়ূতী (মৃত্যু: ১৫০৫ খ্রী./ ৯১১ হি.) *'আইনুল ইসাবাহ'* নামে এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া ইব্‌ন সা'দ (রা.) রচিত *আত্-তাবাকাত* গ্রন্থেও সাহাবীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটির আরেক নাম *'তাবাকাতুস সাহাবাহ ওয়াত্ তাবি'ঈন'*।[২০৯]

---

২০৬. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।
২০৭. *বুহুসুন ফী তারিখিস্ সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ্*, পৃ. ৫০।
২০৮. ব্রুকলম্যান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬০।
২০৯. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৪৪৬।

গ্রন্থকার এতে তাঁর পূর্বসূরী লেখকগণ যে সমস্ত সাহাবীর জীবন চরিত আলোচনা করতে অক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন, তিনি এ গ্রন্থে সে সমস্ত সাহাবীরও জীবন আলোচনা করেছেন। এ জীবনীর সংখ্যা হল ১২,২৬৭। গ্রন্থটি সাহাবীগণের নামের অক্ষর অনুযায়ী ধারাবাহিকতার সাথে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।[২১০] ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থটি ভারত থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর এটি একাধিকবার ৮ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।[২১১]

৮. আর রিজালুল মুসতাবিত্তাহ্ ফী জুমলাতি মান রাওয়া ফীস সহীহাইনে মিনাস-সাহাবাহ (الرجال المستبطة فى جملة من روى فى الصحيحين من الصحابة)

গ্রন্থটি শায়খ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বকর আল-'আমিরী আল-'আইনী (মৃত্যুঃ ৮৯৩ হি.) প্রণয়ন করেন। এটি বর্ণনাকারীর নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজানো। গ্রন্থকার এতে কেবল সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এরপর ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসে যে সমস্ত সনদে একমত হয়েছেন, সে সনদের অন্তর্ভুক্ত রাবীদের সতন্ত্রভাবে জীবনী আলোচনা করেছেন। এরপর উভয় ইমাম যে হাদীসের সনদে ঐকমত্য হননি সে সমস্ত বর্ণনাকারীদের জীবনী আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি সর্ব প্রথম ১৩০৩ হিজরীতে ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।[২১২]

৯. হায়াতুস সাহাবাহ (حياة الصحابة)

এটি ভারতের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইউসুফ আল-কান্দালুভী (মৃত্যুঃ ১৩৮৩ হি.) প্রণয়ন করেন। রিজাল বিষয়ে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার এতে বিভিন্ন সিরাহ ইতিহাস ও তাবাকাত গ্রন্থরাজীতে যে সমস্ত সাহাবীদের জীবনকথা ও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণী উৎকলিত হয়েছে সেগুলো সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সাহাবীগণের দা'ওয়াত, তরবিয়াত ও বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক ঘটনা মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত হয়েছে। ফলে এটি ইসলামী দা'ওয়াত দানকারীদের জন্য এক আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সর্বপ্রথম ভারত থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩৮৮ হিজরীতে শায়খ নাইফ আব্বাস ও মুহাম্মাদ

---

২১০. *আল-ইসাবাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪।

২১১. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ৬৪।

২১২. *প্রাগুক্ত*।

'আলী দৌলাহ্ এর সম্পাদনায় দামিস্ক থেকে পুনঃমুদ্রিত হয়।[২১৩]

১০. দুররুস সাজাবাহ্ ফী জুমলাতি মান দাখালা মিসরা মিনাস সাহাবাহ্ (در السجابة في جملة من دخل مصر من الصحابة)

এটি শায়খ হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হি.) প্রণয়ন করেন। যে সমস্ত সাহাবী মিশরে পদার্পণ করেন কেবল তাদেরই জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। কলেবরের দিক থেকে গ্রন্থটি ছোট। ১৩২৭ হিজরীতে এটি মিশর থেকে *হুসনুল মুহাদারা* গ্রন্থের পাদটীকায় সন্নিবেশিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[২১৪]

১১. আসমাউ রিজালি সহীহিল বুখারী (أسماء رجل صحيح البخاری)

এটি আবূ নাসর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কালাবাজী (মৃত্যু: ১০০১ হি.) রচনা করেন। এ গ্রন্থে সহীহ্ বুখারীর সনদে বর্ণিত রাবীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে।

তিন: রাবীগণের নাম বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলী

হাদীসের সনদের বলিষ্ঠতা ও মতনের বস্তুনিষ্ঠতা নিরূপণের লক্ষ্যে যুগে যুগে হাদীস বিশারদগণ বর্ণনাকারীদের নাম নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থগুলোকে হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞানের পরিভাষায় المؤتلف ও المختلف বলা হয়। এর অর্থ হলো, লিখন পদ্ধতিতে বর্ণনাকারীদের নামের বানান একই; কিন্তু উচ্চারণ বা পঠন পদ্ধতিতে এটি ভিন্নতর। যেমন: سلام ও سلام এ দুটি নামের মধ্যে একটির لام-এ তাশদীদযুক্ত হয়ে পঠিত হবে তথা سلّام অর্থাৎ একটি পঠিত হবে 'সাল্লাম' ও অপরটি পঠিত হবে 'সালাম'। বর্ণনাকারীর নামে সন্দেহ ও সংশয় দূরীভূত করার জন্যই এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। হাদীসের হাফিয ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই সূক্ষ্ম বিষয় সাধারণের জন্য অনুধাবনযোগ্য নয়। নামের বহুবিধ এই উচ্চারণ অনুমানের ভিত্তিতে এর সঠিকতা নির্ণয় করা দুষ্কর। কিন্তু স্মৃতিশক্তির বলিষ্ঠতা ও হাদীস বিষয়ে পারঙ্গমতার মাধ্যমে এর সঠিকতা নিরূপণ করা যেতে পারে। নামের এই জটিলতার কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য যুগ পরম্পরায় হাদীস বিজ্ঞানীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থরাজী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

২১৩. *প্রাগুক্ত।*

২১৪. *প্রাগুক্ত।*

১. **কিতাবুল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ (كتاب المؤتلف والمختلف)**: এটি ইমাম হাফিয আদ-দারাকুতনী (মৃত্যু: ৩৮৫ হি.) রচনা করেন। এটি একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ। তাইমূরিয়্যাহ লাইব্রেরীতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।[২১৫]

২. **আল-মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফী আসমায়ি নাকালাতিল হাদীস (المؤتلف والمختلف فى أسماء نقلة الحديث)**: এটি হাফিয ও 'আব্দুল গণী ইব্‌ন সা'ঈদ (মৃত্যু: ৪০৯ হি.) রচনা করেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬। সর্বপ্রথম ১৩২৬ হিজরীতে এটি ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।[২১৬]

৩. **তাক'ঈদুল মুহমাল ওয়া তামঈযুল মুশকাল (تقييد المهمل و تمييز المشكل)**: এটি শায়খ হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-গাসসানী (মৃত্যু: ৪৯৮ হি.) রচনা করেন। ভারতের বিহার প্রদেশে পাটনার খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে এর একটি পাণ্ডুলিপি সুরক্ষিত রয়েছে।[২১৭]

৪. **আল-মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ মিনাল আসমা (المؤتلف و المختلف من الاسماء)** এটি হাফিয আবূল ফযল মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাহির আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৫০৭ হি.) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি লাইডেন থেকে *আল-আনসাবুল মুত্তাফাকাহ* নামে প্রকাশিত হয়।[২১৮]

৫. **আল-ইকমাল ফী রফ'ঈল ইরতিয়াব 'আনীল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ মিনাল আসমায়ি ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব (الإكمل فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الاسماء و الكنى و الانساب)**
এটি হাফিয আবূন নাসর 'আলী ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ্ আল-বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৮৬ হি.) রচনা করেন। এটি ভারতের হায়দারাবাদের দায়িরাতুল মা'আরিফ থেকে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[২১৯]

৬. **আল-মুশতাবিহ ফী আসমাইর রিজাল (المشتبه فى اسماء الرجال)**
এটি হাফিয আয-যাহাবী রচিত একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি হাফিয আয-যাহাবীর পূর্বসূরী রিজাল শাস্ত্রবিদদের গবেষণার নির্যাস। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৬১৬। এটি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইডেন থেকে প্রকাশিত হয়। এর

---

২১৫. *আল-ই'লান বিত্‌-তাওবীখ*, পৃ. ১৬১।
২১৬. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ৮৯।
২১৭. *প্রাগুক্ত।*
২১৮. *প্রাগুক্ত।*
২১৯. *প্রাগুক্ত।*

পর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এটি কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়।[২২০]

চারঃ সিকাহ্ ও য'ঈফ রাবীগণের জীবন অবলম্বনে রচিত গ্রন্থাবলী

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অনেকেই শুধু সিকাহ্ রাবীগণের জীবনী নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক. **কিতাবুস্ ছিকাত (كتاب الثقات)** : এটি শায়খ যাইনুদ্দীন কাসিম ইব্‌ন কাতলুবাগা আল-হানাফী (মৃত্যুঃ ৮৭৯ হি.) রচনা করেন। এটি চার খণ্ডে সমাপ্ত।

খ. **কিতাবুস্ ছিকাত (كتاب الثقات)** : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, আবূ-হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান আল-বুস্তী (মৃত্যুঃ ৩৫৪ হি./ ৯৬৫ খ্রী.)।[২২১]

গ. **কিতাবুস্ ছিকাত (كتاب الثقات)** : এর রচয়িতা হলেন হাফিয আহমাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-ইজলী (র.) (মৃত্যুঃ ২৬১ হি./ ৮৭৫ খ্রী.)।[২২২]

ঘ. **তাবাকাতুল হুফফায(طبقات الحفاظ)** : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, ইব্‌ন দাব্‌বাগ (মৃত্যুঃ ৫৪৬ হি.)।

ঙ. **তাযকিরাতুল হুফফায(تذكرة الحفاظ)** : এর রচয়িতা হলেন, ইমাম আয-যাহাবী (মৃত্যুঃ ৭৪৮ হি./ ১৩৪৮ খ্রী.)।

চ. **তাবাকাতুল হুফফায(طبقات الحفاظ)** : এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (মৃত্যুঃ ৮৫২ হি./ ১৪৪৮ খ্রী.)।

পাঁচঃ আবার অনেকে স্বতন্ত্রভাবে কেবল দ'ঈফ রাবীগণের জীবনীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ বিষয়ের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলোঃ

ক. **কিতাবুদ দু'আফা (كتب الضعفاء)**: গ্রন্থটির রচয়িতা ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়া'কুব আস-সা'দী আল-জাওযানী (মৃত্যুঃ ২৫৯ হি./ ৮৭৩ খ্রী.)।

খ. **কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল-মাতরূকীন(الضعفاء والمتروكين)** : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন আবূ 'উসমান সা'ঈদ ইব্‌ন 'আমর আল-আযদী আল-বায়যা'ঈ (মৃত্যুঃ ২৯২ হি./ ৯০৫ খ্রী.)।

---

২২০. *প্রাগুক্ত।*

২২১. *আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ্*, পৃ. ১২১।

২২২. *প্রাগুক্ত।*

গ. **কিতাবুদ-দু'আফা (كتاب الضعفاء)** : এর প্রণেতা হলেন আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন মূসা আল-'উকাইলী (মৃত্যু: ৩২২ হি./ ৯৩৪ খ্রী.)।

ঘ. **কিতাবুল কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল (كتاب الكامل فى ضعفاء الرجال)** : এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন, আবূ আহমাদ 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (মৃত্যু: ৩৬৫ হি./ ৯৭৫ খ্রী.)। তিনি ইব্‌ন 'আদী নামে প্রসিদ্ধ। এটা খুবই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ এর উপরই অধিকতর নির্ভর করেছেন।

ঙ. **মীযানুল ই'তিদাল (ميزان الاعتدال)** : এ গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন ইমাম আয-যাহাবী (র.)।

চ. **কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (الضعفاء والمتروكين)** : এর প্রণেতা হলেন আলী ইব্‌ন 'উসমান ইব্‌ন ইবরাহীম (মৃত্যু: ৬৮৩ হি./ ১২৮৪ খ্রী.)। তিনি ইব্‌ন তুরকিমান নামে পরিচিত।[২২৩]

ছ. **লিসানুল মীযান (لسان الميزان)** : গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (র.) (মৃত্যু: ৮৫২ হি./ ১৪৪৮ খ্রী.)। গ্রন্থটি হাফিয আয্-যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ১৩২৯ হিজরীতে ভারতের হায়দারাবাদ থেকে ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[২২৪]

জ. **তাকবীমুল লিসান ফিদ-দু'আফা (تقويم اللسان فى الضعفاء)** : গ্রন্থটির রচয়িতা কাসিম ইব্‌ন কুত্‌লুবগা (মৃত্যু: ৮৮৯ হি./ ১৪৮৪ খ্রী.)।

ঝ. **ফাদালুল লিসান (فضل اللسان)** : এ গ্রন্থের প্রণেতাও হলেন কাসিম ইব্‌ন কুতলুবগা (র.)।

ছয়. রাবীগণের নাম, উপাধি ও উপনাম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী:

একই নাম, *লকব বা কুনিয়াতে* বিভিন্ন রাবী রয়েছেন। এটা তাঁদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে সমস্যার ব্যাপার। এজন্য কখনো *সিকাহ* রাবীকে *গায়র সিকাহ* এবং *গায়র সিকাহ* রাবীকে *সিকাহ* রাবী মনে হতে পারে। এ কারণে রিজাল শাস্ত্রবিদগণ যে রাবী তাঁর নামের সাথে পরিচিত, তাঁর *লকব বা কুনিয়াত* কি এবং যিনি তাঁর *কুনিয়াত বা লকবের* সাথে পরিচিত, তাঁর নাম কি তা অনুসন্ধান

---

২২৩. *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৪৪৪-৪৪৯।

২২৪. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ৯৬।

করেছেন। এ বিষয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিম্নরূপঃ

১. **আল-আসমা ওয়াল কুনা (الاسماء والكنى)** : এটি 'আলী ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ আল-মাদীনী (মৃত্যু: ২৩৪ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত।[২২৫]

২. **আল-আসমা ওয়াল কুনা (الاسماء والكنى)** : এটি বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাকেম নায়শাপুরী (মৃত্যু: ৪০৫ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৪ খণ্ডে বিভক্ত। এতে সাহাবীগণের *নাম ও কুনিয়াত* বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হাফিয আল-যাহাবী গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করে সাহাবীগণের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজিয়েছেন এবং এর নাম দিয়েছেন *'আল-মুকতানা ফী সারদিল কুনা'*।[২২৬]

৩. **কিতাবুল আসমা ওয়াল আলকাব (كتاب الاسماء والالقاب)** : এটি ইবনুল জাওযী (মৃত্যু: ৫৯৭ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি *'কাশফুন নিকাব আনীল আসমাঈ ওয়াল আলকাব'* নামেও পরিচিত।

৪. **কিতাবুল কুনা ওয়াল আলকাব (كتاب الكنى والالقاب)** : এটি আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন 'আব্দির রহমান আল-ফারিসী (মৃত্যু: ৪১১ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি ১ খণ্ডে সমাপ্ত হলেও তথ্যবহুল ও ফলপ্রদ হওয়ার কারণে বেশ প্রশংসার দাবি রাখে। কোন কোন মুহাদ্দিস মনে করেন যে, ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানীর পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে এটি এককভাবে এক অনন্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ছিল।[২২৭]

৫. **নুযহাতুল আলবাব ফিল আলকাব (نزهة الالباب فى الالقاب)** : এটি হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আস-সাখাবী এর পরিশিষ্ট লিখেন। উত্তরকালে এটি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়।[২২৮]

৬. **কাশফুন নিকাব 'আনিল আলকাব(كشف النقاب عن الألقاب)** : গ্রন্থটি হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হি.) রচনা করেন। এটি এক ফলপ্রদ গ্রন্থ। যে সমস্ত সাহাবীর লকব নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে, এ গ্রন্থে সে সকল মতদ্বৈততা ও সংশয় নিরসিত হয়েছে।[২২৯]

---

২২৫. *আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ*, পৃ. ১০১।
২২৬. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ৯৬।
২২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।
২২৮. *প্রাগুক্ত*।
২২৯. *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

৫. হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান

এ অভিজ্ঞানের গোড়া পত্তনের পর থেকেই এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উপর গবেষণার কাজ শুরু হয়। তবে তা প্রথম তিন যুগ পর্যন্ত 'আলিমগণের মুখে মুখে বিক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে এ বিষয়ে গবেষণা ব্যাপকতা লাভ করলে '*ইলমুল-ফিকহ* ও '*ইলমুল-উসূল* বিষয়ক গ্রন্থাদির সাথে সন্নিবেশিত আকারে এর লেখার কাজ আরম্ভ হয়।[২৩০] ধীরে ধীরে এ শাস্ত্রের পরিপক্কতা অর্জিত হয়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে এ অভিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এর পরিভাষাগুলো নির্ধারিত হয়। অন্যান্য বিষয়গুলো একটি অপরটি থেকে আলাদা হয় এবং মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি সম্বলিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।[২৩১]

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম কাযী মুহাম্মাদ আল-রামাহারমাযী المحدث الفاصل بين الراوى والواعى নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।[২৩২] ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ 'আলী ইবন আল-মাদীনীকে (মৃত্যু: ২৩৪ হিজরী) এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেন।[২৩৩] পরবর্তী যুগে হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞানের সাথে সাথে হাদীস বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই -এর জন্য হাদীস সমালোচনা এবং চরিত বিজ্ঞান নামেও দু'টি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এ সকল পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বৈধতা প্রমাণের জন্য তৎকালীন 'আলিমগণ কুরআন ও হাদীস থেকে অসংখ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এ প্রসংগে তাঁরা কুরআনের একটি নির্দেশকে এ অভিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। আয়াতটি নিম্নরূপ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[২৩৪]

"হে ইমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ পরিবেশন করে, তবে তা তোমরা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতা বশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত না হও'।

---

২৩০. *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস*, পৃ. ৯।
২৩১. *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।
২৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।
২৩৩. ড.মুস্তাফা আস-সিবায়ী, *ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ*, অনুবাদ: এ এন. এম. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ৮১।
২৩৪. সূরাহ্ আল হুজুরাত: ৬।

হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে হাদীস সংকলনের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ শতাব্দীকে হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময় সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থও সংকলিত হয়। *সিহাহ সিত্তাহ্র* ইমাম ও অপরাপর মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে এ মূলনীতিকে বিশুদ্ধতা পরিমাপক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন। অভিজ্ঞানটির সূচনার পর থেকে অদ্যাবধি একে কেন্দ্র করে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গবেষণার ভিত্তিতে এ যাবৎ যত পদ্ধতি ও মূলনীতি রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে এর চেয়ে বিশুদ্ধ পদ্ধতি সম্বলিত আর কোন মূলনীতি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রণীত হয়নি।[২৩৫]

৬. হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী

হিজরী চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এ অভিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থগুলো সম্পর্কে নিম্নে সীমিত পরিসরে একটি তালিকা প্রদত্ত হল:

১. আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়া'য়ী (المحدث الفاصل بين الراوى والواعى)

গ্রন্থটি হাদীস অভিজ্ঞান মূলনীতি বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ।[২৩৬] এটি কাযী আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন 'আব্দির রহমান ইবন খাল্লাদ আল-রামাহারমাযী (মৃত্যু: ৩৬০ হি.) রচনা করেন। এটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ না হলেও প্রথম রচিত গ্রন্থ হওয়ার কারণে প্রশংসার দাবীদার। গ্রন্থটি প্রণয়নে আল-রামাহারমাযী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা তিনি গ্রন্থটি রচনার মাধ্যমেই এ অভিজ্ঞানের গোড়া পত্তন করেন।[২৩৭]

২. 'উলূমুল হাদীস (علوم الحديث)

ইবনুস-সালাহ (মৃত্যু: ৬৪৩ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি মুকাদ্দামা ইবন সালাহ্ নামে অধিক পরিচিত। এতে সর্বমোট ১৬৫টি মূলনীতি একত্রিত করা হয়েছে। অনেক হাদীসবেত্তা গ্রন্থটির ব্যাখ্যা, ভূমিকা ও পরিশিষ্ট লিখেছেন।[২৩৮]

---

২৩৫. *ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ,* পৃ. ৮০।

২৩৬. *মিফতাহুস সুন্নাহ,* পৃ. ১৬০।

২৩৭. শায়খ 'আব্দুল হক দিহলবী, *মুকাদ্দামাহ,* তাহকীক: সালমান আল-হুসাইনী নদবী (লক্ষ্ণৌ: মুআস্সাসাতুস সাহাফা, তাবি), পৃ. ১০।

২৩৮. মুফতী আমীমুল ইহসান, মিযানুল আখবার, পৃ. ৯৯।

৩. মুখতাসারুল জুরজানী (مختصر الجرجانى)

এটি প্রসিদ্ধ একটি পুস্তিকা। 'আব্দুল হাই লাখনুবী *যাফরুল আমানী ফী মুকতাসারিল জুরজানী* নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। ১৩০২ হিজরীতে দিল্লী ও ১৩০৪ হিজরীতে লক্ষ্মৌ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[২৩৯]

৪. তাদরীবুর রাবী (تدريب الراوى)

এটি ইমাম নববী (রহ.) প্রণীত *আত-তাকরীবের* ব্যাখ্যা গ্রন্থ। জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এতে হাদীসের ১৯৩টি মূলনীতি সন্নিবেশিত করেন। মিসরের কায়রোস্থ *দারুল কুতুব* লাইব্রেরীতে এর ৭টি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে।[২৪০] এটি সর্বপ্রথম মিসরের *আল-খাইরিয়্যাহ* প্রেস থেকে ছাপা হয়।[২৪১]

৫. ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস (اختصار علوم الحديث)

হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাছীর (মৃত্যু : ৭৭৪ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এতে ৬৫টি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে মিসরের আহমাদ শাকির এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করে নাম দিয়েছেন *আল বা'য়িছুল-হাছীছ শারহু ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীস*।[২৪২]

৭. নুখবাতুল ফিকার ফী মুসতালাহি আহলিল আছার

(نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر)

এটি হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী (মৃত্যু : ০২ হি.) প্রণীত একটি মৌলিক গ্রন্থ। এর ভাষ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি নিজেই *নুযহাতুন নাযার* নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটি ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা এবং ১৩০১ ও ১৩০৮ হিজরীতে মিসর থেকে *মুহাম্মাদ আল-বায়কূনীর রিসালাহসহ* প্রকাশিত হয়।[২৪৩]

---

২৩৯. হাকেম নাইশাপুরী, *কিতাবু মা'রিফাতি উলূমিল হাদীস,* সম্পাদনাঃ সৈয়দ মুয়াজ্জম হোসাইন (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুত-তিজারী, তাবি), পৃ. ২।

২৪০. ইমাম নববী, *তাদরীবুর রাবী,* প্রথম খণ্ড (লাহোরঃ দারু নাশরিল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ৩২-৩৩।

২৪১. *কিতাবু মা'রিফাতি 'উলূমিল হাদীস,* পৃ.৮।

২৪২. আহমাদ শাকির, *আল-বা'য়িছুল হাছীছ শারহু ইখতিছারি 'উলূমিল হাদীস* (রিয়াদঃ দারুস-সালাম, ১৯৯৪ খ্রী./ ১৪১৪ হিঃ), পৃ. ১৭-১৮।

২৪৩. *কিতাবু মা'রিফাতি 'উলূমিল হাদীস,* পৃ. ৮।

৭. জামি'উল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল (جامع الأصول فى أحاديث الرسول)

এটি ইবনুল আছীর আল-জাযারী (মৃত্যু: ৬০৬ হি.) কর্তৃক প্রণীত একটি মূল্যবান হাদীস গ্রন্থ। গ্রন্থকার এ গ্রন্থের প্রথমাংশে হাদীস অভিজ্ঞানের মূলনীতি সহ *'ইলমুল-জারাহ ওয়াত-তা'দীল* ও *'ইলমুর রিজাল* বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বিষয় ভিত্তিক হাদীস সংকলন করেন।[২৪৪]

৮. আল-কিফায়া ফী 'ইলমির রিওয়াইয়াহ (الكفاية فى علم الرواية)

খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৬৩ হি.) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এতে হাদীসের মূলনীতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেছেন। আলেপ্পোর 'উসমানিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরী, দামিস্কের যাহিরিয়া লাইব্রেরী, মিসরের সুলতানিয়া এবং দক্ষিণ হায়দারাবাদের *আল-খাযানাতুল-আসফিয়াহ* লাইব্রেরীতে এর অনেক পাণ্ডুলিপি রয়েছে।[২৪৫]

৯. নাযমুদ দুরার ফী 'ইলমিল আছার (نظم الدرر فى علم الأثر)

এটি যাইনুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃত্যু: ৮০৬ হি.) রচনা করেন। এটি *আলফিইয়াহ্ আল-'ইরাকী* নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি এতে হাদীসের মূলনীতিগুলো ছন্দাকারে বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন, এটি ইবনুস-সালাহ্র গ্রন্থের ছন্দরূপ। অনেক হাদীসবেত্তা এর ভাষ্য লিখেছেন।[২৪৬]

১০. 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুস্তালাহুহ (علوم الحديث ومصطلحه)

গ্রন্থটি লেবানন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. সুবহী সালিহ প্রণয়ন করেন। এটি *উসূলুল হাদীসের* বৃহৎ গ্রন্থ। এতে হাদীসের মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটি ১৯৫৯ সালে দারুল-'ইলম, বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়।[২৪৭]

১১. তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস (تيسير مصطلح الحديث)

এটি সৌদী আরবের *ইমাম মুহাম্মাদ ইবন স'য়ূদ আল ইসলামিয়্যাহ*

---

২৪৪. ইবনুল আছীর আল-জাযারী, *জামি'উল উসূল,* সম্পাদনা: মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাকী, ১ম খণ্ড (সৌদী আরাব: দারুল ইফতা, ১৯৯৫ খ্রী.) পৃ. ৫।

২৪৫. *কিতাবু মা'রিফাতি উলূমিল হাদীস,* পৃ. كب।

২৪৬. *প্রাগুক্ত,* পৃ. يو।

২৪৭. *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহ,* পৃ. ك-ي।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মাহমুদ তহ্হান রচিত মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে খবর ও এর প্রকারভেদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে *'ইলমুল জারাহ্ ওয়াত-তা'দীল*, তৃতীয় অধ্যায়ে *রিওয়ায়াত* ও এর মূলনীতি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সনদ ও হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিচয় আধুনিক পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।[২৪৮]

১২. কাওয়া'ইদুত তাহদীছ (قواعد التحديث)

এটি মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল কাসিমী (মৃত্যুঃ ১৩৩২ হি.) রচিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার এ গ্রন্থকে ভূমিকা, উপসংহার সহ মোট দশটি অধ্যায়ে অভিনব পদ্ধতিতে সাজিয়েছেন। মিসরের *দারু ইহইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ* থেকে ১৯৬১ খ্রী:/১৩৮০ হিজরীতে গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[২৪৯]

১৩. কাওয়া'ইদ ফী 'উলূমিল হাদীস (قواعد فى علوم الحديث)

এটি যা'ফর আহমাদ থানবী প্রণীত একটি তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ। প্রথমে এটি *ই'লাউস সুনান* গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে শায়খ 'আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহর সম্পাদনায় এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করে।[২৫০]

১৪. আল-হাদীসুন নববী মুস্তালাহু ওয়া বালাগাতুহু (الحديث النبوى مصطلحه و بلاغته)

গ্রন্থটি ড. মুহাম্মাদ আস সাব্বাগ রচনা করেন। এটি *উসূলুল-হাদীসের* অত্যাধুনিক গ্রন্থ, যা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। **প্রথম অধ্যায়ে** হাদীস সম্পর্কিত প্রাচ্যবিদদের উত্থাপিত বিতর্ক, ইসলামী শরীআতে সুন্নাহর স্থান এবং হাদীস সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** হাদীসের আলংকারিক দিক, আরবী ভাষা সাহিত্যে সুন্নাহর মর্যাদা ও স্থান এবং আরবী ব্যাকরণে এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা স্থান পেয়েছে।[২৫১] গ্রন্থটি বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি আধুনিক যুগে হাদীসের মুলনীতি অভিজ্ঞানের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ।

---

২৪৮. *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস*, পৃ. ৪-৫।

২৪৯. মুহাম্মদ জামালুদ্দীনি আল-কাসিমী, *কাওয়ায়িদুত তাহদীছ* (মিসরঃ 'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৬১ খ্রী.), পৃ. ৩৬।

২৫০. *মুকাদ্দামাতুশ শায়খ*, পৃ. ২২।

২৫১. ড. আস-সাববাগ, *আল-হাদীসুন নববী* (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮২ খ্রী.), পৃ. ৫-৭।

১৫. মানহাজুন নাক্‌দ ফী 'উলূমিল হাদীস (منهج النقد فى علوم الحديث)

এটি দামিস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের তাফসীর ও হাদীস বিভাগের প্রফেসর ড. নুরুদ্দীন 'আত্‌র প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ে** হাদীসের পরিভাষা এবং **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** রাবীদের শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** *ইলমু রিওয়াইয়াতিল-হাদীস* সম্পর্কিত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। **চতুর্থ অধ্যায়ে** হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ এবং **পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে** *সনদ ও মতন* সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।[২৫২]

উল্লেখিত গ্রন্থাবলী হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞান সম্পর্কিত মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত এ বিষয়ে আরও অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থসমূহ এ অভিজ্ঞানকে একটি ভিন্ন শাস্ত্রের রূপদান করেছে। হাদীস বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, সাধনার বিনিময়ে হাদীস সংকলনোত্তর ও তৎপরবর্তী যুগে এ শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ফলে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার দ্বার উদঘাটিত হয়। সাম্প্রতিক এ অভিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উপর এমন নতুন নতুন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে, যা এ শাস্ত্রকে পূর্ণতার শীর্ষমার্গে নিয়ে যেতে সহায়তা করছে।

৭. হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান

হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বলতে '*ইলমুল জারাহ্ ওয়াত তা'দীল*কে বুঝানো হয়েছে। আরবী অভিধানে الجرح শব্দটি إسم مصدر। এর আভিধানিক অর্থ হল, ক্ষত, আঘাত। শব্দটি جُرْحٌ এবং جَرْحٌ উভয়ভাবে পড়া যায়। جرح -এর জীম অক্ষরে যবর দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে, রসনার আঘাত। আর জীম অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে, অস্ত্রের আঘাত।[২৫৩] কিন্তু আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি সমঅর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কবির কবিতা:

جراحات السنان لها التيام * ولا يلتام ما جرح اللسان

'দাঁতের আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত নিরাময় করা যায়, কিন্তু কথার আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত নিরাময় যোগ্য নয়।'

আর تعديل শব্দটি باب تفعيل এর مصدر। এটি আরবী অভিধানে সুবিচার,

---

২৫২. *মানহাজুন নাক্‌দ ফী 'উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৫-২০।
২৫৩. ইবনুল মানযূর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু সাদির, তাবি), পৃ. ৪২২-৪২৩।

ত্রুটিমুক্ত করা, আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা, সমতা বিধান করা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২৫৪]

হাদীসের মূলনীতি অভিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি এমন এক নিয়ম পদ্ধতির নাম, যার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত গুণাগুণ ও দোষ-ত্রুটি বিশেষ পরিভাষায় বর্ণনা করা হয়।[২৫৫] হাজী খলীফা الجرح والتعديل -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بالفاظ مخصوصة

'এটি এমন এক বিদ্যার নাম, যাতে বিশেষ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণ আলোচিত হয়।'[২৫৬] এ প্রসংগে ড. সুবহী সালিহ্-এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অধিক স্পষ্ট বলে মনে হয়। তিনি বলেন:

علم الجرح والتعديل هو علم يبحث عن الرواة من حيث ماورد فى شانهم مما يشينهم ويزكيهم بالفاظ مخصوصة

'নির্দিষ্ট শব্দাবলী দ্বারা বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি ও দোষ-মুক্ত হওয়া সম্পর্কে যে বিদ্যা আলোচনা করে থাকে, তাকে علم الجرح والتعديل বলে।'[২৫৭]

হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান 'উলূমুল-হাদীসের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ড. তাকীউদ্দীন নদবী এর গুরুত্ব অনুধাবন করে একে হাদীস শাস্ত্রের সুউচ্চ সিঁড়ি বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৫৮] ড. সুবহী সালিহ্ এ বিষয়ে হাকেম নায়শাপুরীর একটি মূল্যবান উক্তি নকল করে বলেন, هو ثمرة هذا العلم والمرقات الكبيرة منه 'এটিই হল এ বিদ্যার সার নির্যাস এবং বড় সিঁড়ি।'[২৫৯]

সহীহ্ হাদীসকে দুর্বল হাদীস থেকে এবং *মাকবূল* হাদীসকে *মারদূদ* থেকে পৃথক করণের ব্যাপারে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। 'আলিমগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা,

---

২৫৪. *প্রাগুক্ত*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৩০-৪৩৫।

২৫৫. ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, (লক্ষ্ণৌ: মাকতাবাতুল ফিরদৌস, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ১২৫-১২৬।

২৫৬. হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি), পৃ. ৩৯০-৩৯১।

২৫৭. *'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*, পৃ. ১০৯।

২৫৮. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ১২৬।

২৫৯. *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*, পৃ. ১০৯।

দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা বৈধ বলে মনে করেন। ইমাম নববী বলেন, প্রয়োজনে হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা শুধু বৈধই নয় বরং ওয়াজিব। এ বিষয়ে 'আলিমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২৬০] সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতার জন্য যেমন সাক্ষ্যদাতার দোষ-গুণ পর্যালোচনা করা বৈধ তদ্রূপ হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার জন্য তার বর্ণনার দোষ-গুণ সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করাও বৈধ।. আর এ সমালোচনা শুধুমাত্র শরী'আতকে রক্ষার জন্যই, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

মুহাদ্দিসগণ *জারাহ* ও *তা'দীলের* বৈধতা প্রমাণ করতে গিয়ে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীকে তাঁরা বলিষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[২৬১]

"হে ইমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ পরিবেশন করে, তবে তা তোমারা যাচাই কর। যাতে অজ্ঞতা বশত: কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত না হও।"

উপরিউক্ত আয়াতে সংবাদ পরিবেশনকারীকে যাচাই ছাড়া তার পরিবেশিত সংবাদ গ্রহণ না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশ ছাড়াও হাদীস থেকে এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা ফাতিমা বিনত কায়স রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মু'আবিয়া (রা) ও আবূ জাহম (রা) নামক দু'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা উভয়ই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه و أما معاوية فصعلوق لا مال له

'আবূ জাহম তার স্কন্ধ থেকে লাঠি রাখেনা এবং মু'আবিয়া সে তো নিঃস্ব, তার কোন সম্পদ নেই।'[২৬২]

---

২৬০. আন-নববী, *রিয়াদুস সালিহীন* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ৮৪।

২৬১. সূরাহ্ হুজরাত: ৬।

২৬২. ইবন হিব্বান, *কিতাবুল মাজরুহীন,* ১ম খণ্ড (আলেপ্পো, ১৩৯৬ হি:), পৃ. ১৮।

হাদীসটি *জারাহ* ও *তা'দীলের* বৈধতা প্রমাণের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাহাবীগণ এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। হাকেম নায়শাপুরী বলেন, 'হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন, আবূ বকর (রা.), 'উমার (রা.), 'আলী (রা.), যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) প্রমুখ। তাঁরা হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা নিয়ে বর্ণনাকারীদের সমালোচনাও করেছেন।'[২৬৩] এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা প্রসিদ্ধতা লাভ করেছেন তাঁরা হলেন, ইবন আব্বাস (মৃত্যুঃ ৬৮ হি.), 'উবাদাহ ইবনুস সামিত, (মৃত্যুঃ ৩৪ হি.) আনাস ইবন মালিক (মৃত্যুঃ ৯৩ হি.) প্রমুখ। সাহাবীদের পরবর্তী তাবি'ঈদের যুগে হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁরা হলেন, ইবন সীরীন (মৃত্যুঃ ১১০ হি.) সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিাব (মৃত্যুঃ ৯০ হি.) প্রমুখ। অতঃপর দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তাবি'ঈদের শেষ যুগে এ বিষয়ে যাঁরা গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন, ইমাম আবূ হানীফা (মৃত্যুঃ ১৫০ হি.), আল আ'মাশ (মৃত্যুঃ ১৪৮ হি.), আল আওযায়ী (মৃত্যুঃ ১৫৬ হি.), ইবনুল মুবারক (মৃত্যুঃ ১৮১ হি.), ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান (মৃত্যুঃ ১৮৯ হি.), হাম্মাদ (মৃত্যুঃ ১৯৭ হি.) ইয়াযীদ ইবন হারূন (মৃত্যুঃ ২০৬ হি.), আবূ দাউদ আত তায়ালিসী (মৃত্যুঃ ২০৪ হি.), 'আব্দুর রাযযাক ইবন হাম্মাম (মৃত্যুঃ ২১১ হি.) প্রমুখ।[২৬৪] এ সকল বিদগ্ধ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁদের মহান প্রচেষ্টার ফলে হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান একটি নতুন শাস্ত্র হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ শুরু হয়। হাফিয আয্ যাহাবী এ প্রসংগে লিখেছেন যে, হাদীসের হাফিযগণ হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম যিনি গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি হলেন ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'ঈদ আল কাত্তান। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমি তার মত কোন অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি।'[২৬৫]

৮. হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী

এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

---

২৬৩. *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, পৃ. ১৩৯।

২৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৪৫।

২৬৫. আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ১ম খণ্ড (আলেপ্পো, ১৯৬৩ খ্রী.), পৃ. ২।

১. কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (كتاب الضعفاء والمتروكين)

এ গ্রন্থে ইমাম বুখারী হাদীছ বর্ণনাকারী দুর্বল ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে নামের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুযায়ী সাজানো হয়েছে। গ্রন্থটি ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে তাঁর অন্যতম শাগরেদ আবূ বিশর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-দুলাবী, আবূ জা'ফর শায়খ ইবন সা'ঈদ এবং আদম ইবন মূসা আল-হাওয়ারী প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে ইমাম বুখারীর (রহ.) দুটি গ্রন্থ রয়েছে। একটি كتاب الضعفاء الكبير । অপরটি كتاب الضعفاء الصغير ; কিন্তু كتاب الضعفاء الكبير গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে কিনা তা জানা যায় না। আর كتاب الضعفاء الصغير তাঁর التاريخ الصغير এর সাথে ১৩২৩ হিজরীতে ভারতের হায়দ্রাবাদের হাজারিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

২. কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (كتاب الضعفاء والمتروكين)

এটি ইমাম নাসাঈ (মৃত্যুঃ ৩০৩ হি.) প্রণয়ন করেন। এটি হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যে সমস্ত হাদীস বর্ণনাকারী স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে খুবই দুর্বল এবং যারা হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে অনুসৃত শর্তাবলীর আওতাভুক্ত নন তাঁদের নাম ও পরিচয় এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী বর্ণমালার ক্রমধারা অনুযায়ী এ গ্রন্থে উল্লেখিত রাবীগণের নাম সাজানো হয়েছে। এতে ৬৭৫ জন দুর্বল রাবী সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি ১৩২৫ হিজরীতে ভারতের এলাহাবাদ থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

৩. কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (كتاب الضعفاء والمتروكين)

এটি ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী (মৃত্যুঃ ৩৮৫ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থকার এতে দুর্বল ও পরিত্যাজ্য হাদীস বর্ণনাকারী সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। দামিস্কের *যাহিরিয়াহ* এবং *আয়া সুফিয়া* মাকতাবায় এর হস্তলিখিত কপি সংরক্ষিত আছে।

৪. কিতাবুল জারাহি ওয়াত তা'দীল (كتاب الجرح والتعديل)

এটি আবূ হাতিম ইবন হিব্বান আল-বুসতী সংকলন করেন। এ গ্রন্থে ছিকাহ্ রাবীর পাশাপাশি অপরিচিত অনেক রাবীর বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তিনি এতে অপরিচিত ও সমালোচিত বর্ণনাকারীগণের জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করে তাদের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তারপর ছিকাহ্ রাবীর বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

৫. লিসানুল মীযান (لسان الميزان)

এটি হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী কর্তৃক রচিত হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ক এক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। এ বিষয়ে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও অনবদ্য গ্রন্থ। মুহাদ্দিসগণ মনে করেন যে, এ গ্রন্থের অনুরূপ আজও দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। গ্রন্থটি ১৩২৯ হিজরীতে ভারতের হায়দারাবাদ থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর বৈরুতের দারুল ফিকর থেকে ৭ খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

৬. মীযানুল ই'তিদাল (ميزان الاعتدال)

এর রচয়িতা হলেন, হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত্যুঃ ৭৪৫ হি.)। এটি হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি রচনায় আয-যাহাবী বিখ্যাত হাফিযে হাদীস ইবনু 'আদীর *আল-কামিল* গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। এতে দুর্বল বর্ণনাকারীর জীবনী আলোচনার পাশাপাশি কিছু ছিকাহ রাবীর সমালোচনা স্থান পেয়েছে। আরবী বর্ণমালার ক্রমধারা অনুযায়ী গ্রন্থটি বিন্যস্ত। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে মুদ্রিত হয়েছে। সম্প্রতি বৈরুতের দারুল-ফিকর প্রকাশনা থেকে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৭. কিতাবুদ দু'আফা (كتاب الضعفاء)

এটি ইবনুল জাওযী (মৃত্যুঃ ৫৯৭ হি.) রচনা করেন। এটি একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। হাফিয শামসুদ্দদীন আয-যাহাবী গ্রন্থটির সংক্ষেপ করেছেন এবং এর একটি পরিশিষ্টও লিখেছেন।

৯. জাল হাদীস প্রতিরোধ

জাল হাদীসের পরিচয়

উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় জাল হাদীসকে الحديث الموضوع বলা হয়ে থাকে। আরবী অভিধানে موضوع শব্দটি وضع থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো, তৈরী করা, গোড়াপত্তন, বাদ দেয়া ও কোন কিছুকে ম্লান করা ইত্যাদি।[২৬৬] হাফিয ইবনুস সালাহ্ বলেন,

الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع[২৬৭]

---

২৬৬. *লিসানুল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪১।
২৬৭. ইবনু ইরাক, *তানযীহুশ শরীয়াহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫;

'মাওদু' ঐ হাদীসকে বলা হয়, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বানোয়াট বা জাল করা হয়েছে।'

আবূ হাম্মাম মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল-বায়দানী জাল হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

الكلام الذى اختلقه بعض الناس ونسبه إلى النبى صلى الله عليه و سلم

'অসাধু লোকের মিথ্যা বাণী রচনা করে তা রাসূলের প্রতি সম্পর্ক যুক্ত করাকে জাল হাদীস বলা হয়।'[২৬৮]

উদ্ভব

হাদীসের ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে, হিজরী ৪০ সালে জাল হাদীস রচনার একটি চিহ্নিত সীমারেখা। এ সালে হাদীস শাস্ত্রের পরিমণ্ডলে বনোয়াট ও জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অভ্যন্তরীণ হাতিয়ার হিসেবে হাদীসকে ব্যবহার করার প্রবণতা শুরু হয়।[২৬৯] হযরত 'আলী (রা.) ও হযরত মু'আবিয়ার (রা.) মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ মুসলিম মিল্লাতে বিভক্তি সৃষ্টি করে। এতে মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক অংগনে এক অস্থিরতা বিরাজ করে। সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম জনতা হযরত 'আলীর (রা.) পক্ষে অবস্থান নেয়। আর উমাইয়া বংশীয় লোকেরা হযরত মু'আবিয়ার (রা.) পক্ষ অবলম্বন করে। এসময় উদ্ভব হয় খারিজী সম্প্রদায়ের।[২৭০] তারা প্রথমে হযরত 'আলীর (রা.) একান্ত সমর্থক ছিল। পরবর্তীতে তারা খিলাফত প্রশ্নে 'আলী (রা.) ও 'মুআবিয়া (রা) বিরোধী হয়ে উঠে। এরই জের হিসেবে হযরত 'আলীর (রা.) নির্মম শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। তাঁর শাহাদাতের পর উমাইয়্যা খিলাফাতকালে *আহ্লে বায়ত* খিলাফাতের হকদার বলে দাবি জানায় এবং তারা উমাইয়্যা খিলাফাতের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। এভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলী শিশাঢালা প্রাচীরের মত সুদৃঢ় মুসলিম ঐক্যকে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করে।[২৭১] এই প্রত্যেকটি দল

---

২৬৮. আল-বায়দানী, *'ইলমু মুস্তালাহিল হাদীস* (কায়রো: দারুল ইমাম আহমাদ, ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ৯১।

২৬৯. *আস সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরী'ঈল ইসলামী*, পৃ.৯১।

২৭০. ড. মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খতীব, *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয ফী 'উলূমিল হাদীস* (বৈরুত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ২৫০।

২৭১. *আস সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরী'ঈল ইসলামী*, পৃ; ৯১-৯২; *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয ফী 'উলূমিল হাদীস*, পৃ. ২৫০।

উপদল নিজ নিজ চিন্তাধারাকে কুরআন ও সুন্নাহ্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু দু:খের বিষয়, তারা নিজ নিজ সব মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের সমর্থন পেতে সক্ষম না হয়ে মিথ্যা হাদীস বানানোর আশ্রয় নেয়। কুরআন মুসহাফে লিপিবদ্ধ থাকার কারণে তারা এতে মিশ্রণ করতে সক্ষম হয়নি। হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলিত না থাকায় তারা কৃত্রিম হাদীস বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এভাবে মওযূ' হাদীসের গোড়া পত্তন হয়।[২৭২]

জাল হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের উদ্যোগ গ্রহণ

সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রকে জালকরণ ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুহাদ্দিসগণ যে ভূমিকা রেখেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। কাল পরিক্রমায় তাঁদের এই মহান উদ্দ্যোগ অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির জন্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মুসলিম উম্মাহ্র জন্য চিরকালীন গৌরব ও অহংকারের বিষয়। জাল হাদীস থেকে সহীহ্ হাদীস আলাদাকরণ এবং যাচাই বাছাইয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. হাদীস বর্ণনায় সনদের আবশ্যকতা

মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনায় সনদের ব্যবহারকে অত্যাবশ্যক করেন। হাদীস বর্ণনার এই রীতিকে তাঁরা দ্বীনের অংশ হিসেবে ধার্য করেন। সাহাবীগণের যুগের শেষ দিকে এই রীতি কঠোর ভাবে প্রযুক্ত হয়। এ মর্মে ইবনু 'আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,[২৭৩]

إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتدرته أبصارنا و أصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب و الذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف

'আমরা যখনই কোন ব্যক্তিকে বলতে শুনতাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তখনই আমাদের দৃষ্টি তার প্রতি পড়তো এবং কান লাগিয়ে মনযোগ সহকারে তার কথা শুনতাম। অতঃপর লোকেরা যখন চড়াই-উতরাইয়ে আরোহণ করলো তখন আমরা যা কিছু জানি তাছাড়া আর কিছুই তাদের থেকে গ্রহণ করিনি।'

---

২৭২. ড. আবদুল মা'বুদ, *সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ্* (ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খ্রী.) পৃ. ১০৮

২৭৩. *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয ফী 'উলূমিল হাদীস*, পৃ. ২৫১; *আস সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরী'ঈল ইসলামী*, পৃ. ৯১।

অতঃপর মিথ্যা যখন ছড়িয়ে পড়লো তখন তাবি'ঈনগণ হাদীছের সনদ চাইতে লাগলেন। আবুল 'আলিয়া বলতেন,[২৭৪]

كنا نسمع الحديث من الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم.

'আমরা সাহাবীদের সূত্রে হাদীস শুনতাম, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে বাহনের পিঠে চড়ে তাঁদের নিকট চলে যেতাম এবং তাঁদের মুখ থেকেই তা আবার শুনতাম।'

২. কঠোরভাবে হাদীসের বিশ্বস্ততা যাচাই

সাহাবী ও তাবি'ঈযুগে হাদীস চর্চার উর্বর ক্ষেত্র গড়ে উঠে। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পর সাহাবীগণ ইসলামের আলো নিয়ে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সেসব অঞ্চলে হাদীস চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। যখন মিথ্যার ব্যাপকতা শুরু হলো তখন হাদীস শোনামাত্রই লোকেরা সাহাবীগণের শরণাপন্ন হতে লাগলো। শ্রুত হাদীস কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা তা তারা সাহাবীদের কাছ থেকে সত্যায়ন করে নিত। এরূপভাবে কনিষ্ঠ তাবি'ঈ বয়োজেষ্ঠ্য তাবি'ঈ থেকে, তাবি' তাবি'ঈ তাবি'ঈ থেকে হাদীসের সত্যতা যাচাই করে নিতেন। তাবি'ঈ পরবর্তী যুগে জ্ঞানীদের মধ্যে হাদীস মুখস্থ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। হাদীসের ইমামগণ বিপুল পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করতে লাগলেন। এ পর্যায়ে তারা সহীহ্, দুর্বল এমনকি জাল হাদীসও মুখস্থ করেন, যাতে করে বিশুদ্ধতা নিরূপণে সংশয়ের সৃষ্টি না হয়। এ প্রসংগে সুফইয়ান ছাওরী বলেন,[২৭৫]

إني لأروى الحديث على ثلاثة أوجه أسمع الحديث من الرجل اتخذه دينا و أسمع من الرجل أقف حديثه و أسمع من الرجل لا أعبا بحديثه و أحب معرفته.

'আমি তিনভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করেছি। আমি এমন বর্ণনাকারী থেকে হাদীস শ্রবণ করি, যার হাদীসকে আমি দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছি; এমন বর্ণনাকারী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছি, যার হাদীসের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছি এবং এমন বর্ণনাকারীর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছি, যার হাদীসে আমি সন্তুষ্ট না হয়ে তা জানার আগ্রহ প্রকাশ করি।'

---

২৭৪. *প্রাগুক্ত*।

২৭৫. *আল কিফায়াহ্*, পৃ.৪০২।

৩. মিথ্যাবাদীদের হাদীস বর্জন

সমাজে যে সমস্ত বর্ণনাকারীদের নামে মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস প্রচলিত আছে চাই সে সামান্য মিথ্যাচারী হোক, মুহাদ্দিসগণ এরূপ ব্যক্তির হাদীস বর্জন করেন। আবুল মুযাফ্ফর আস-সাম'আনী লিখেছেন, যে একটিমাত্র হাদীসে মিথ্যা বলেছে তার বর্ণিত পূর্ববর্তী সকল হাদীস পরিত্যক্ত হবে। মিথ্যাচারী, কল্পকাহিনী বর্ণনাকারী ও উদ্ভট গল্পকারীদের থেকে কোন প্রকার হাদীস গ্রহণ করা যাবেনা। এ মর্মে মুহাদ্দিসগণ সমাজে গণসচেতনাবোধের সৃষ্টি করেন। মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মিথ্যাচারী ও কাহিনী বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কঠোর ছিলেন, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (মৃত্যু: ১৬০হি.), সুফইয়ান ছাওরী (মৃত্যু: ১৯৮ হি.), ইবনুল মুবারক (মৃত্যু: ১৮১ হি.), আবদুর রহমান মাহ্দী (মৃত্যু: ১৯৮হি.) প্রমুখ।[২৭৬]

৪. বর্ণনাকারীদের চরিত্র বিশ্লেষণ

মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীসের মুলোৎপাটন করার জন্য বর্ণনাকারীদের চরিত্র বিশ্লেষণের কাজে হাত দেন। তাদের জীবন, জন্ম-মৃত্যু, ব্যবহারিক আচার আচরণ এবং সমাজে তাদের বিচরণ কেমন ছিল ইত্যাদি বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল রাবীর বর্ণনা গ্রহণ ও বর্জন স্থগিত রাখতে হবে তারা বিভিন্ন শ্রেণীর। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শ্রেণী উল্লেখ করা হলো :

ক. যে সকল বর্ণনাকারীর অভিযুক্ত হওয়া ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মতপার্থক্য আছে।

খ. যাদের বর্ণনায় ভুলের পরিমাণ বেশি ধরা পড়েছে এবং যাদের বর্ণনা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইমামগণের মতবিরোধ বিদ্যমান।

গ. যার বিস্মৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. শেষ জীবনে যার বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা দিয়েছে।

ঙ. যার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে।

চ. যিনি কোন কিছু বাছ-বিচার না করে বিশ্বস্ত ও দুর্বল (সিকাহ ও দ'ঈফ) উভয়ের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২৭৭]

---

২৭৬. *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয ফী 'উলূমিল হাদীস, পৃ.২৬৬।*

২৭৭. ড. আবদু মা'বুদ, *সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ্, পৃ.১৩৮-১৩৯।*

মুহাদ্দিসগণের উল্লেখিত উদ্যোগের ফলে হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৫. সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবন

মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীস সনাক্তকরণের জন্য হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁরা হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে হাদীসকে তিনভাগে ভাগ করেন। যথা, সহীহ, হাসান ও দ'ঈফ। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে হাদীস বিশারদগণ 'হাসান' নামে হাদীসের কোন পরিভাষা ব্যবহার করেননি। পরবর্তীতে ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারীর (রহ.) যুগে এ পরিভাষাটি চালু হয়। এরপর থেকে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস সহীহ ও দ'ঈফ- এ দু'প্রকারেই বিভক্ত ছিল।[২৭৮]

১০. জাল হাদীস বিষয়ক রচনাবলী

মুহাদ্দিসগণের উপরিউক্ত উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে গোড়াপত্তন হয় রিজাল শাস্ত্রের ও হাদীস সমালোচনা অভিজ্ঞানের। সাথে সাথে মাওদূ হাদীস নিয়ে আলাদা সংকলন তৈরী করার প্রয়াস চলে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে এ বিষয়ে প্রায় তিনশ'র উর্ধ্বে প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে এ বিষয়ে অনেক নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে যা ভবিষ্যতে এ শাস্ত্রের পূর্ণতা দান করবে। নিম্নে জাল হাদীস নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

১. তাযকিরাতুল মাওদূ'আত (تذكرة الموضوعات)

এটি হাফিয আবূল ফদল মুহাম্মাদ ইবন তাহির আল মাকদিসী (মৃত্যু: ৫০৭ হি.) রচনা করেন।[২৭৯] তিনি গ্রন্থটিতে অক্ষরের ক্রমধারা অনুযায়ী জাল হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস বিষয়ে ইমামগণের সমালোচনা বিধৃত করেছেন। গ্রন্থটি ১৩২৩ খ্রীস্টাব্দে সর্ব প্রথম মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।[২৮০]

২. আল মাওদূ'আত আল-কুবরা (الموضوعات الكبرى)

এটি ইবনুল জাওযী (মৃত্যু: ৫৯৭ হি.) সংকলন করেন। এটি জাল হাদীস বিষয়ক সর্ববৃহৎ গ্রন্থ যা চার খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থাকার এতে জাল হাদীস

---

২৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

২৭৯. *আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ্*, পৃ. ১২৪।

২৮০. *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয*, পৃ. ২৭৪।

উৎকলনের পর উক্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।[২৮১]

৩. আল-বা'য়িছু 'আলাল খাল্লাস মিন হাওয়াদিসিল কাসসাস (الباعث على الخلاص من حوادث القصاص) :

এটি হাফিয যায়নুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃত্যুঃ ৮০৬ হি.) সংকলন করেন। গ্রন্থটি আস-সুয়ূতী সংক্ষিপ্ত করে নাম দেন تحذير الخواص من اكاذيب القصاص । ইমাম সুয়ূতী কর্তৃক গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত রূপ ১৩৫১ হিজরীতে মিসরে প্রকাশিত হয়।[২৮২]

৪. আল-লায়ালী আল মাসনূ'আহ্ ফী আহাদীসিল মাওদূ'আহ্ (اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة)

এটি জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যুঃ ৯১১ হি.) সংকলন করেন।[২৮৩] এটি মাওদূ হাদীস বিষয়ক একটি উল্ল্যেখযোগ্য সংকলন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৫. তানযীহুশ্ শারী'আহ্ আল- মারফূ'আহ্ 'আনিল আখবারিশ্ শানী'আতিল মাওদূ'আহ্ (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة)

এটি আবূল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-কিনানী (মৃত্যুঃ ৯৬৫ হি.) সংকলন করেন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী যে সমস্ত মওদূ হাদীস উল্লেখ করেননি, তা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৭৮ হিজরীতে গ্রন্থটি দুই খণ্ডে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।[২৮৪]

৬. আল-মাসনূ' ফী মা'রিফাতিল হাদীসিল মাওদূ' (المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع)

এটি মুহাদ্দিস 'আলী আল-ক্বারী (মৃত্যুঃ ১০১৪ হি.) সংকলন করেন।এ গ্রন্থে শুধুমাত্র মাওদূ' হাদীসই উল্লেখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে শায়খ 'আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ এর সম্পাদনা করেন ও টিকা সংযোজন করেন।

---

২৮১. *আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ্*, পৃ. ১২৩।
২৮২. *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয*, পৃ. ২৭৪।
২৮৩. *আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ্*, পৃ. ১২৩।
২৮৪. *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয*, পৃ. ২৭৪।

গ্রন্থটি বৈরুতে মুওাস্সাতুর রিসালাহ্ থেকে ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২৮৫]

৭. **আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ফী আহাদীসিল মাওদূ'আহ্ (الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة)**

এটি কাযী আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ 'আলী আশ-শাওকানী (মৃত্যুঃ ১২৫৫ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থকার তাঁর পূর্বসূরী মুহাদ্দিসগণের সংকলন থেকে সাহায্য নিয়ে গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে মাওদূ হাদীস উল্লেখের পাশাপাশি কিছু সহীহ্ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে এটি মিসর থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[২৮৬]

৮. **আল-মাকাসিদুল হাসানাহ্ ফী বায়ানি কাছীরিম মিনাল-আহাদীসিল মুশতাহারাহ্ 'আলাল আলসিনাহ্ (المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة)**

এটি মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুর রহমান আস-সাখাবী (মৃত্যুঃ ৯০২ হি.) সংকলন করেন। গ্রন্থটি আরবী অক্ষরের ক্রমানুযায়ী সাজানো হয়েছে। এটি মাওদূ হাদীস বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।[২৮৭]

৯. **কাশফুল খাফা ও মুযীলুল ইলতিবাস 'আম্মা ইসতিহারা মিনাল-আহাদীস 'আলা আলসিনাতিন নাস (كشف الخلفاء و مزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)**

এটি শায়খ ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আল-আযালুনী মৃত্যুঃ ১১৬২ হি.) সংকলন করেন। আরবী বর্ণমালার ক্রমধারা অনুযায়ী গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। এটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত মাওদূ হাদীস বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংকলন। আলেপ্পোর আত-তুরাস আল-ইসলামী প্রকাশনালয় থেকে আহমাদ কাল্লাশ-এর সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া বৈরুতের মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্ থেকেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[২৮৮]

---

২৮৫. *প্রাগুক্ত*।
২৮৬. *প্রাগুক্ত*।
২৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫।
২৮৮. *প্রাগুক্ত*।

১১. 'ইলমু 'ইলালিল হাদীস

হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে 'ইলাল শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এটি এমন কিছু নীতিমালার সমষ্টি, যার মাধ্যমে হাদীসের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে। এটি উলূমুল হাদীসের একটি সূক্ষ্ম জ্ঞান শাখার নাম। এ বিষয়ে তিনিই কেবল পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারেন, যাঁকে আল্লাহ তীক্ষ্ণ মেধা, বিস্তৃত বোধশক্তি, হাদীস বর্ণনাকরীগণ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণী ক্ষমতা , ইসনাদ ও মতন সম্পর্কে পূর্ণাংগ বোধশক্তি দান করেছেন। এ শাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুহাম্মাদ 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী বলেন,[২৮৯]

هو عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه من وصل منقطع أو رفع موقوف أو إدخال حديث فى حديث أو نحو ذلك و كل هذا مما يقدح فى صحة الحديث

'যে বিদ্যা হাদীসের সনদে অন্তর্নিহিত অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও দোষণীয় কারণ, মুনকাতি'কে মুত্তাসিল, মারফু'কে মাওকূফ বানানো এবং এক হাদীসকে অন্য হাদীসের সাথে মিশ্রণ করা ইত্যাদি ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করে তাকে '*ইলালুল হাদীস* বলা হয়।'

ইমাম হাকেম নায়শাপুরীর মতে,[২৯০]

هو علم برأسه غير الصحيح و السقيم و الجرح و التعديل .... إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن الحديث المجروح ساقط واه و علة الحديث يكثر أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا.

'এটি সহীহ্, দুর্বল এবং হাদীস সমালোচনা কোন বিজ্ঞানের নাম নয়; বরং এটি এমন পদ্ধতিতে হাদীসের সুপ্ত ত্রুটি আলোচনা করে, যেখানে সমালোচনার কোন সুযোগ নেই। আর সমালোচিত হাদীস পরিত্যাজ্য। অধিকাংশ সময় হাদীসের 'ইল্লাত বা ত্রুটি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের হাদীসে পরিদৃষ্ট হয়। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ উক্ত হাদীসে এমন ত্রুটি রয়েছে যা তাঁদের নিকট অস্পষ্ট। তখন এই হাদীসকে মু'আল্লাল হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।'

---

২৮৯. *মিফতাহুস সুন্নাহ*, পৃ. ১৫৯।
২৯০. *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১১২, ১১৩।

মুহাদ্দিসগণ গবেষণা করে হাদীসের তিনটি স্থান বা ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন, যেখানে ত্রুটি নিহিত থাকতে পারে।[২৯১] যথা:

এক. সনদ: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাদীসের সনদে এই সুপ্ত ত্রুটি দেখা যায়। আর এই ত্রুটি মাওকূফ, ইরসাল ও ইনকিতা' জনিত কারণে হয়ে থাকে। যেমন البيعان بالخيار হাদীসটি ইয়া'লা ইবন 'উবায়দ আত-তানাফুসী, সুফইয়ান ছাওরী সূত্রে 'আমর ইবন দীনার থেকে, তিনি ইবন 'উমার থেকে তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটির এই সনদে একটি ত্রুটি নিহিত রয়েছে, তা হলো, ই'য়ালা সুফইয়ান সূত্রে হাদীস রিওয়ায়াত করেন তা সঠিক নয়; কিন্তু সুফইয়ান ছাওরীর যে সমস্ত শাগরিদ রয়েছেন, তাঁরা কেউই হাদীসটি 'আমর ইবন দীনার থেকে রিওয়ায়াত করেননি, বরং তাঁরা 'আব্দুল্লাহ্ ইবন দীনার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।[২৯২]

দুই : মতন বা মূলভাষ্যে ত্রুটি : এর উদাহরণ হলো,

إذا استيقظ أحدكم من منامه فيغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يجعلها فى الاناء فإنه لا يدرى أين باتت يده ثم ليغترف بيمينه من إنائه ثم ليصيب على شماله فليغسل مقعده.

উল্লেখিত হাদীসটি ইবরাহীম ইবন তাহ্মান হিশাম ইবন হাস্সান থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবন সীরীন থেকে তিনি আবূ হুরাইরা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। অপরদিকে সুহায়ল ইব্ন আবী সালিহ, স্বীয় পিতা থেকে তিনি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন হাদীসের ثم ليغترف بيمينه ...... الخ অংশটুকু ইব্রাহীম ইবন তাহমানের। তিনি এই কথাটি হাদীসের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন, যা শ্রোতার পক্ষে আলাদা করা সম্ভব নয়।[২৯৩] হাদীসে বর্ণনাকারীর এরূপ নিজস্ব উক্তি যুক্ত করাকে *ইদরাজ* বলা হয়। যদি সুনিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে, এই উক্তিটি বর্ণনাকারীর নিজের, যা হাদীসের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা, তাহলে তা 'ইল্লাত হিসেবে পরিগণিত হবে না।[২৯৪]

---

২৯১. ড. মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খতীব, *উসূলুল হাদীস*, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৬ খ্রী.), পৃ. ১৯১।

২৯২. তাদরীবুর রাবী, পৃ. ১৬৩

২৯৩. ইবনু আবী হাতিম রাযী, *'ইলালুল হাদীস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।

২৯৪. 'উজাজ আল-খাতীব, *উসূলুল হাদীস*, পৃ. ১৯১

তিন: সনদ ও মতন উভয়টি : সনদ ও মতন উভয়টিতে 'ইল্লাত হতে পারে। যেমন : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة و غيرها فقد أدرك। হাদীসটি বাকিয়া, ইউনূস থেকে তিনি যুহ্‌রী থেকে তিনি সালিম থেকে সালিম ইবন 'উমার থেকে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে রিওয়ায়াত করেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, হাদীসটির সনদ ও মতনে কিছু 'ইল্লাত ও ত্রুটি রয়েছে, তাহলো, হাদীসটি ইমাম যুহরী আবূ সালামাহ থেকে তিনি আবূ হুরাইরা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। অন্য কোন সনদে ইমাম যুহরী হাদীসটি বর্ণনা করেননি। অপরদিকে হাদীসটির মতন এরূপ নয়। মতনটি হবে من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها । পূর্ববর্তী মতনে صلاة الجمعة বাক্যটি রয়েছে, তা যুহ্‌রীর অন্য সনদে বর্ণিত হয়নি। ফলে হাদীসটির সনদ ও মতনে ব্যত্যয় ঘটেছে যা 'ইল্লাত হিসেবে ধরে নেয়া হবে।[২৯৫]

'ইলালুল হাদীস একটি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ 'ইলম বা জ্ঞান। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে একমাত্র হাদীস বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিতগণ সনদের অন্তর্নিহিত এরূপ ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। হাদীসের ইমামগণ এই শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানলাভ করার জন্য হাদীস বর্ণনার যাবতীয় পদ্ধতি যেমন, শায়খের সাথে সাক্ষাৎ, শ্রবণ, পারস্পরিক পর্যালোচনা ও মুখস্থকরণ এবং মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয় একত্রিত করে এ শাস্ত্রের মানদণ্ডে যাচাই করেন। কেননা এ পদ্ধতির মাধ্যমে দুর্বল, সহীহ্ হাদীস ও দ'ঈফ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব। তাই এ বিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। হাফিয ইবনুস সালাহ্ বলেন,

ان معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث و أدقها و أشرفها و إنما يضطلع بذلك أهل الحفظ و الخبرة و الفهم الثاقب[২৯৬]

'হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতির জ্ঞান 'উলূমুল হাদীসের এক গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম ও সম্মান জনক 'ইলম। যিনি প্রখর ধী-শক্তি, সুঅভিজ্ঞ এবং উজ্জ্বল বোধশক্তির অধিকারী, তিনিই এই বিষয়ে অবগতি লাভ করতে পারেন।'

১২. 'ইলাল বিষয়ক রচনাবলী

বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন হওয়ার কারণে এ সম্পর্কিত কম গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবুও এ বিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য।

---

২৯৫. আবূ হাতিম রাযী, *'ইলালুল হাদীস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২

২৯৬. *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ্*, পৃ. ৩৪।

১. **কিতাবু 'ইলালিল হাদীস (كتاب علل الحديث)**

এটি ইমাম দারাকুতনী রচনা করেন। এতে সনদ ও মতনে অস্পষ্ট ত্রুটি যুক্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর ১২টি খণ্ড মুদ্রিত হয়েছে এবং এর সমসংখ্যক খণ্ড এখনো মুদ্রিত হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।[২৯৭]

২. **কিতাবুল 'ইলাল (كتاب العلل)**

এটি বসরার মুহাদ্দিস আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-দাব্বী (মৃত্যু: ৩০৭ হি.) সংকলন করেন। এটি 'ইলমুল হাদীস বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে এর রচয়িতাকে 'ইলাল শাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম বলে মনে হয়। হাদীসের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ত্রুটি বিচ্যুতি এ গ্রন্থে দক্ষতার সাথে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে এটি প্রকাশিত। সম্প্রতি বৈরুতের দারুল ফিকর থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[২৯৮]

৩. **কিতাবু 'ইলালিল হাদীস (كتاب علل الحديث)**

এটি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃত্যু: ২৪১ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থকার এতে হাদীসের সূক্ষ্ম ত্রুটিগুলো চি‍হ্নিত করে সংশ্লিষ্ট হাদীস পর্যালোচনা করেছেন। দামিস্কের যাহিরিয়্যাহ্ লাইব্রেরীতে এর পাণ্ডুলিপি রয়েছে।[২৯৯]

৪. **'ইলালুল হাদীস (علل الحديث)**

এটি হাফিয 'আবদুর রহমান ইবন আবী হাতিম (মৃত্যু: ৩২৭ হি.) রচনা করেন। এটি 'ইলালুল হাদীস বিষয়ক একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৩৪৩ হিজরীতে মিসর থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৩০০]

৫. **আল 'ইলালুল মুতানাহিয়াহ ফিল আহাদীসিল ওয়াহিয়াহ্**

(العلل المتناهية فى الاحاديث الواهية)

এটি হাফিয ইবনুল জাওযী সংকলন করেন। গ্রন্থটি ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[৩০১]

---

২৯৭. *আর রিসলাতুল মুস্তাতরাফাহ্*, পৃ. ১২২।

২৯৮. *প্রাগুক্ত*।

২৯৯. ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খাতীব, *উসূলুল হাদীস*, পৃ. ১৯২।

৩০০. *প্রাগুক্ত*।

৩০১. *প্রাগুক্ত*।

৬. **কিতাবুল 'ইলাল (كتاب العلل)**

এর রচয়িতা হলেন ইমাম তিরমিযী (মৃত্যু: ২৭১ হি.) তিনি 'ইলাল বিষয়ে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। একটি *আল-'ইলালুল কুবরা* অপরটি *আল-'ইলালুস সুগরা*। ইমাম তিরমিযী গ্রন্থ দু'টিতে হাদীসের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ত্রুটিগুলো পারঙ্গমতার সাথে বিশ্লেষণ করেছেন।[৩০২]

১৩. মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীসের বিভাজন

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণের জন্য হাদীসসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। **এক. মাকবূল, দুই. মারদূদ।**

এক. মাকবূল

মাকবূল ঐ হাদীসকে বলা হয় যার বর্ণনাকরীর সত্যবাদিতা প্রাধান্য লাভ করে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, এরূপ হাদীসের উপর 'আমল করা ওয়াজিব এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। এ মাকবূল হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা: *সহীহ্, হাসান* ও *দ'ঈফ*। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে মুহাদ্দিসগণ *'হাসান'* নামে হাদীসের কোন পরিভাষা ব্যবহার করেননি। পরবর্তীতে ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারীর (রহ.) যুগে এ পরিভাষাটি চালু হয়। এরপর থেকে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস সহীহ ও দ'ঈফ-এ দু'প্রকারেই বিভক্ত ছিল। যা হোক উপরোক্ত তিন প্রকার (সহীহ, হাসান ও দ'ঈফ) হাদীছকে আরো বহু প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তবে হাদীস প্রধানতঃ দুই প্রকার: মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) ও মারদূদ (পরিত্যাজ্য)। 'মাকবূল' ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা প্রাধান্য লাভ করে। অধিকাংশ 'আলিমগণের মতে, এরূপ হাদীসের উপর 'আমল করা ওয়াজিব এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।[৩০৩]

মাকবূল হাদীসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা: সহীহ্ ও হাসান। আবার সহীহ্ ও হাসানকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন লিযাতিহি ও লিগাইরিহি। সুতরাং সামগ্রিকভাবে মাকবূল হাদীসের প্রকার দাঁড়ায় চারটি। যথা:

১. **সহীহ্ লি-যাতিহি:** যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল এবং বর্ণনাকারীগণ *'আদালত* ও *যাবতের* যাবতীয় গুণে গুণান্বিত, যা শায ও 'ইল্লাত থেকে

---

৩০২. *প্রাগুক্ত*।

৩০৩. *মুকাদ্দামাহ বুলুগিল মারাম*, পৃ. ৬; *মুকাদ্দামাতু ই'লাইস সুনান*, পৃ. ২৪।

মুক্ত, তাকে সহীহ লি-যাতিহি বলা হয়।[৩০৪] আল-খাত্তাবী সহীহ হাদীসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা উপরোক্ত সংজ্ঞার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয়। তাঁর মতে,

الصحيح ما اتصل سنده و عدلت نقلته

'যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল এবং বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।'[৩০৫]

ইমাম খাত্তাবী প্রদত্ত সংজ্ঞায় হাদীস বর্ণনাকারীকে যাবিত হওয়া এবং হাদীস *'ইল্লাত* ও *শায্* থেকে মুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, সহীহ হাদীসের সনদ যেমন *মুত্তাসিল* হওয়া প্রয়োজন তেমনি এর বর্ণনাকারীকে অবশ্যই *'আদিল* ও *যাবিত* হওয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে *শায* ও *ইল্লাত* থেকে উক্ত হাদীস মুক্ত হওয়াও জরুরী।[৩০৬]

২. হাসান লি-যাতিহি:

ঐ হাদীসকে *হাসান লি-যাতিহি* বলা হয়, যার সনদ *মুত্তাসিল*। তবে বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কম এবং তা শায ও 'ইল্লাত থেকে মুক্ত।[৩০৭] ইমাম তিরমিযীর মতে,

هو ما لايكون من إسناده متهم و لا يكون شاذا ويروى من غير وجه

'হাসান ঐ হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীসের সনদে অপবাদ প্রাপ্ত কোন বর্ণনাকারী নেই এবং হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা শায ও মু'য়াল্লাল নয়।'[৩০৮]

৩. সহীহ লি-গাইরিহি:

এটি *হাসান লি-গাইরিহির* অনুরূপ। বিভিন্ন সনদে এটি বর্ণিত হওয়ায় বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তির যে ত্রুটি ছিল তা পূর্ণতা লাভ করে। এ হাদীসকে *সহীহ লি-গাইরিহি* বলার কারণ হলো এই যে, এর মূল সনদে বিশুদ্ধতা অনুপস্থিত। তবে অন্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এর বিশুদ্ধতা পূর্ণতা লাভ করেছে।[৩০৯]

---

৩০৪. *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

৩০৫. আল-খাত্তাবী, *মাআ'লিমুস সুনান*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তাবি), পৃ. ১১।

৩০৬. *যাফরুল আমানী*, পৃ. ১২৮।

৩০৭. ড. মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খতীব, *উসূলুল হাদীস* (বৈরুত:দারুল ফিকর,২০০৬ খ্রী.),পৃ. ২১৯।

৩০৮. *শারহুন নুখবাতিল ফিকর*, পৃ.৮।

৩০৯. ড. 'উজাজ আল-খাতীব বলেন, هو الحديث الذى لم تتوفر فيه اعلى صفات القبول كان يكون راويه العدل غير تام الضبط দ্রষ্টব্য: *উসূলুল হাদীস* পৃ. ২০১; *যাফরুল আমানী*, পৃ. ২০৩-২০৫।

৪. হাসান লি-গাইরিহী

ঐ হাদীসকে *হাসান লি-গাইরিহী* বলা হয়, যার বর্ণনাসূত্র বিভিন্ন এবং বর্ণনাকারীর ফাসিকী অথবা মিথ্যাচারিতা এর দুর্বল হওয়ার কারণ নয়।[৩১০]

দুই. মারদূদঃ মারদূদ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সংবাদদাতার সত্যবাদিতা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয়। মুহাদ্দিসগণ *মারদূদ* হাদীসকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁদের কারো কারো মতে, এটি ৪০ ভাগে বিভক্ত। মূলতঃ মারদূদ হাদীসকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক. সনদের বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়ার দিক থেকে। দুই. বর্ণনাকারীর দোষ ত্রুটিতে অভিযুক্ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে।

এক. সনদে বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়ার দিক থেকে *মারদূদ* হাদীসকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. **মু'য়াল্লাকঃ** সনদের মধ্য হতে যদি কোন বর্ণনাকারী অপসারিত হয়, আর তা যদি সনদের প্রথম থেকেই বাদ পড়ে, চাই তা এক বা একাধিক বর্ণনাকারী হোক অথবা যদি সনদের সকল বর্ণনাকারী অপসারিত হয় এরূপ হাদীসকে *মু'য়াল্লাক* হাদীস বলা হয়।[৩১১] এরূপ হাদীস মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হবে।

২. **আল-মুরসালঃ** যে হাদীসের সনদের শেষ দিকে তাবি'ঈর পরে কোন বর্ণনাকারী তথা সাহাবী অপসারিত হয়, তাকে *মুরসাল* হাদীস বলা হয়।[৩১২] এরূপ হাদীস দুর্বল হিসেবে বিবেচিত। কেননা হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্তের প্রয়োজন তা এতে অনুপস্থিত। এজন্য অধিকাংশ মুহাদ্দিস এরূপ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.) ও ইমাম মালিকের (রহ.) মতে, মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন, ইরসালকারী ব্যক্তি কেবলমাত্র পূর্ণ বিশ্বস্ততার ভিত্তিতেই *ইরসাল* করে থাকেন। যদি হাদীসটি তাঁর নিকট সহীহ্ বলে বিবেচিত না হত, তাহলে তিনি ইরসাল করতেন না এবং قال رسول الله صلى الله عليه وسلم বলতেন না।[৩১৩]

৩. **আল-মু'দালঃ** ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী অপসারিত হয়েছে।[৩১৪] মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে

---

৩১০. *তায়সীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, পৃ. ৫১।

৩১১. মুফতী 'আমীমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার*, পৃ, ৩৭।

৩১২. *মানহাজুন নাক্দ*, পৃ, ৩৬৯।

৩১৩. *মুকাদ্দামতুশ শায়খ*, পৃ, ৪১।

৩১৪. *শারহুন নুখবাহ*, পৃ, ৫১।

মু'দাল হাদীস দুর্বল। সনদ থেকে বেশি সংখ্যক বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়ায় এটি মুরসাল এবং মুনকাতি' অপেক্ষা অধিক নিম্নতর।[৩১৫]

৪. **আল-মুনকাতি':** বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কারণে যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়, তাকে মুনকাতি' বলা হয়।[৩১৬] মুহাদ্দিসগণের মতে অপসারিত বর্ণনাকারী সম্পর্কে না জানার কারণে এরূপ হাদীস দুর্বল বলে গণ্য হবে। শরী'আতের কোন বিধি-নিষেধ প্রমাণের জন্য এ ধরনের হাদীসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

৫. **আল-মুদাল্লাস:** বর্ণনাকারী যে শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন তিনি তাঁর নাম উল্লেখ না করে উর্ধ্বতন কোন শায়খের নাম এমন ভাষায় বর্ণনা করেছেন, যা দ্বারা তাঁর হাদীস শ্রবণ করার ধারণা করা যায়। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়।[৩১৭] মুহাদ্দিসগণের মতে এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। সকল অবস্থায় এ ধরনের রিওয়ায়াত পরিত্যাজ্য হবে।[৩১৮]

দুই: বর্ণনাকারী দোষ ত্রুটিতে অভিযুক্ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে *মারদূদ* হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১. **আল-মাউদূ':** মিথ্যা হাদীস রচনা করে তা মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে চালিয়ে দেয়াকে *মাউদূ'* হাদীস বলা হয়। ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, এমন বর্ণনাকে মাউদূ' হাদীস বলা হয়, যার বর্ণনাকারী মিথ্যা বর্ণনাকারী হিসেবে প্রতিপন্ন।[৩১৯]

২. **আল-মাতরূক:** যে হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীসের ব্যাপারে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যা কথা বলেন বলে প্রমাণিত, তাঁর বর্ণিত হাদীসকে *মাতরূক* বলা হয়।[৩২০] এরূপ হাদীস সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হবে। এর উপর 'আমল করা বৈধ নয়। তবে বর্ণনাকারী যদি খালেস তওবা করেন, মিথ্যা পরিত্যাগ ও সত্য অবলম্বন করেন এবং বাহ্যিক আচরণে তা প্রকাশ পায় তাহলে পরবর্তীকালে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে এবং উক্ত হাদীসের উপর আমল করাও যেতে পারে।

---

৩১৫. *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস*, পৃ, ৭৫-৭৬।
৩১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৭৭।
৩১৭. *মুকাদ্দামতুশ শায়খ*, পৃ, ৪৫।
৩১৮. *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস*, পৃ, ৮৪।
৩১৯. *শারহুন নুখবাহ্*, পৃ, ৫৮।
৩২০. *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস*, পৃ, ৯৪।

৩. **আল-মুনকার:** কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীস অপর কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা বেশি দুর্বল হলে, উক্ত হাদীসকে *আল-মুনকার* বলা হয়।[৩২১] শরী'আতের বিধি-বিধান প্রমাণের জন্য এরূপ হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ।

৪. **আল-মা'রূফ:** ঐ হাদীসকে আল-মা'রূফ বলা হয়, যা দুর্বল বর্ণনাকারীর বিপরীত বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। ইবন হাজার আল-'আসকালানীর মতে, দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সাথে শক্তিশালী বর্ণনাকারীর হাদীসের প্রাধান্য প্রাপ্ত হাদীসকে *মা'রূফ* বলা হয়।[৩২২]

৫. **আল-মুদরাজ:** হাদীসের মতনে রাবীর পক্ষ থেকে এমন কিছু শব্দ যুক্ত করা বা জুড়িয়ে দেয়া, যা শ্রোতা শুনলে হাদীসের অংশ হিসেবে ধারণা করবে। এরূপ বর্ণনাযুক্ত হাদীসকে মুদরাজ বলা হয়।[৩২৩]

৬. **আল-মাকলূব:** হাদীসের সনদ অথবা মতনে কোন শব্দকে অপর কোন শব্দ দ্বারা পরস্পর উল্লেখের মাধ্যমে পরিবর্তন করাকে *মাকলূব* বলা হয়।[৩২৪]

৭. **আল-মুদতারিব:** যে হাদীসে বর্ণনাকারী হাদীসের সনদ বা মতনকে বিভিন্ন সময় গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন তাকে *মুদতারিব* হাদীস বলা হয়। ড. নূরুদ্দীন 'আতার এ হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ঐ হাদীসকে *আল-মুদতারিব* বলা হয়, যা একজন অথবা একাধিক বর্ণনাকারী থেকে বিভিন্ন সমপদ্ধতিতে এমনভাবে রিওয়ায়াত করা হয়েছে যে, এর কোন রিওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নয়।[৩২৫]

৮. **আল-মুসাহ্হাফ:** মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীসের ভেতরে শব্দ এবং অর্থগত এমন পরিবর্তনকে *মুসাহ্হাফ* বলা হয়, যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত।[৩২৬] আল-সাখাবীর মতে, হাদীসে কোন শব্দকে তার প্রসিদ্ধ রূপ থেকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়াকে *মুসাহ্হাফ* বলা হয়।[৩২৭]

---

৩২১. *আল-বায়িছুল হাসীস*, পৃ, ৬৭।
৩২২. *শারহুল নুখবাহ*, পৃ, ৪০।
৩২৩. *আল-বায়িছুল হাসীস*, পৃ, ৭১।
৩২৪. *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস*, পৃ, ১০৬।
৩২৫. *মানহাজুন নাক্দ*, পৃ, ৪৩২।
৩২৬. তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস, পৃ. ১১৪।
৩২৭. ফাতহুল মুগীছ, পৃ. ৩৫৯।

৯. **আশ-শায ওয়াল মাহফূযঃ** কোন অধিক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর হাদীস অপর কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর হাদীসের বিরোধী হলে তাকে শায বলা হয়।[৩২৮] বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অপর কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী এবং হাদীসের বর্ণনাকারী স্মৃতি ও সংরক্ষণ শক্তি অধিক বা অপর কোন সূত্র দ্বারা যে হাদীসের কোন সমর্থন পাওয়া যায়, অথবা যে হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মাহফূয বলে।

১০. **আল-মু'য়াল্লালঃ** যে হাদীসের সনদে এমন কিছু সুপ্ত ত্রুটি রয়েছে, যা কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অনুধাবন করতে পারে না। এরূপ হাদীসকে *মু'য়াল্লাল* বলা হয়।[৩২৯]

মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীর সংখ্যা বিচারে হাদীসকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ

এক. **মুতাওয়াতিরঃ** যে হাদীস এমন অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন, যাঁদের মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়া সম্ভব নয়, তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়।[৩৩০]

দুই. **আহাদঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা *মুতাওয়াতির* হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যার অনুরূপ নয়, তাকে *আহাদ* বলা হয়।[৩৩১] আহাদ হাদীস আবার তিন ভাগে বিভক্তঃ ১. *মাশহূর* ২. *'আযীয* ৩. *গারীব*।

১. **মাশহূর** : যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুই -এর অধিক সংখ্যা দ্বারা সীমিত তাকে মাশহূর বলা হয়।[৩৩২]

২. **আযীয** : ঐ হাদীছকে 'আযীয বলা হয়, যার সনদের সর্বস্তরে কমপক্ষে দুই জন বর্ণনাকারী বিদ্যমান থাকে। তবে সনদে বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিন বা

---

৩২৮. তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস, পৃ. ১১৭।

৩২৯. তাদরীবুর রাবী, পৃ. ১৬১।

৩৩০. আবুল হাসানাত মুহাম্মদ 'আব্দুল হাই লাখনবী, *যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী*, তাহকীকঃ ডঃ তাকী উদ্দীন নদবী (বৈরুতঃ দারু ইবন হাযম, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৭ খ্রী.) পৃ. ৪০; *আল-কাওকাবুল মুনীর*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩২৪; আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, (বৈরুত মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৬৯ খ্রী.),পৃ. ৭৪, ১০২; আবূল ফাতাহ আল-মুতরেয়ী, *আল- মাগরিব* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল- 'আরবী), পৃ. ৪৭।

৩৩১. *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ২৭৪; *কাওয়া'ইদুত তাহদীস*, পৃ. ১২৯; *তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস*, পৃ. ২২; *ফীল হাদীসিন নববী*, পৃ. ৭১; ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *শারহুন নুখবাহ,* (বৈরুতঃ দারুল ফিকার, ১৩৯৮ হি.) পৃ. ৫১।

৩৩২. ফীল হাদীসিন নববী, পৃ. ৭০; যাফরুল আমানী, পৃ.৭১; কাওয়া'ইদূত তাহদীস, পৃ. ১২৪।

তেতোধিক হলে কোন অসুবিধা নেই বলে কেউ কেউ মত পোষণ করেছেন।[৩৩৩]

৩. **গারীব** : যে হাদীসের বর্ণনাকারী একজন তাকে *গারীব* বলা হয়।[৩৩৪]

মুহাদ্দিসগণ সংজ্ঞা বিচারে হাদীসকে আবার তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ

১. **মারফূ'**ঃ যে হাদীসের সনদ মহানবী (সঃ) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পৌছেছে তাকে *মারফূ'* বলা হয়।[৩৩৫] অর্থাৎ যে হাদীসে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি বিধৃত হয়েছে তাকে *মারফূ'* বলা হয়।

২. **মাওকূফ**ঃ যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে *মাওকূফ* বলা হয়। অর্থাৎ যে হাদীসে সাহাবীগণের বক্তব্য, কর্ম ও মৌন সম্মতি সন্নিবেশিত হয়েছে তাকে *মাওকূফ* বলা হয়।[৩৩৬]

৩. **মাকতূ'**ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবি'ঈ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে *মাকতূ'* বলা হয়। অর্থাৎ যে হাদীসে তাবি'ঈগণের কথা কর্ম ও মৌন সম্মতি বিধৃত হয়েছে তা-ই *মাকতূ'* হাদীস নামে পরিচিত।[৩৩৭]

১৪. সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা

সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনুল জাওযী লিখেছেন, মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসসমূহের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত দূরূহ কাজ। তবে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে কঠোর পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করে এর একটি সংখ্যা নির্ণয় করার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন যে, সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা প্রায় **সাত লক্ষ** বা এর কিছু কম। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ যুর'আ **ছয় লক্ষ** হাদীস মুখস্থ করেছিলেন এবং ইমাম আহমাদ **সাড়ে সাত লক্ষ**-এর অধিক হাদীস যাচাই-বাছাই করে *আল-মুসনাদ* গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, যদি কোন হাদীস সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তাহলে তারা যেন *আল-মুসনাদ* গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যদি উক্ত হাদীস মুসনাদে থাকে তাহলে তা সহীহ্

---

৩৩৩. তাওযীহুন নাযার, পৃ. ৩৩; কাওয়া'ইদুত তাহদীস, পৃ. ১২৪; ফীল হাদীসুন নববী,পৃ. ৭৩।

৩৩৪. কাওয়া'ইদুত তাহাদীস, পৃ. ১২৫;

৩৩৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৪।

৩৩৬. আল হাদীসুন নববী, পৃঃ ২৭৮।

৩৩৭. প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৮-২৭৯।

বলে গণ্য হবে, অন্যথা নয়। এই মুসনাদ গ্রন্থের পুনরুল্লেখসহ হাদীস সংখ্যা **চল্লিশ হাজার**। আর পুনরুল্লেখ ব্যতীত হাদীসের সংখ্যা দাড়ায় **ত্রিশ হাজার**। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, *আল-মুসনাদ* গ্রন্থে ইমাম আহমাদ **ত্রিশ হাজার** হাদীস সন্নিবদ্ধ করেছেন। অথচ তিনি **সাড়ে সাত লক্ষ** সহীহ্ হাদীসের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইমাম আহমাদের এ কথা কিভাবে সঠিক বলা যায়? মুহাদ্দিসগণ এর উত্তরে বলেন যে, **সাড়ে সাত লক্ষ** হাদীস দ্বারা সাড়ে সাত লক্ষ সনদসূত্রকে বোঝানো হয়েছে। হাদীসের মূলভাষ্যকে নয়। কেননা অধিকাংশ হাদীস অনেক সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। উদারহণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিয়াতের হাদীসের **সাত শতের** মত বর্ণনাসূত্র রয়েছে।[৩৩৮]

হাসান ইবন আহমাদ আল-সমরকন্দী লিখেছেন যে, সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা **এক লক্ষ**। ইমাম হাকেম সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা **দশ হাজারের** কিছু কম বলে অভিমত পোষণ করেন। *সিয়াহ্ সিত্তাহ্* গ্রন্থসমূহে **পৌণে ছয় হাজার** হাদীস রয়েছে। আর *মুত্তাফাক আলাইহি* হাদীসের সংখ্যা হলো **দুই হাজার তিনশত ছাব্বিশটি**। তবে মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতগুলো সনদ রয়েছে সে হাদীসটি তত সংখ্যক বলে গণনা করে থাকেন।[৩৩৯]

শায়খ মোল্লা জিউন আহকাম সম্পর্কিত সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা **তিন হাজার** বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ **চার হাজার আটশত** বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, এর সংখ্যা **এক লক্ষ**। ইবনু মাহ্দী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তানের মতে, আহকাম সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা হলো **আটশত**। ইমাম আহমাদ বলেন, এই আটশত হাদীস শুধুমাত্র হালাল-হারাম সম্পর্কিত হাদীসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সুফইয়ান ছাওরী, শু'বা, ইবনুল হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, 'আব্দুর রহমান ইবন মাহদী এবং আহমাদ ইবন হাম্বলের মতে, পুনরুল্লেখ ব্যতীত সনদসূত্রে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা হলো, **চার হাজার চারশত**। ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ্ লিখেছেন যে, সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা **সাত হাজার**। হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, উপরোক্ত মুহাদ্দিসগণ প্রত্যেকেই স্বীয় অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে পুনরুল্লেখ ব্যতীত সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। ফলে তাঁদের প্রদত্ত অভিমতসমূহে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

---

৩৩৮. ইবনুল জাওযী, *তানকীহু ফাহ্মিল আছার*, পৃ. ১৮৩।
৩৩৯. *প্রাগুক্ত*।

তৃতীয় অধ্যায়

হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে নির্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ্র সংরক্ষণে সাহাবী, তাবি'ঈ ও তৎপরবর্তী মুহাদ্দিসগণ আমরণ সাধনা করে গিয়েছেন। মাত্র একটি হাদীসের সন্ধানে তাঁরা মরুভূমির বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরান্তরে, এক্ষেত্রে পথের দূরত্বকে তাঁরা তুচ্ছ মনে করেছেন। ঐতিহাসিক বর্ণনাসূত্রে জানা যায় যে, হাদীস সংগ্রহে কোন কোন মুহাদ্দিস পদব্রজে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে যখন হাদীস শ্রবণ করেছেন তখন এত আনন্দে আপ্লুত হয়েছেন যে, পূর্বের অবর্ণনীয় সকল কষ্ট ভুলে গিয়েছেন। তাঁদের একটিই উদ্দেশ্য, মহানবীর সুন্নাহ্র সংরক্ষণ এবং একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া। কালপরিক্রমায় তাঁদের কঠোর সাধনা ও নিরন্ত র প্রচেষ্টার ফলে বিস্মৃতি ও জালকরণের হাত থেকে হাদীস সংরক্ষিত হয়ে এর প্রামাণিকতা ও বিশুদ্ধতা সুনিশ্চিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে নির্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের অবদান সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত হলো।

১. ইমাম যুহ্রী (মৃত্যু: ১২৪ হি.)

ইমাম যুহ্রীর পুরো নাম হলো মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন 'উবায়দিল্লাহ্ ইবন শিহাব আয-যুহ্রী। তিনি ৫৮ হিজরীতে মু'আবিয়ার (রা.) খিলাফাতের শেষদিকে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। যে বছর তাঁর জন্ম হয়, সে বছরেই 'আয়িশা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। জন্মের পর তিনি মদীনায় লালিত পালিত হন। তিনি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তার জীবন যাত্রার মান খুব উঁচু পর্যায়ের ছিল না।[৩৪০] তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের হাফিয, 'আবিদ ও যাহিদ।

---

৩৪০. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ হাসান সুররাব, *আল-ইমাম যুহ্রী* (দামিস্ক: দারুল কলম, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ১০৭।

শিক্ষা ও হাদীসচর্চা

যুহরী ছোট বেলা থেকেই মেধাবী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি মদীনায় লেখাপড়া করেন। তিনি অনেক সাহাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। তাঁর জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মাত্র ৮০ রাত্রে গোটা কুরআন মুখস্থ করেন।[৩৪১] জ্ঞানস্পৃহা তাঁকে ইসলামী জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সমান জ্ঞান আহরণে সক্ষম করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে লায়ছ বর্ণনা করেন:[৩৪২]

مارأيت عالما قط أجمع من الزهرى يحدث فى الترغيب فتقول لايحسن الإ هذا و إن حدث عن العرب والأنساب قلت لايحسن إلا هذا وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك

'আমি যুহ্‌রীর চেয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে আর দেখিনি। যখন তিনি তারগীব তথা উৎসাহ উদ্দীপনা বিষয়ে আলোচনা করতেন তখন মনে হতো তিনি এ বিষয়ে একজন বড় 'আলিম। যখন তিনি আরবদের বংশবিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন তখন মনে হতো এ বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আর যখন তিনি কুরআন ও হাদীসের উপর আলোচনা করতেন তখন মনে হতো তিনি এই বিষয়ে একমাত্র অভিজ্ঞ পণ্ডিত।'

ইমাম যুহ্‌রী হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তিনি মদীনার বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসের প্রতি ছিল তাঁর অদম্য স্পৃহা ও অতিরিক্ত আগ্রহ। ফলে শত শত হাদীস তাঁর স্মৃতি পটে সংরক্ষিত হয়। অধিক সতর্কতার সাথে তিনি হাদীস মুখস্থ করেন যাতে হাদীসের একটি শব্দেরও পরিবর্তন না হয়। তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, তিনি একই বৈঠকে শত শত হাদীস শুনাতে সক্ষম হতেন। তারপর যদি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হত, তাহলে পুনরাবৃত্তি করতেন তাতে একটি হরফেরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতো না। এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হি.) একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, একবার খলীফা হিশাম ইবন 'আব্দুল মালিক তাঁর কোন এক ছেলের দ্বারা যুহ্‌রীর নিকট থেকে হাদীস লিখে নেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। যুহ্‌রী এতে সম্মত হন এবং

---

৩৪১. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি. ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ৮৩।

৩৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

তাঁর ছেলেকে ৪০০ হাদীস লিখে দেন। এক মাস পর হিশাম পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, আমার সেই লিখিত হাদীসের কপিটি হারিয়ে গিয়েছে। ফলে তিনি আবার উক্ত হাদীসগুলো লিখে দেন। পরে দু'টি কপি মিলিয়ে দেখা গেল তাতে একটি হরফেরও গরমিল ছিল না।[৩৪৩]

ইমাম যুহ্‌রী মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস ও সাহাবীগণের সকল আছার লিখে নিতেন। সালিহ ইবন কায়সান বলেন, যুহ্‌রী আমাকে বললেন, আমাদের সকল সুনান লিখে নেয়া উচিত। অতএব আমরা মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল সুনান লিখে ফেললাম। সুনানে রাসূল লেখার পর তিনি বললেন, এবার সাহাবীদের সুনান লেখা উচিত। কিন্তু আমরা সাহাবীগণের সুনান লিখলাম না আর তিনি লিখে ফেললেন। ফলে তিনি সফলকাম হলেন আর আমরা সুযোগ নষ্ট করলাম।[৩৪৪]

'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীযের (র.) সরকারী ফরমানে সর্বপ্রথম ইমাম যুহ্‌রী হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাধনার বিনিময়ে তিনি বহু সংখ্যক হাদীস একত্রিত করেন। তাঁর এই সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা কয়েকটি উটের বোঝার সমপরিমাণ ছিল। তিনি অসংখ্য হাদীস লিপিবদ্ধ করে খলীফা উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীযের দরবারে প্রেরণ করেন। খলীফা তা থেকে কতগুলো কপি তৈরী করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন।[৩৪৫] এ জন্যই ইমাম শাফি'ঈ তাঁর সম্পর্কে বলেন,

لولا الزهرى لذهب السنن من المدينة[৩৪৬]

'ইমাম যুহ্‌রী না হলে মদীনার হাদীসসমূহ বিলীন হয়ে যেত।'

হাদীস বর্ণনায় শর্তারোপ

ইমাম যুহ্‌রী হাদীস লেখা ও পড়ার ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি সনদ ছাড়া কোন হাদীসই গ্রহণ করতেন না। আবূ নু'য়াইম লিখেছেন যে,

---

৩৪৩. মূল ভাষ্য হলো: ان هشام بن عبد الملك سال الزهرى أن يملى على بعض ولده شيئا فاملى عليه اربعمائة حديث وخرج الزهرى فقال اين انتم يا أصحاب الحديث فحدثهم بتلك الاربعمائة ثم لقى هشاما بعد شهر أو نحوه فقال للزهرى ان ذلك الكتاب ضاع فدعا بكاتب فاملاها عليه ثم قابل بالكتاب الأول فما غادر حرفا واحدًا দ্র. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮

৩৪৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।

৩৪৫. *জামিউ' বায়ানিল 'ইল্‌ম*, পৃ. ১৫৬।

৩৪৬. *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

একদা ইসহাক ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আবী ফারুয়াহ্ (মৃত্যু: ১৩৬ হি.) মদীনায় ইমাম যুহ্রীর মজলিসে উপবেশন করলেন। এ সময় তিনি বললেন قال رسول صلى الله عليه وسلم যুহ্রী এটি শুনে বললেন, হে ইবনু ফারুয়াহ! তুমি এভাবে হাদীস বললে? তোমার কি সাহস দেখছি! আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তোমার হাদীসের সনদ কোথায়? তোমরা আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছ অথচ তার কোন লাগাম (সনদ) নেই।[৩৪৭] ইবন 'উয়ায়নাহ্ বলেন,

حدث الزهرى يوما بحديث فقلت بلا إسناد فقال أترقى السطح بلا سلم

'একদিন ইমাম যুহ্রী হাদীস বর্ণনা করলেন, আমি বললাম, আপনি হাদীসটি সনদ ছাড়া উপস্থাপন করুন। তিনি বললেন, তুমি কি সিঁড়ি ছাড়া উপরে উঠতে পারবে?'

ইমাম যুহ্রীর হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই বাছাই পদ্ধতি কঠোর হওয়ার কারণে মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণিত সনদকে অতিশয় বিশুদ্ধ বলে দাবি করেছেন। 'আমর ইবন দীনার আল-মাক্কী বলেন, হাদীসের সনদ বর্ণনায় যুহ্রী অপেক্ষা অধিক সতর্কতা অবলম্বনকারী আর কাউকে দেখিনি।[৩৪৮]

ইমাম যুহ্রী শুধু হাদীসের সনদের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতেন না, বরং হাদীসের মতনের ক্ষেত্রেও বস্তুনিষ্ঠ যাচাই করতেন। কেননা তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক ও মাযহাবী মতানৈক্যের কারণে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। শুরু থেকেই ইরাক ছিল মুসলিম খিলাফাতের রাজধানী। ফলে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড ইরাক কেন্দ্রিক হয়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ও স্থিতিশীলতা ইরাক থেকে উদ্ভূত হয়। এখানেই উদ্ভব হয় স্বার্থান্বেষী মহলের জাল হাদীস তৈরীর আড্ডাখানা। এ প্রসঙ্গে ইমাম যুহ্রী বলেন,

يا أهل العراق يخرج الحديث من عندنا شبرا ويصير عندكم ذراعا

'হে ইরাকবাসী! আমাদের কাছ থেকে একটি হাদীস এক বিঘত পরিমাণ বের হয়। সেই হাদীস তোমাদের কাছে গেলে লম্বা হয় এক হাত।'[৩৪৯]

যুহ্রীর এ বক্তব্য থেকে প্রতিভাত হয় যে, ইরাকে বিপুল পরিমাণ জাল হাদীস

---

৩৪৭. *আল-ইমামুয যুহ্রী*, পৃ. ২২৭।
৩৪৮. *প্রাগুক্ত*।
৩৪৯. *আল-ইমামুয যুহ্রী*, পৃ. ২৩২।

তৈরী হতো। ফলে হাদীসের সনদ এবং মতনের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভূত হয়। এ জন্য ইমাম যুহ্‌রী 'ইরাকীদের কাছ থেকে কোন হাদীসই গ্রহণ করেননি। তাঁর শায়খদের তালিকায় কোন 'ইরাকী শায়খের নাম পরিলক্ষিত হয় না। তবে আনাস ইবন মালিক (রা.) যা কিছু রিওয়ায়াত করেছেন তা তিনি দামিস্কে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকালে মৌখিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।[৩৫০]

ইমাম যুহ্‌রী হাদীসের সনদ ও মতনের চুলচেরা বিশ্লেষক হওয়ায় তিনি সব বর্ণনাকারী থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি। বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, দ্বীনদারী, স্মৃতিশক্তির প্রবলতা এবং বর্ণিত হাদীসের মূল ভাষ্য পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে যেটিকে সহীহ্ মনে করেছেন, কেবল সে হাদীসকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এ জন্য ইমাম নাসাঈ তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে সমস্ত সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সেগুলোর মধ্যে ইমাম যুহ্‌রীর সনদটিই সর্বোত্তম। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.) বলেন, অতিশয় বিশুদ্ধ সনদ হলো, ইমাম যুহ্‌রীর সনদ। যেমন- الزهرى من سالم عن ابيه[৩৫১] । ইমাম যুহ্‌রী থেকে সনদের ধারা নিম্নরূপ:

الزهرى: عن على بن الحسين عن حسين بن على عن على بن ابى طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الزهرى : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن العباس عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم.

الزهرى : عن أنس بنه مالك رضى الله عنه وله عنه تسعة وتسعون حديثا .

الزهرى: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ٢٢٣ حديثا .

الزهرى: عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ٢٧٦ حديثا .

الزهرى: عن أبى سلمة بن عبد الر حمن بن عوف عن أبى هريرة

---

৩৫০. *প্রাগুক্ত*।

৩৫১. ইমাম নববী, *তাহ্‌যীবুল আসমা ওয়াল লুগাহ্*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ৯৫।

٢٢٣ حديثا .

الزهرى: عن عروة بن الزبير عن عائشة ٣٥٥ حديثا .

الزهرى: عن عبيد الله بن عبد الله الهز لى عن ابن عباس ٢٨ حديثا .

উপরিউক্ত সনদগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সনদগুলোতে যে সমস্ত বর্ণনাকারীর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাঁরা ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও শীর্ষ স্থানীয় হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁদের সততা, দ্বীনদারী ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি অন্বেষণ ও সমালোচনায় আজো কোন হাদীস সমালোচক অবতীর্ণ হতে পারেননি। বস্তুত তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন হাদীস বর্ণনায় নিখুঁত প্রবাদ পুরুষ।

হাদীস বর্ণনায় ইমাম যুহ্‌রীর সতর্কতা এবং হাদীস বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে 'আলিমগণ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁদের কিছু অভিমত উল্লেখ করা হলোঃ

১. ইসলামের পঞ্চম খলীফা 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীয বলেন,

ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث إذا حدث من الزهرى ... فإنه لم يبق أحد أعلم[৩৫২] بسنة ماضية منه

'যদি কোন ব্যক্তি যুহ্‌রী থেকে হাদীস বর্ণনা করে তাহলে তাঁর চেয়ে উত্তম হাদীস বর্ণনাকারী আর কাউকে দেখি না। ... কেননা ইমাম যুহ্‌রী অপেক্ষা অতীত সুন্নাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাতশীল ব্যক্তি আর কেউ নেই।'

২. বিখ্যাত হাদীস সমালোচক ইমাম ইয়াহ্‌ইয়াহ্ ইবন মা'ঈন (মৃত্যুঃ. ২৩৩ হি.) বলেন,

كفاك قول الزهرى سمعت فلانا يحدث عن فلان[৩৫৩]

'যুহ্‌রী যদি বলে, আমি উমুক ব্যক্তিকে উমুক ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তাহলে এ কথাই তোমার জন্য যথেষ্ট।'

৩. মিসরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস লাইস ইবন সা'দ (মৃত্যুঃ. ১৭৫ হি.) বলেন,[৩৫৪]

---

৩৫২. মুহাম্মাদ হাসান সুররাব, *আল-ইমামুয যুহ্‌রী*, পৃ. ১৯২।

৩৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪।

৩৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।

ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أجمع علما منه ولو سمعت ابن شهاب يحدث فى الترغيب لقلت لايحسن إلا هذا وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب قلت لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن الأعراب والأنساب قلت لايحسن إلا هذا وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه بوعى جامع

'আমি যুহ্রী অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত আর কাউকে দেখিনি। তাঁর চেয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী কেউ নেই। যদি তুমি ইবন শিহাবকে তারগীব বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করতে শুনতে তাহলে তুমি অবশ্যই বলতে, তিনি ব্যতীত কেউই বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম নন। আর তিনি নবীগণ এবং আহলুল কিতাব সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করলে, তুমি বলবে, তিনি ছাড়া এই বিষয়ে কেউ ভাল বলতে পারবে না। যখন তিনি আরব ও বংশ বিদ্যা সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তখন তুমি বলবে, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ পারদর্শী নন। আর যখন তিনি কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তাঁর বর্ণনা হয় পূর্ণ অর্থবহ ও সংরক্ষণশীল।'

৪. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়নাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ[৩৫৫]

'এই শায়খ (ইমাম যুহ্রী) অপেক্ষা অন্য কোন শায়খকে অধিক সতর্কতার সাথে হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি।'

৫. কাতাদা ইবন দিয়ামাহ্ আল-বাসরী (মৃত্যু: ১১৭ হি.) বলেন,

ما بقى أحد أعلم بالسنة من الزهرى ورجل أخر يعنى نفسه[৩৫৬]

'যুহ্রী এবং অপর এক ব্যক্তি (নিজ) অপেক্ষা মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাতশীল দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই।'

৬. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলেন,

الزهرى أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادًا[৩৫৭]

---

৩৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪।
৩৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।
৩৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪।

'যুহ্‌রী হাদীস বিষয়ে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম এবং হাদীসের সনদ বর্ণনায় সর্বোৎকৃষ্ট।'

উল্লেখিত 'আলিমগণ ছাড়াও সহস্রাধিক 'আলিম ইমাম যুহ্‌রীর জ্ঞানগরিমা সততা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে ভাল সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এসব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইমাম যুহ্‌রী ছিলেন হাদীসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খ্যাতনামা একজন ইমাম। হাদীসের প্রথিতযশা ইমাম হিসেবে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি সমকালীন বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। অপূর্ব স্মৃতিশক্তি, হাদীস রিওয়ায়াতে সত্যবাদিতা এবং সততার অসাধারণ সুখ্যাতি তিনি সাধারণ্যে লাভ করেছিলেন। ফলে দূর দূরান্ত থেকে হাদীস আহরণ ও হাদীস লিখনের জন্য অসংখ্য মানুষ তাঁর নিকট ভিড় জমাতো। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক বলেন, ইমাম যুহ্‌রী মদীনায় আগমন করলে কোন মুহাদ্দিসই হাদীস বর্ণনা করতে সাহস পেতেন না, যতক্ষণ না তিনি মদীনা ত্যাগ করতেন। আমি স্বয়ং মদীনায় সত্তর ও আশি বছর বয়স্ক মুহাদ্দিসদেরকে দেখেছি, তাঁদের নিকট কোন হাদীস অন্বেষণকারী যেতেন না। যুহ্‌রীর নিকট হাদীস অন্বেষণকারীর প্রায়শঃ ভীড় লেগে থাকত। অথচ যুহ্‌রী ছিলেন অপরাপর মুহাদ্দিসগণের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। তাঁকেই মদীনার সকল মুহাদ্দিসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হতো।[৩৫৮] ইমাম যুহ্‌রী তাঁর সংগৃহীত হাদীস যাচাই বাছাই করে দুই হাজার বিশুদ্ধ হাদীস অবলম্বনে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। যা উত্তরকালে مسند الزهرى নামে পরিচিত।

২. ইমাম আবূ হানীফাহ্ (মৃত্যু: ১৫০ হি./৭৬৭ খ্রী.)

ইমাম আবূ হানীফাহ্‌র (র.) প্রকৃত নাম নু'মান, উপনাম আবূ হানীফাহ্, উপাধি '*আল-ইমামুল আ'যম*। তাঁর পূর্ণ বংশ পরম্পরা হলো আবূ হানীফাহ্ নু'মান ইব্‌ন ছাবিত ইবন যূতী আত তাইমী আল-কূফী মাওলা বনী তাইমিল্লাহ ইবন ছা'লাবা।[৩৫৯] ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) 'আরাবী না 'আজমী বংশভূত এ নিয়ে জীবনীকারদের মধ্যে বেশ মত পার্থক্য রয়েছে। খতীব আল-বাগদাদী ও ইবন খাল্লিকান তাঁকে পারস্য বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেন। কেউ কেউ তাঁকে *আহলুল আবারের* অন্তর্ভুক্ত করেন। আল-খায়রাতুল হিসান গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাঁর উর্ধতন পুরুষ তিরমিযের অধিবাসী ছিলেন।[৩৬০]

---

৩৫৮. *ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ*, পৃ. ২০৫

৩৫৯. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; *আল-খায়রাতুল হিসান*, পৃ. ১৯; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯০।

৩৬০ *আল-খায়রাতুল হিসান*, পৃ. ৩০।

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) ইরাকের কূফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, তিনি উমাইয়্যা খলীফা 'আব্দুল মালিকের শাসনামলে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ ৭২ হিজরী তাঁর জন্ম সাল বলে উল্লেখ করেন।[৩৬১] তবে ৮০ হিজরী তাঁর জন্ম সাল মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) সতের বছর বয়সে বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। তিনি প্রথমে *'ইল্‌মুল কালাম* চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অতি অল্প সময়ে এ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি এ বিষয়ে এত গভীরতা ও পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লোকেরা তাঁর দিকে ইশারা করে বলত, ইনি 'ইল্‌মুল কালামের শ্রেষ্ঠ ইমাম। অতঃপর তিনি ১০০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদের (র.) শিক্ষালয়ে ভর্তি হন। তাঁর অসাধারণ মেধাশক্তি দেখে ইমাম হাম্মাদ মুগ্ধ হন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁকে শিক্ষাদান করতে থাকেন। তিনি ইমাম হাম্মাদের নিকট *'ইল্‌মুল হাদীস* ও *'ইল্‌মুল ফিক্‌হ* শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সর্বদা তার সহপাঠীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করতেন। ইমাম হাম্মাদের প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁর নিকট আনুমানিক দশ বছর "ইল্‌মুল ফিক্‌হসহ প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করেন।[৩৬২]

ফিক্‌হ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করাই ইমাম আবূ হানীফাহ্‌র মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞানার্জন ব্যতিরেকে ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, তাই তিনি হাদীস চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কূফার বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। সে সময় এমন কোন মুহাদ্দিস ছিলেন না, ইমাম আবূ হানীফাহ্ যাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি। ইমাম শা'রানী বর্ণনা করেন, ইমাম আবূ হানীফাহ্ সে কালের শির্ষস্থানীয় তাবি'ঈর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৩৬৩]

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন বড় বড় হাদীস চর্চা কেন্দ্র পরিভ্রমণ করেন। তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে কয়েকবার মক্কা ও মদীনা সফর করেন এবং বড় বড় তাবি'ঈ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি মক্কায় ইবন জুরাইজের সঙ্গে সাক্ষাত করেন

---

৩৬১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯০; *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; *আল-আনসাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৪।

৩৬২. *ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৪৩।

৩৬৩. *মুহাদ্দিসীনে ইযাম*, পৃ. ৪৭।

এবং তাঁর থেকে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। ৯৬ হিজরীতে তিনি 'আতা ইবন আবী রাবাহ্র নিকট গমন করে হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৩৬৪] অতঃপর তিনি হিজায ও মক্কায় অবস্থান করে মালিক ও 'আতা ইবন আবী রাবাহ্ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি বসরায় বিশবার গমন করে বহু 'আলিমের নিকট হাদীস চর্চায় প্রবৃত্ত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, আমি বসরায় বিশ বারের অধিক গমন করেছি এবং এক বছর অবস্থান করে তথাকার হাদীসবেত্তাদের নিকট থেকে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করে পুনরায় ফিরে এসেছি।[৩৬৫]

ইমাম আবূ হানীফাহ্ তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত নগরী মক্কা, মদীনা, কুফা ও বসরাসহ বিভিন্ন নগরী ভ্রমণ করে হাদীস সংগ্রহ করেন। তিনি ৪০ সহস্র হাদীস যাচাই বাছাই করে *কিতাবুল আসার* নামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। অধিক সতর্কতা ও কঠোর শর্তারোপের মাধ্যমে তিনি হাদীস গ্রহণ করতেন। ফলে তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা অপরাপর মুহাদ্দিসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।[৩৬৬] এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, আমার নিকট কয়েক সিন্দুক পরিমাণ হাদীস ছিল, আমি তা থেকে অল্প পরিমাণ হাদীস গ্রহণ করেছি, যা ব্যবহারিক জীবনে উপকার দেবে।[৩৬৭]

হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনায় অনুসৃত নীতি

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যে কঠোরতা আরোপ করেছিলেন তা পূর্বাপর কোন ইমামই করেননি। ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) ছিলেন একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস। তিনি মুখস্থ ছাড়া কোন হাদীসই বলতেন না।[৩৬৮] তিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করেন:

১. শরী'আতের আহকামের উৎসের অনুসন্ধানের পর যে সব দলীল তাঁর মতে নির্ভরযোগ্য ছিল, হাদীস অবশ্যই তার সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। সুতরাং যখনই কোন হাদীস সে সব দলীলের বিপরীত হত তখন তিনি সে হাদীসগুলো গ্রহণ করেননি। কেননা দুটি দলীলের মধ্যে যেটি অধিকতর শক্তিশালী, তার উপরই 'আমল করা উচিত। আর সে ভিত্তিতে তিনি *খবরে ওয়াহিদকে* শায বলে গণ্য করতেন।

---

৩৬৪. *আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।
৩৬৫. *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
৩৬৬. *মাসানীদু ইমাম আবী হানীফাহ্*, পৃ. ৪২।
৩৬৭. *প্রাগুক্ত*।
৩৬৮. *ইনহাউস সাকান লিমাই ইউতালি'উ ই'লাআস সুনান*, পৃ. ৭৭।

২. হাদীস কুরআনের সাধারণ আহকাম এবং স্পষ্ট বর্ণিত বিষয়াবলীর অবশ্যই বিপরীত হতে পারবে না। সুতরাং যখনই কোন হাদীস কুরআনের স্পষ্ট হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক হত, তখনই তিনি কুরআনের উপর 'আমল করতেন এবং সেই হাদীসকে পরিত্যাগ করতেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি শক্তিশালী দলীলের উপরই 'আমল করতেন; কিন্তু যদি হাদীস কুরআনের কোন অস্পষ্ট হুকুমের বর্ণনা হত অথবা কোন নতুন বিষয়াবলীর জন্য দলীল হত, যে বিষয়ে কুরআন চুপ, তবে তিনি সে হাদীসটি *খবরে ওয়াহিদ* হলেও গ্রহণ করতেন।

৩. খবরে ওয়াহিদ হাদীসে মাশহূরের বিপরীত হতে পারবে না, চাই সে হাদীস *কাওলী* কিংবা *ফে'লী* হোক। যদি খবরে ওয়াহিদ হাদীসে মাশহূরের বিরোধী হতো, তবে তিনি শক্তিশালী দলীল হিসেবে মাশহূর হাদীসের উপরই 'আমল করতেন।

৪. কোন খবরে ওয়াহিদ অনুরূপ খবরে ওয়াহিদের বিপরীত হওয়া চলবে না। আর যদি দু'টি খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যে বিরোধ হতো, তবে তিনি তাঁর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কোন একটিকে প্রাধান্য দিতেন, অপরটি পরিত্যাগ করতেন। যেমন, উক্ত দু'টি হাদীসের রাবীগণের মধ্যে উভয়ে সাহাবী হলে, যিনি ফকীহ্ হতেন অথবা বয়জ্যেষ্ঠ হতেন, তাঁর হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন।

৫. হাদীসের রাবীর 'আমল তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হওয়া চলবে না। এমন হলে তিনি সে হাদীস গ্রহণ করতেন না। যেমন আবূ হুরাইরার (রা) বর্ণিত হাদীস 'যদি কুকুর কোন পাত্রে মুখ দেয়, তবে সেই পাত্রটি সাতবার ধৌত করতে হবে।' তবে স্বয়ং আবূ হুরাইরা (রা.) সে হাদীসের বিপরীত ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) হাদীসটি গ্রহণ করেননি।

৬. হাদীসের সনদ কিংবা মতনে কোনরূপ পরিবর্ধন থাকা চলবে না। যদি এমন কিছু হতো, তবে তিনি পরিবর্ধিত হাদীসের উপর 'আমল করতেন না।

৭. *খবরে ওয়াহিদে* এমন কোন হুকুম বর্ণিত হওয়া চলবে না, যা সর্ব সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কারণ এমনটি হলে সে হাদীসটি মাশহূর অথবা মুতাওয়াতির হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং যখন হাদীসটি মাশহূর কিংবা মুতাওয়াতির হলো না, তখন বুঝা গেল যে, এতে নিশ্চয়ই কোন দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং তিনি তাতে 'আমল করতেন না।

৮. এমন *খবরে ওয়াহিদ* তিনি গ্রহণ করতেন না, যেটি মাত্র কোন একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন বটে, তবে হাদীসে বর্ণিত বিষয়ে সাহাবা কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু সে হাদীস দ্বারা কোন সাহাবীই দলীল গ্রহণ করেননি। সুতরাং বুঝা গেল যে, হাদীসটি প্রমাণিত নয়। কেননা হাদীসটি প্রমাণিত হলে অবশ্যই কেউ না কেউ দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

৯. সল্ফে সালেহীনের (সাহাবী ও তাবি'ঈন) মধ্যে কেউ যে হাদীসটির বিষয়ে সমালোচনা বা আপত্তি করেননি, তিনি এমন হাদীসই গ্রহণ করতেন। আর সমালোচনা হলে, তিনি তা গ্রহণ করতেন না। কেননা সাহাবী ও তাবি'ঈন কর্তৃক সমালোচনা হওয়ার অর্থ হলো, হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়।

১০. যে সব হাদীসে হুদূদ ও শরঈ-সাজা বর্ণিত হয়েছে, আর যদি সে সবে রাবীগণের মতভেদ পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে তিনি যে রিওয়ায়াতে সব চেয়ে হালকা সাজা বা শাস্তির বর্ণনা রয়েছে, সে সব হাদীস গ্রহণ করতেন।

১১. হাদীসের রাবীর স্মৃতিশক্তি হাদীস শ্রবণ থেকে অপরের নিকট বর্ণনা পর্যন্ত একই ধরনের হওয়া চাই। এই স্মৃতিশক্তিতে কোনরূপ ভ্রম হওয়া চলবে না। এরূপ হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

১২. হাদীস এমন কোন সর্বজন প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া চলবে না, যা সাহাবী ও তাবি'ঈদের মধ্যে কোন শহর কিংবা এলাকা বিশেষে প্রচলিত নয়, বরং সবাই সমানভাবে তার উপর 'আমল করেছেন।

১৩. *খবরে ওয়াহিদ*-এর রাবী শুধু স্বীয় লিখনীর উপরই নির্ভর করবে না; বরং তাঁকে অবশ্যই স্মৃতিতে হাদীসকে হিফয রাখতে হবে। যদি রাবী শুধু লিখনীর উপরই নির্ভরশীল হতেন, তবে এমন হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন না।

উপরিউক্ত নীতিমালার আলোকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ *কিতাবুল আসার* সংকলন করেন। এতে বর্ণিত হাদীসগুলো অত্যন্ত বিশুদ্ধ। বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তন্মধ্যে আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-ইস্পাহানী আল-হাম্বলী (মৃত্যুঃ ৩৮১ হি.), হাফিয আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আদ-দূরী আল-বাগদাদী (মৃত্যুঃ ৩৩১ হি.), ইমাম সদরুদ্দীন মূসা ইবন যাকারিয়া আল-মিসরী (মৃত্যুঃ ৬১৮ হি.), প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৬৯]

---

৩৬৯. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ নু'মানী, *কিতাবুত তা'লীম* (করাচীঃ তাবি), পৃ. ৩১৬।

কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) কম সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, অথচ তিনি স্বীয় *কিতাবুল আসারে* অনেক হাদীস সন্নিবদ্ধ করেছেন। এর উত্তরে 'আলিমগণ বলেন, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) স্বল্প সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেন বটে; কিন্তু বিপুল সংখ্যক হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল বলে 'আলিমগণ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি লোকদেরকে হাদীস বর্ণনা করার জন্য হাদীস মুখস্থ করেননি; বরং 'আমল ও ফিক্হী মাসআলা উদ্ভাবনের জন্য হাদীস মুখস্থ করতেন। তিনি কেবল যিনি হাদীস মুখস্থ করেছেন তাঁর নিকট থেকেই হাদীস গ্রহণ করতেন।[৩৭০]

হাদীস উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। ফলে তিনি হাদীস বিষয়ে এমন পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে, সমকালীন স্বীয় শিক্ষকমণ্ডলীদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। একদা তিনি স্বীয় শায়খ আল-আ'মাশ-এর দরবারে বসেছিলেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দরবারে আগমন করে আ'মাশকে হাদীস বিষয়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে আ'মাশ ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.)-এর নিকট উক্ত প্রশ্নের জবাব জানতে চাইলেন। তিনি যুক্তিযুক্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিলে আ'মাশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে এ উত্তর পেলে? তদুত্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) বললেন, আবূ মাস'উদ আল-আনসারী সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আপনি আবূ যুবায়ির ও জাবির থেকে অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আনাস থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত আপনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। এতদশ্রবণে আ'মাশ আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একশ দিনে যা বর্ণনা করেছি, তুমি তা আমার নিকট একদিনে বর্ণনা করলে। তুমি যে এ সকল হাদীসের উপর 'আমল কর তা আমার জানা ছিল না। হে ফকীহগণ! তোমরা ডাক্তার আর আমরা ফার্মেসী। কিন্তু তুমি উভয়টিই।[৩৭১]

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবূ বকর (রা.), 'উমার (রা.), 'উসমান (রা.) ও 'আলী (রা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাঁদের প্রচুর সংখ্যক হাদীস মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও অধিক সতর্কতার কারণে তাঁরা অল্প হাদীস রিওয়ায়াত করেছিলেন। তাঁদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সাধারণভাবে তাঁরা তার জবাব দিতেন। এ মর্মে তাঁরা কোন দলীলও পেশ করতেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না দলীল চাওয়া হত। তদ্রূপ ইমাম আবূ হানীফাহ্কেও (র.)

---

৩৭০. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ৫৪-৫৫।
৩৭১. *মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফাহ্*, পৃ. ৪৮৪।

কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সাধারণভাবে জবাব দিতেন। দলীল চাওয়া হলে দলীল পেশ করতেন। খতীব আল-বাগদাদী ইসরাঈল ইবন ইউনুস থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) যে সমস্ত হাদীস ইসলামী আইন শাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলো অধিক পরিমাণ মুখস্থ করেছিলেন। ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ ইয়াহিয়া ইবন আদম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) নিজ দেশের ছিকাহ রাবী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। ইয়াইহয়া ইবন মা'ঈন বলেন, তিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ ওয়াকী' অপেক্ষা বিদ্বান ছিলেন। ওয়াকী' তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর রায় অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। প্রকৃতপক্ষে ইমাম সাহেব ছিলেন একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস। কেউই তাঁকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেননি।[৩৭২] এ জন্যই মিসরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আস-সালেহানী (র.) লিখেছেন যে,[৩৭৩]

كان ابو حنيفة من كبار حفاظ الحديث و أعيانهم، ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقة

'ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) একজন হাদীসের শ্রেষ্ঠ হাফিয ও শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ছিলেন। যদি তিনি হাদীস মুখস্থকরণে গভীর মনোনিবেশ না করতেন, তাহলে তিনি এত অধিক পরিমাণ ফিক্হী মাসাইল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতেন না।'

তিনি আরো বলেন,[৩৭৪]

انما قلت الرواية عنه و ان كان متسع الحفظ، لاشتغاله بالاستنباط، وكذلك لم يرو عن مالك و الشافعى الا القليل بالنسبة الى ما سمعاه للسبب نفسه

'ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) যদিও হাদীস মুখস্থকরণে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন, তথাপিও তাঁর থেকে খুব কম হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, তিনি হাদীস বর্ণনার পরিবর্তে ফিক্হী মাসাইল উদ্ভাবনের কাজে সদাসর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। ঠিক এমনিভাবেই ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) যত হাদীস জানতেন, তা থেকে তাঁরা সামান্যই বর্ণনা করেছেন। কারণ হাদীস বর্ণনা করার মত তাঁদের অবসর ছিল না।'

---

৩৭২. *ইনহাউস সাকান*, পৃ. ৭৬।

৩৭৩. *'উকূদুল জুমান*, পৃ. ৫২।

৩৭৪. *প্রাগুক্ত*।

৩. ইমাম মালিক (মৃত্যুঃ ১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রী.)

তাঁর প্রকৃত নাম মালিক, কুনিয়াত আবূ 'আব্দিল্লাহ, উপাধি *ইমামু দারিল হিজরাহ*। তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো, মালিক ইবন আনাস ইবনু মালিক ইবন আবী 'আমির ইবন 'উমার ইবনুল হারিস ইবন গাইমান ইবন খুসাইল ইবন 'আমর ইবনুল হারিস আল আসবাহী।[৩৭৫] ইমাম মালিক বিশুদ্ধ আরব বংশীয় ছিলেন। তাঁর বংশ পরম্পরা ইয়ামানের প্রসিদ্ধ গোত্র হিসযার ইবন সাবার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তাঁর মাতার নাম আলিয়াহ। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ইয়ামানের শাহী খান্দান *হিমইয়ারের* শাখা গোত্র আসবাহের অধিবাসী ছিলেন। এদিক দিয়ে ইমাম মালিককে *আল-আসবাহী* ও *আল-হিমইয়ারী* বলা হয়।

ইমাম মালিক ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ তাঁর জন্ম সন ৯০ অথবা ৯৫ হিজরী উল্লেখ করেছেন। আশ-শা'রানী ৯৪ হিজরী উল্লেখ করেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয যাহাবী উল্লেখিত সনগুলোর মধ্যে ৯৩ হিজরীতে তাঁর জন্ম হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।[৩৭৬] মায়ের গর্ভে তাঁর অবস্থান স্বাভাবিক ছিল। তিনি যে অস্বাভাবিকভাবে দু'বছর অথবা তিন বছর মায়ের গর্ভে ছিলেন বলে কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন,[৩৭৭] তা সঠিক নয়।

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

ইমাম মালিক (র.) জন্মের পর যখন তাঁর বিদ্যাচক্ষু উন্মোচিত হয়, তখন তিনি মদীনায় হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। মদীনা তৎকালীন সময়ে হাদীস চর্চার মূল কেন্দ্র ছিল। তাই ইমাম মালিক (র.)কে বিদ্যার্জনের জন্য মদীনার বাইরে যেতে হয়নি। বাল্যকাল থেকেই তিনি বিদ্যা শিক্ষার প্রতি বেশ অনুরাগী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি নিজ বাড়ীর চাকরের সাথে বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইমাম নাফি'র নিকট যেতেন। তিনি তার নিকট কুরআন মাজীদ ও তার *কিরাআত* এবং *মদীনার সনদ* শিক্ষা লাভ করেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইমাম নাফি' ইবন 'আব্দুর রহমান ছিলেন একজন বিখ্যাত ক্বারী। তিনি ৩০ বছর 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা.) খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীয

---

৩৭৫. *মিরআতুল জিনান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪; *মিফতাহুস সা'আদাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২; *আল-আনসাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭; *আর রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ*, পৃ. ১৩; *আল-কামিল ফীত তারীখ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

৩৭৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।

৩৭৭. *আল-আয়িম্মাতুল আরবা'আ*, পৃ. ৯৮-১০০।

তাঁকে ১১৭ হিজরীতে মিসরে কুরআনের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।[৩৭৮] নাফি' যতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ইমাম মালিক ততদিন পর্যন্ত তাঁর হালকায় বসে হাদীস শ্রবণ করতেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর নিকট ১২ বছর হাদীস অধ্যয়ন করেন। মুহাদ্দিসগণ مالك عن نافع عن ابن نمر সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে অতিশয় বিশুদ্ধ এবং উক্ত সূত্রকে سلسلة الذهب হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩৭৯] ইমাম মালিক নাফি' ছাড়াও সেকালে মদীনার বড় বড় তাবি'ঈ পণ্ডিতগণের নিকট গমন করে হাদীস ও ফিক্হের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি আবূ হুরাইরার (রা.) জামাতা মদীনার বিখ্যাত 'আলিম 'আব্দুর রহমান ইবন হুরমুযের নিকট একাধারে সাত বছর হাদীস শিক্ষা করেন।[৩৮০] এছাড়া তিনি ইবন শিহাব আয-যুহ্রীর নিকট দীর্ঘ সময় *হাদীস ও মাগাযী* অধ্যয়ন করেন।

ইমাম মালিক (র.) ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বড় মুহাদ্দিস ও ফিক্হবিদ ছিলেন। এমনকি তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি মদীনায় প্রায় ৫০ বছর ধরে হাদীস ও ফিক্হের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মসজিদুন নববীতে নিয়মিত হাদীসের দার্স দিতেন। দূর-দূরান্ত থেকে অনেক শিক্ষার্থী এসে তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করত। বিশেষ করে মিসর ও আফ্রিকা থেকে বহু জ্ঞান পিপাসু এসে তাঁর নিকট জ্ঞান চর্চা করত।[৩৮১]

ইমাম মালিক (র.) হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে মুসলিম মিল্লাতের পথিকৃত। আল-মু'য়াত্তা গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। এটি তাঁর ৪০ বছরের অক্লান্ত সাধনার ফসল ও অনন্য কীর্তি। এটি প্রথম সংকলিত সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ। তাই 'আলিমগণ এ গ্রন্থকে জ্ঞানের মূলভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩৮২] ইমাম শাফি'ঈ (মৃত্যুঃ ২০৪ হি.) এ গ্রন্থের প্রশংসা করে বলেন,

ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح كتاب مالك رحمه الله

'পৃথিবীতে আল্লাহর কিতাবের পর ইমাম মালিকের (র.) গ্রন্থের চেয়ে আর অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই।'[৩৮৩]

---

৩৭৮. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ৬৮।

৩৭৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

৩৮০. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ৬৮।

৩৮১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫২।

৩৮২. ড.মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আবূ শাহ্বাহ্, *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন* (মিসরঃ দারুল কিতাব আল-'আরাবী, তাবি), পৃ. ৫৪।

৩৮৩. *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৪।

আল-মু'য়াত্তা গ্রন্থ সংকলনের পেছনে দু'টি কারণ রয়েছে:

১. ইমাম মালিক (র.)-এর সমসাময়িককালে অনেক পণ্ডিত হাদীস সংকলনের প্রয়াস চালান, কিন্তু তাঁরা পুরোপুরি সহীহ্ হাদীস সংকলনে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি সহীহ্ হাদীস সম্বলিত একটি সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দারুণভাবে অনুভব করেন।

২. আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূরের অনুরোধক্রমে ইমাম মালিক (র.) এ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। বর্ণিত আছে যে, একদা খলীফা আল-মানসূর ইমাম মালিককে (র.) নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন মানুষের উপকারার্থে সহীহ্ হাদীসের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। ইমাম মালিক (র.) খলীফার নির্দেশক্রমে দীর্ঘ ৪০ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই গ্রন্থ সংকলন করে নাম দেন الموطأ।[৩৮৪] উল্লেখ্য যে, মদীনার 'আলিমগণ এর বিশুদ্ধতার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র.) নিজেই বলেন,

عرضت كتابى هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأنى عليه فسميته الموطأ

'গ্রন্থটি আমি মদীনার ৭০ জন ফকীহর সমীপে পেশ করি। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার এ গ্রন্থটির বিশুদ্ধতার প্রতি ঐকমত্য পোষণ করেন। ফলে আমি এর নাম দিয়েছি الموطأ।'[৩৮৫]

হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী

ইমাম মালিক (রহ) হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের বলিষ্ঠতা ও মতনের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করেন। তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে বর্ণনাকারীকে অবশ্যই সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী, ইসলামী শরী'আতের পূর্ণ অনুসারী, সহীহ্ 'আকীদার অধিকারী হতে হবে। তিনি শিষ্টাচার বিবর্জিত, বিদ'আতী এবং দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বর্ণনাকারীর নিকট থেকে কোন হাদীসই গ্রহণ করেননি। ড. কামিল হোসাইন আল-মু'য়াত্তা গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকায় লিখেছেন যে,[৩৮৬]

---

৩৮৪. *মিফতাহুস সুন্নাহ*, পৃ. ২৩।

৩৮৫. *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৫৪।

৩৮৬. ড. কামিল হুসাইন, "আল-ইমাম মালিক ইবন আনাস ওয়া কিতাবুল মু'য়াত্তা", *আল-মু'য়াত্তা*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ্, তাবি), পৃ. ও

فمالك رض كان من أوائل المدونين للحديث الصحيح العاملين على الحذر والاحتياط فى قبول ما يروى المدققين الناقدين

'সর্বপ্রথম সহীহ্ হাদীস সংকলনকারীদের মধ্যে ইমাম মালিক ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। অধিক সতর্কতা অবলম্বনকারী হাদীস সমালোচক ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।'

এ জন্য সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়নাহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেন,

ما رأيت أجود آخذا للعلم من مالك وما كان أشد انتقاؤه للرجال والعلماء[৩৮৭]

'আমি ইমাম মালিক অপেক্ষা বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী কাউকে দেখিনি। তাঁর চেয়ে বর্ণনাকারীদের চুলচেরা বিশ্লেষণকারী আর কেউ ছিল না।'

ইমাম মালিক (র.) প্রায় এক লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে দশ হাজার হাদীস নির্বাচন করেন। এরপর তিনি তাঁর এই নীতিমালার মানদণ্ডে উক্ত দশ হাজার হাদীসকে পরীক্ষা করে মাত্র এক হাজার সাতশত কুড়িটি হাদীস নির্বাচন করেন। এর মধ্যে সরাসরি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা আটশত বাইশটি। আর অবশিষ্ট হাদীসগুলো সাহাবী ও তাবি'ঈগণের বর্ণিত আছার। এ প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী আতীক ইবন ইয়াকূবের সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

وضع مالك الموطأ نحو من عشرة آلالف حديث فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط بقى منه حتى ما عليه هذا

'ইমাম মালিক (র.) প্রায় দশ সহস্র হাদীসের সমন্বয়ে আল মু'য়াত্তা গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক বছর যাচাই-বাছাইয়ের পর হাদীস ছাঁটাই করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বর্তমান আকারে তা অবশিষ্ট থেকে যায়।'[৩৮৮]

ইমাম মালিক আল-মুয়াত্তা গ্রন্থের স্বাতন্ত্র রক্ষা ও ভ্রম থেকে মুক্ত করার নিমিত্তে স্বহস্তে এর পাণ্ডুলিপি লিখেছেন, বর্ণিত হাদীসসমূহের যাচাই-বাছাই এবং বিন্যাসের কাজ সাবধানতার সাথে তিনি নিজেই করেছেন।[৩৮৯]

---

৩৮৭. *আদ-দীবাজ আল-মুযাহ্হাব*, পৃ. ২১।
৩৮৮. *মুকাদ্দামাতু তানবীরিল হাওয়ালিক*, পৃ. ৭।
৩৮৯. *ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ*, পৃ. ১২৬।

আল-মু'য়াত্তা পূর্ববর্তী হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে শীর্ষস্থানীয় একটি গ্রন্থ। তুলনামূলকভাবে এটি হাদীসের সর্বাধিক নির্ভুল সংকলন হওয়ায় যুগে যুগে জ্ঞানী-গুণীজন দ্বারা সমাদৃত হয়ে আসছে। এমনকি কোন কোন 'আলিম একে *সহীহ্ আল-বুখারীর* উপরেও স্থান দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার মনে হয় এ গ্রন্থখানি সিহাহ্ সিত্তার বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ থেকে উত্তম। কেননা এর সংকলনকারী সকল শিক্ষকের শিক্ষক। এর মর্যাদা ও গুরুত্ব এত বেশি যে, এটি ইসলামী শরী'আতে হাদীসের প্রথম সংকলন হিসেবে স্বীকৃত। এর বিশুদ্ধতা, সনদের বলিষ্ঠতা এবং মতনের বস্তুনিষ্ঠতা সমভাবে নিরূপিত হওয়ায় এটি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছে। ফলে মুসলিম উম্মাহ এর উপর 'আমল করে থাকে এবং এর *রিওয়ায়াত ও দিরায়াত* এর উপর গবেষণা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছে। ফিক্হ শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে এ গ্রন্থের অবদান অনস্বীকার্য। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলবী (র.) বলেন, 'ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মুহাম্মাদ যে *কিতাবুল আছার*কে ভিত্তি করে ফিক্হ রচনা করেছিলেন তা মূলতঃ ইমাম মালিক -এর আল-'মুআত্তা'রই অবদান বললে অত্যুক্তি হবে না।[৩৯০]

সর্বদিক দিয়েই গ্রন্থটি মর্যাদাপূর্ণ। ইমাম মালিকের (র.) সমকালীন মুসলিম জাহানের অধিপতি খলীফা হারুনুর রশীদ এ গ্রন্থের যথার্থ মূল্যায়নের জন্য এটিকে কাবাগৃহে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালিক তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।[৩৯১] এর বিশুদ্ধতা অনুধাবন করে যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও হাদীস বিশারদগণ ইমাম মালিক (র.) থেকে এটি শ্রবণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল-মুবারক (মৃত্যুঃ ১৮১ হি.), মানসূর ইবন সালামাহ (মৃত্যুঃ ২৩৫ হি.) ও ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন (মৃত্যুঃ ২৩৩ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া সূফী, ফকীহ ও মুজতাহিদগণের মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ (মৃত্যুঃ ২০৪ হি.), যুননূন মিসরী (মৃত্যুঃ ২৪৮ হি.), খলীফাগণের মধ্যে আল-মাহদী ও আল-হাদী প্রমুখ এ গ্রন্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ থেকে অতি সহজেই এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

৪. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃত্যুঃ ২৪১ হি.)

তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ, উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো- আবূ 'আব্দিল্লাহ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হিলাল ইবন আসাদ ইবন ইদরীস

---

৩৯০. সাদেক শিবলী জামান, *ইমাম মালেক (র.)* (ঢাকাঃ রহমানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭ খ্রী.), পৃ. ১৩০।

৩৯১. *আল-হিত্তাহ*, পৃ. ১৬১।

আস-সুদূসী আশ-শায়বানী আয-যুহলী।[৩৯২] তিনি ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৯৩] কোন কোন জীবনীকার লিখেছেন যে, তিনি খুরাসানের মার্ব নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে অধিকাংশ জীবনীকার বাগদাদে তাঁর জন্ম হওয়াকে যুক্তিসঙ্গত হিসেবে দাবি করেন।[৩৯৪]

হাদীস চর্চা

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল সমকালীন খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট গমন করে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি কূফা, মক্কা, মদীনা, বসরা, সিরিয়া, ইয়ামান, জাযীরাহ্ প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করেন।[৩৯৫] তিনি হাদীস সংগ্রহাভিযানে বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন। কোন বর্ণনাকারী থেকে হাদীস শ্রবণ করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা লিখে না রাখতেন। যেন শ্রুত এবং লিখিত হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরিত্যের সৃষ্টি না হয়। *আল-মুসনাদ* গ্রন্থ ইমাম আহমাদের কর্মময় জীবনের উজ্জ্বল কীর্তি। তিনি ষোল বছর বয়সে উপনীত হলে হাদীস সংগ্রহাভিযানে ব্রতী হন। দীর্ঘকাল যাবৎ হাদীস সংগ্রহ করে ১৮০ হিজরীতে সংগৃহীত হাদীসের মাধ্যমে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশায় সুবিন্যস্ত হয়নি। মূলতঃ তাঁর পুত্র ‘আব্দুল্লাহ্ এটি সাজিয়েছেন।[৩৯৬]

হাদীস গ্রহণে অনুসৃত নীতি

ইমাম আহমাদ হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। তাঁর এ নিজস্ব নীতিমালার আলোকে তিনি হাদীস যাচাই করে কেবল সহীহ্ হাদীস গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে আবূ মূসা আল-মাদীনী লিখেছেন যে,

أن أحمد بن حنبل شرط فيه أن لايخرج إلا حديثا صحيحا[৩৯৭]

‘ইমাম আহমাদের হাদীস গ্রহণের শর্ত হলো, তিনি কেবল সহীহ্ হাদীসই তাখরীজ করবেন।’ ফলে তিনি তিন সনদ বিশিষ্ট হাদীস গ্রহণের প্রতি বিশেষ

---

৩৯২. *ওয়াফায়াতুল ‘আ’ইয়ান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮; *তারীখু বাগদাদ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৫; *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০; *তারীখু দিমাস্ক আল-কাবীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১।

৩৯৩. *কাশফুয যুনূন*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮; *আল-লুবাব ফী তাহরীরিল আনসাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪;

৩৯৪. *তারীখু দিমাস্ক আল-কাবীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১।

৩৯৫. *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৮৫; *মিফতাহুস সা’আদাহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮।

৩৯৬. হায়াতুল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, পৃ. ১৬৯।

৩৯৭. ড. হামযাহ্ আন নাশরাতী, *আহমাদ ইবন হাম্বাল* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাশরাতী, তাবি), পৃ. ৩৫৯।

গুরুত্ব দেন। কারণ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও বর্ণনাকারীর মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনজন হলে হাদীসের বিশুদ্ধতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে তিনি ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসের ক্ষেত্রে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করতেন না; কিন্তু *হুদূদ কাফ্ফারা* ও *ফারায়িয* বিষয়ক হাদীস গ্রহণে তাঁর নীতি ছিল কঠোর। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন,[৩৯৮]

إذا جاء الحديث فى فضائل الأعمال وثوابها وترغيبها تساهلنا فى إسناده وإذا جاء الحديث فى الحدود والكفارات والفرائض تشددنا فيه

'ফযীলত, সওয়াব ও তারগীব সংক্রান্ত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা সনদের চুলচেরা বিশ্লেষণের পরিবর্তে সহজতা অবলম্বন করি; কিন্তু হুদূদ কাফ্ফারা ও ফারায়িয সম্পর্কিত হাদীসের ক্ষেত্রে সনদের বিষয়ে আমরা কঠোরতা আরোপ করি।'

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) উল্লেখিত শর্তাবলীর মাধ্যমে *আল-মুসনাদ* হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি ষোল বছর বয়সে হাদীস অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং মুখস্থ করার মাধ্যমে তা লিখে রাখতে শুরু করেন। এরপর সারাটি জীবন তিনি হাদীস নিয়েই গবেষণা করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করলেন যে, তাঁর সন্তান ও পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করে হাদীসের এ বিরাট সংকলনটি আদ্যপান্ত পাঠ করে শুনাবেন, তখন তিনি তাঁর সংগৃহীত সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস বাছাই করে ত্রিশ হাজার হাদীস নির্বাচন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের সংযোজনের ফলে শেষ পর্যন্ত এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজার।[৩৯৯]

এ গ্রন্থে অনুসৃত নীতিমালার আলোকে যে সমস্ত হাদীস উৎকলিত হয়েছে তা ইমাম আবূ দাউদ অনুসৃত নীতিমালার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সুনানু আবী দাউদে এমন রাবীর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুসনাদ গ্রন্থে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।[৪০০] কোন রাবীর হাদীস সংযুক্ত করার পর যদি উক্ত রাবী অথবা তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয় না হওয়া অনুমেয় হয় তাহলে ইমাম আহমাদ তা পরিত্যাগ করেছেন।[৪০১]

---

৩৯৮. 'আবদুল গণী আদ দাকার, *আহমাদ ইবন হাম্বল* (দামিস্ক: দারুল কলম, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৪৮।

৩৯৯. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ্* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ১১১।

৪০০. হায়াতুল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, পৃ. ১৭৩।

৪০১. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *আল-কাওলুল মুসাদ্দাদ ফীয যাব্বি 'আনিল মুসনাদ লি-ইমাম আহমদ* (কায়রো: মাকতাবাহ ইমাম ইবন তায়মিয়াহ্ ১৪০১ হি.), পৃ. ৪৮, ছুলাছিয়াতু মুসনাদিল ইমাম আহমদ, পৃ. ১৭।

মুসনাদ পদ্ধতিতে এ গ্রন্থে ত্রিশ হাজার হাদীস উৎকলিত হয়েছে। তবে ড. আহমদ আমীনের মতে, এতে চল্লিশ হাজার হাদীস সন্নিবদ্ধ হয়েছে। তন্মধ্যে দশ হাজার হাদীস পুনরোল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন যে, সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করে এ গ্রন্থে ত্রিশ হাজার হাদীসকে স্থান দেয়া হয়।

এ গ্রন্থে সাত শত বিশ্বস্ত সাহাবীর প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহ উৎকলিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আহমাদের পুত্রও এ গ্রন্থে কিছু হাদীস সংযুক্ত করেছেন,[৪০২] এবং এতে কেবলমাত্র সহীহ্ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। এতে বর্ণনাকারীদের নামের ক্রমানুসারে হাদীসগুলো সাজানো হয়েছে। *কিতাবুল আতরাফ*-এর সাজানো পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীসের রাবীগণকেও সাজানো হয়েছে।[৪০৩]

চার খলীফা ও *আশারায়ে মুবাশ্শারাহ* সাহাবী দ্বারা এ গ্রন্থের সূচনা করা হয়েছে।[৪০৪] এতে সহীহ্ হাদীসের পাশাপাশি কিছু দুর্বল হাদীসও স্থান লাভ করেছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদের পুত্র 'আব্দুল্লাহর বক্তব্য হলো, এ গ্রন্থে কোন দ'ঈফ ও মাতরূক হাদীস উল্লিখিত হয়নি।[৪০৫]

হাফিয আল ইরাকীর মতে এ গ্রন্থে নয়টি সমালোচিত হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আল-'আসকালানী উল্লেখিত নয়টি হাদীসের সঙ্গে আরো পনেরটি হাদীস যুক্ত করেছেন। ইবনুল জাওযীর আল-মাওদূ'আত গ্রন্থে যে সমস্ত জাল হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, তার মধ্য থেকে প্রায় ৩৮টি হাদীস এ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। ইবনু হাজার আল-'আসকালানী এ সমস্ত সমালোচিত হাদীসের বিশুদ্ধতার পক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[৪০৬] এছাড়া এতে প্রায় তিনশত ছুলাছী হাদীস স্থান লাভ করেছে।[৪০৭] এতে এমন অভিনব হাদীস স্থান লাভ করেছে যা অপরাপর হাদীস গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। তাই তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের সকল পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ এ গ্রন্থের গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করে বলেন,

إنه أجمع كتب السنة للحديث و أصحها بعد الصحيحين[৪০৮]

'মুসনাদে আহমাদ সহীহাইনের পরে হাদীসের সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।'

---

৪০২. *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১; মিফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৩৬।
৪০৩. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ১০৫।
৪০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।
৪০৫. কাশফুয যুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩০।
৪০৬. *Encyclopaedia of Islam*, Vol-I, pp. 273-274.
৪০৭. দেখুনঃ *আল-মুসনাদ* গ্রন্থ।
৪০৮. *বুলুগুল আমানী মিন আসরারি ফাতহির রাব্বানী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।

৫. ইমাম শাফি'ঈ (মৃত্যু: ২০৪ হি./ ৮২০ খ্রী.)

তাঁর নাম মুহাম্মাদ। কুনিয়াত আবূ 'আব্দিল্লাহ। উপাধি *নাসিরুস সুন্নাহ*। নিসবতী নাম শাফি'ঈ। তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ শাফি'ঈর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে তাঁকে *শাফি'ঈ* বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো, মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস ইবন 'আব্বাস ইবন 'উছমান ইবন শাফি'ঈ ইবন সায়িব ইবন 'উবাইদ আল-কুরাইশী আল-হাশিমী আল-মুত্তালিবী।[৪০৯] তাঁর বংশ পরম্পরা সর্বশেষ 'আব্দ মানাফের সাথে মিলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইমাম শাফি'ঈ ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গাযা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.) যে দিন ইন্তিকাল করেন, সেদিন ইমাম শাফি'ঈর জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন দু'বছর তখন তিনি স্বীয় মাতার সঙ্গে সিরিয়া ত্যাগ করে হিজায গমন করেন।[৪১০]

শিক্ষা

ইমাম শাফি'ঈ মাত্র সাত বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফয করেন এবং দশ বছর বয়সে ইমাম মালিকের *মু'য়াত্তা* গ্রন্থ মুখস্থ করেন। এরপর দশ বছর ধরে হুযাইল গোত্রে অবস্থান করে আরবী ভাষা ও কবিতায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। অতপর অতি অল্প সময়ে তিনি হুযাইল গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে সমাদৃত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষা সাহিত্যের ইমাম আসমা'ঈ স্বয়ং ইমাম শাফি'ঈ থেকে হুযাইল গোত্রের কবিতা শুদ্ধ করে নিতেন। এরপর ইমাম শাফি'ঈ মক্কার মুফতী মুসলিম ইবন খালিদ আল-মুনযিরের নিকট ফিক্হ অধ্যয়ন করেন।[৪১১] মক্কায় ইমাম শাফি'ঈর শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত ঘটে এবং এখানে তিনি বহুদিন ধরে বড় বড় বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করেন। কেননা প্রথম দু'শতক ধরে মক্কাই ছিল ইসলামের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রভূমি। ইবনু 'আব্বাসের ছাত্রগণ মক্কায় জ্ঞান চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। ইমাম শাফি'ঈ ১২ বছর এ ভূমিতেই জ্ঞান চর্চা করেন। ১৩ বছর বয়সে তিনি মদীনায় গমন করে ইমাম মালিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট আট মাস অবস্থান করে আবার মক্কায় ফিরে

---

৪০৯. *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬; *আন নুযূমুয যাহিরাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬; *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

৪১০. *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০।

৪১১. *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬।

আসেন। এ ছাড়া তিনি বাগদাদ ও মিসর পরিভ্রমণ করে সেখানকার খ্যাতনামা জ্ঞান তাপসদের নিকট বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন।[৪১২]

অতঃপর ইমাম শাফি'ঈ নাজরানের 'আমিল নিযুক্ত হন। কিন্তু ইয়ামানের ওলী অত্যাচারী ছিলেন। ইমাম সাহেব তাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছিলেন একজন নির্ভিক কণ্ঠস্বর ও কঠিন প্রতিবাদী। ফলে ইয়ামানের ওলী খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট ইমাম শাফি'ঈর বিরুদ্ধে *আহলে বাইতের* প্রাধান্য প্রদান এবং শী'আ মতবাদ অবলম্বনের মিথ্যা অভিযোগ করেন। ফলে খলীফার নির্দেশক্রমে ইমাম শাফি'ঈকে বাগদাদে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়। এ সময় বাগদাদের কাযী ইমাম মুহাম্মাদ খলীফার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ উল্লেখিত বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈর নির্দোষিতার জন্য সুপারিশ করেন। ফলে খলীফা হারুন সম্মানের সাথে তাঁকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন। এ ঘটনার পর ইমাম মুহাম্মাদের সাথে ইমাম শাফি'ঈর সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠে। অবশেষে তিনি ইমাম মুহাম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে তিন বছর অতিবাহিত করেন। তিনি এ সময় ইমাম মুহাম্মাদ থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি তাঁর থেকে এত বেশি উপকৃত হয়েছিলেন যে, বাগদাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি ইমাম মুহাম্মাদ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন,

خرجت من بغداد و قد حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير

'ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসানের 'ইল্‌ম থেকে উটের বোঝা পরিমাণ 'ইল্‌ম নিয়ে আমি বাগদাদ হতে প্রত্যাবর্তন করলাম।'[৪১৩] অতঃপর তিনি বাগদাদ থেকে মক্কায় ফিরে এসে মসজিদুল হারামে নিয়মিত ফিক্‌হ ও হাদীসের দার্‌স দিতে থাকেন। নয় বছর কাল মক্কায় অবস্থান করার পর তিনি আবার ইরাকে 'ইল্‌মী সফর করেন। এ সময় তাঁর ফিক্‌হী চিন্তাধারার পরিপক্কতা লাভ করে এবং তাঁর পূর্ববর্তী ফিক্‌হী দর্শনের পরিবর্তন ঘটে। তিনি কিছু কিছু মত পরিবর্তন করেন এবং তাতে নতুন তথ্য দ্বারা সমন্বয় সাধন করেন, যা পরবর্তীকালে قول جديد নামে পরিচিতি লাভ করে।[৪১৪]

---

৪১২. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ৮৮-৮৯।

৪১৩. *আয়িম্মা আরবা'আ*, পৃ. ১৪২-১৪৩; *ফাতওয়া ও মাসাইল*, পৃ. ১০৪-১০৫।

৪১৪. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ৯১-৯২।

হাদীস চর্চা

ইমাম শাফি'ঈ (র.) সমকালীন হাদীসের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করে গভীর পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি হাদীসের বিশুদ্ধতা, দুর্বলতা, *'ইল্মুর রিজাল*, *'ইল্মু জারাহ্ ওয়াত তা'দীল* সম্পর্কে অভূতপূর্ব জ্ঞানার্জন করেন। সমকালীন 'আলিমগণ 'ইল্মুল হাদীসে তাঁর পাণ্ডিত্য অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে হাদীস শাস্ত্রের প্রদীপ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'ইমাম শাফি'ঈ ছিলেন, হাদীসের ধারক ও কর্ণধার হিসেবে উজ্জ্বল প্রদীপ।'[৪১৫]

ইমাম শাফি'ঈ যে যুগের ইমাম ছিলেন সে যুগে ঐ সমস্ত সংকলিত হাদীসের আলোকে ফিক্হে হানাফী ও ফিক্হে মালিকী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; যার উপর সাহাবী এবং তাবিঈ'গণের 'আমল ছিল। এ যুগে মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ গ্রন্থে *মারফূ'* হাদীসের সাথে সাহাবী এবং তাবিঈ'গণের বক্তব্যও সংযুক্ত করতেন। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর যুগে মারফূ' হাদীসের সাথে *মাওকূফ* এবং *মাকতূ'* হাদীসের সংযুক্তিকরণের প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। তদ্রূপ *মুসনাদ* ও *মুরসাল* হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের প্রচলিত রীতিরও পরিবর্তন ঘটে। মুহাম্মাদ ইবন জরীর আল-তাবারী বলেন, তাবি'ঈগণ *মুরসাল* হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করতেন। তাঁদের পরবর্তী দু'শতাব্দী পর্যন্ত *মুরসাল* হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন ইমামই দ্বিমত পোষণ করতেন না। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মুসনাদ হাদীসের অবর্তমানে কেবলমাত্র মুরসাল হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৪১৬]

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর যুগে হিজায, শাম, মিসরসহ মুসলিম দেশগুলো থেকে হাদীসের বিভিন্ন অনুজ্ঞা এবং প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ সাহাবীগণের হাদীস সংগৃহীত হয়েছিল। এ সংগৃহীত রিওয়ায়াতের মধ্যে কিছু রিওয়ায়াত এমন ছিল যে, যার উপর সাহাবী, তাবি'ঈ, সলফে সালেহীনের 'আমল না থাকায় সেগুলোকে দলীলযোগ্য রিওয়ায়াত হিসেবে বিবেচিত হত না। ইমাম শাফি'ঈ এ বিষয়েও দ্বিমত পোষণ করেছেন। কেননা সাহাবী ও তাবি'ঈগণ প্রত্যেক মাসআলার সমর্থনে হাদীস অনুসন্ধান করতেন। যখন তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীস পেতেন না

---

৪১৫. প্রফেসর 'আব্বাস ইউনুস্, *হায়াতুল ইমাম শাফি'ঈ* (আইসিসকো: মুনাযাম্মাতুন নাশ্‌র ওয়াত তাওযী' ১৯৯৪ খ্রী.), পৃ. ৭৪।

৪১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬।

তখন তাঁরা অপরাপর দলীল অনুসন্ধানে ব্রতী হতেন। এ জন্য ইমাম শাফি'ঈ এ ধরনের সমস্ত রিওয়ায়াতকে 'আমলযোগ্য হিসেবে ঘোষণা দেন। যেমন- قلتين সম্পর্কিত হাদীস পূর্ববর্তী যুগে প্রসিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর যুগে এটি 'আমলযোগ্য হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম শাফি'ঈ এ হাদীসের উপরে স্বীয় মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেন।[৪১৭] তিনি *কিতাবুল উম্ম* গ্রন্থে الماء الراكد শীর্ষক পরিচ্ছেদে قلتين সম্পর্কিত হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।[৪১৮] ইমাম শাফি'ঈ এ গ্রন্থে এমন হাদীস দিয়ে দলীল উপস্থাপন করেছেন, যাদ্বারা ইসলামী শরী'আতে হাদীসের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। একজন পাঠক *কিতাবুল উম্ম* অধ্যয়ন করলে জানতে পারবেন যে, কিভাবে ইমাম শাফি'ঈ হাদীস দিয়ে বিভিন্ন বিষয় যুক্তি-তর্ক ও মুক্তবুদ্ধির আলোকে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। আল্লাহ ইমাম শাফি'ঈর উপর রহমত বর্ষণ করুন। কেননা তিনি মানুষের জন্য ইজতিহাদের পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং অন্ধ অনুকরণ প্রতিহত করেছেন। সর্বোপরি বিশ্ব মানবতার মাঝে জ্ঞানের পথ প্রসারিত ও আলোকিত করেছেন।[৪১৯]

হাদীস গ্রহণে অনুসৃত নীতি

ইমাম শাফি'ঈ সর্বপ্রথম হাদীস যাচাই বাছাইয়ের মূলনীতি অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রণীত এই মূলনীতি *মুস্তালাহুল হাদীস* নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর পূর্বে এ ধরনের কোন পরিভাষা বিজ্ঞান প্রণীত হয়নি বলে মুহাদ্দিসগণ মনে করেন।[৪২০] তিনি বলেন,

إذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو سنة[৪২১]

'যদি হাদীস রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয় এবং সনদ যদি শুদ্ধ হয় তাহলে তা হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত হবে।'

ইমাম শাফি'ঈ *শায* হাদীস গ্রহণ করতেন না। তিনি *শায*কে হাদীস মনে করতেন না। অনুরূপভাবে সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকলে সে হাদীস গ্রহণ করতেন না। তবে তিনি ইবনুল মুসাইয়্যিবের *ইনকিতা'* গ্রহণ করতেন। হাদীস বর্ণনাকারীর চরিত্রের

---

৪১৭. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ৯০-৯৫।

৪১৮. ইমাম শাফি'ঈ, *কিতাবুল উম্ম*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৯৯০ খ্রী.), পৃ. ১৭-১৯।

৪১৯. *কিতাবুল উম্ম*, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৫।

৪২০. 'আব্দুল গণী আদ্‌দাকার, *আল-ইমামুশ শাফি'ঈ* (দামিস্ক: দারুল কলম, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ২০৭।

৪২১. *আদাবুশ শাফি'ঈ ওয়া মানাকিবুহু*, পৃ. ২৩২।

চুলচেরা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে তিনি হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করতেন। এই জন্য কোন্ বর্ণনাকারী সৎ ও ন্যায় নিষ্ঠাবান; আবার কোন্ বর্ণনাকারী ন্যায় পরায়ণ নন, তা তাঁর নখদর্পনে ছিল। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইবনু 'আব্দিল হাকিম বর্ণনা করেন, আমি ইমাম শাফি'ঈকে হারাম ইবন 'উসমান সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, হারাম ইবন 'উসমান থেকে হাদীস গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা হাদীস বর্ণনার জন্য যে গুণাবলীর অধিকারী হওয়া দরকার তা হারাম ইবন 'উসমানের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না।[৪২২]

ইমাম শাফি'ঈ *মুরসাল* হাদীস গ্রহণ করতেন না। তাঁর মতে হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য সনদের বলিষ্ঠতা অতিশয় জরুরী। তাই কোন বর্ণনাকারী *ইরসাল* করলে তাঁর বর্ণিত উক্ত হাদীস কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ তিনি যদি তাঁর উর্ধ্বতন শায়খকে বাদ দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতে পারেন, তাহলে তিনি হাদীসের মূল ভাষ্যের ব্যাপারেও হেরফের করতে পারেন।[৪২৩]

ইমাম শাফি'ঈ উল্লেখিত শর্তাবলীর আলোকে হাদীস সংকলন করেন। *'কিতাবুল উম্ম'*-এর পাশাপাশি তাঁর একটি *মুসনাদ গ্রন্থ*ও রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মুসনাদ শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে ইমাম শাফি'ঈর এ গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি এ গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ ফিক্হ গ্রন্থের অধ্যায় অনুরূপ সুবিন্যাস্ত করেন। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ফিক্হ পদ্ধতি ও নীতিমালা ব্যবহার করেছেন। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে, এতে পুনরুল্লেখসহ এক হাজার সাতশত পঁচাত্তরটি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬. ইমাম বুখারী (মৃত্যু: ২৫৬ হি. / ৮৬৯ খ্রী.)

এ পৃথিবীতে যে সমস্ত পণ্ডিত ও মুহাদ্দিসের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস লালন ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে **ইমাম বুখারী (রহ.)** ছিলেন তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও চরম পারঙ্গমতার কারণে তিনি হাদীসের বিশ্ববিশ্রুত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। বাল্যকাল থেকে হাদীসের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহা তাঁকে মহামতি ইমামের আসনে অভিষিক্ত করেছে। দীর্ঘ ষোল বছর বছর ধরে তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে দুর্গম ও

---

৪২২. *প্রাগুক্ত*।
৪২৩. *প্রাগুক্ত*।

গিরিসংকুল পথ অতিক্রম করে তিনি ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন।[৪২৪]

হাদীস চর্চা

ইমাম বুখারী ২০৫ হিজরীতে হাদীস শ্রবণ শুরু করেন এবং ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত নিজ শহর বুখারাতে সমসাময়িক প্রথিতযশা মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। অতঃপর ২১০ হিজরীতে বিদেশ গমন করেন। তিনি সর্বপ্রথম স্নেহময়ী মা ও বড় ভাই আহমাদের সাথে ১৬ বছর বয়সে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় নীত হন। মা ও ভ্রাতা হজ্জ কার্য সম্পাদন করে বুখারায় চলে আসেন। কিন্তু তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য মক্কায় থেকে যান। এ নগরী ছিল তৎকালীন খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের মিলনস্থল। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি খ্যাতিমান হাদীস বিশারদ 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র আল-হুমায়দীর[৪২৫] (মৃত্যু: ২১৯ হি.) দরবারে হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য উপনীত হন। এ সময় তিনি ছিলেন মাত্র ১৮ বছরের যুবক। ইমাম বুখারী (রহ.) হুমায়দীর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তাঁর এবং এক শিষ্যের মধ্যে কোন একটি হাদীস নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। হুমায়দী যখন ইমাম বুখারীকে দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, দরবারে এমন ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, যিনি আমাদের মাঝে হাদীস সম্পর্কে বিরাজমান মতবিরোধ ফায়সালা করবেন। ইমাম বুখারী বলেন, আমি হুমায়দীর পক্ষে রায় দিলাম। কেননা উক্ত বিষয়ে তাঁর মত ছিল সঠিক।[৪২৬] ইমাম বুখারী মক্কায় অবস্থানকালে আবূল ওয়ালীদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-আরযাকী[৪২৭], 'আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযিদ আল-মুকরী[৪২৮], ইসমা'ঈল ইবন সালিম

---

৪২৪. মূল ভাষ্য: جمع نحو ست مائة الف حديث اختارمنها فى صحيحه ما واثق بروايته وهو اول من وضع فى الاسلام كتابا على هذا النحو যিরাক্‌লা, *আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: দারুল 'ইল্‌ম লিল মালাইঈন, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ৩৪।

৪২৫. আল-হুমায়দী: 'আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়র আল-হুমায়দী ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতকের একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। প্রায় দশ হাজার হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি ২১৯ হিজরীতে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। দ্র: *ইবনু সা'দ আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৫ম খণ্ড. পৃ. ৫০২; *আত্-তারীখুল কাবীর*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খণ্ড (আল-হিন্দ, তাবি), পৃ. ৪১৩; *আল-'ইবার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারাহ্*, ১ম খণ্ড (মিসর: আল-মাতবা'আতুশ শারকিয়্যাহ্, তাবি), পৃ. ৩৪৭; আস্ সুবকী, *আত-তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: 'আলামুল কুতুব, তাবি), পৃ. ১৪০।

৪২৬. তাকীউদ্দীন নদবী, *আল-ইমামুল বুখারী* (দামিশ্ক: দারুল কলম, ১৯৮৭ খ্রী.), পৃ. ৩৮।

৪২৭. আল-আরযাকী: আবূল ওয়ালীদ আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-আরযাকী ছিলেন মক্কার অধিবাসী। তাঁর পূর্বপুরুষ ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ২৪৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র: ইবনুন নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, তাবি), পৃ. ১১২; যিরকালী, *আল-লুবাব*, ১ম

আল-সায়েগ প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। এছাড়া মক্কায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হজ পালনের উদ্দেশ্যে আগত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন।[৪২৯]

মক্কা নগরীতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার পর ইমাম বুখারী মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করেন। তৎকালীন মদীনাতেও মক্কার ন্যায় হাদীস চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তিনি এখানে এসে যে সমস্ত জ্ঞান তাপসদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন তাঁরা হলেন, ইবরাহীম ইবনুল মুন্‌যির আল-হিযামী[৪৩০], ইবরাহীম ইবন হামযাহ্[৪৩১], আবূ ছাবিত মুহাম্মাদ ইবন 'উবায়দুল্লাহ[৪৩২], 'আব্দুল 'আযীয ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-উয়ায়সী[৪৩৩] এবং ইয়াহ্ইয়া ইবন কুযা'আহ্[৪৩৪] প্রমুখ। ইমাম

খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাব আল 'আরাবী, ১৯৮৭ খ্রী.), পৃ. ৩৭; *আল-আ'লাম,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৩; *হাদিয়াতুল 'আরিফীন,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১১।

৪২৮. আল-মুক্রীঃ তাঁর পূরো নাম হলো আবূ 'আব্দির রহমান 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ আল-মাখযূমী আল-মাদানী আল-মুকরী আল-আওয়ার। তিনি ছিলেন হাদীসের হুজ্জাত। ইব্ন হিব্বান ও আল-ইজলী বলেন, আল-মুকরী হাদীস বর্ণনায় একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি ১৪৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহযীব,* ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৪২৯. ড.'আব্দুল গণী, *আল-ইমামুল বুখারী* (জিদ্দাঃ দারুল মানারা, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ১১৯; বুতরুস আল-বুস্তানী, *দায়িরাতুল মা'আরিফ,* ৫ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ্, তাবি), পৃ. ২২৯।

৪৩০. **আল-হিযামীঃ** ইবরাহীম ইবনুল মুনাযির আল-হিযামী আল-মাদানী ছিলেন হাদীসের একজন খ্যাতনামা ইমাম। হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। সিহাহ্ সিত্তার ইমামগণ তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ২৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৮৯; *তারীখু বাগদাদ,* ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ১৭৯-১৮১; ইবনু খালদুন, *আল-'ইবার,* ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-লুবনানী, ১৯৫৬ খ্রী.), পৃ. ৪২২; ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব,* ২য় খণ্ড (কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫০ হি.), পৃ. ৮৬।

৪৩১. **ইবনু হামযাহ্ঃ** তাঁর পুরো নাম ইবরাহিম ইবন হামযা ইবন মুহাম্মাদ ইবন হামযা ইবন মুস'আব আল-মাদানী, হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। তিনি রাবাযা শহরে এসে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন এবং ব্যবসা করতেন। প্রতি বছর তিনি মদীনায় দুই 'ঈদের নামায পড়তেন। বুখারী বলেন, তিনি ২৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহযীব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১।

৪৩২. **আবূ ছাবিতঃ** তিনি হলেন আবূ ছাবিত মুহাম্মাদ ইবন 'উবাইদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যায়িদ আল-উমূবী আল-মাদানী। তাঁর সম্পর্কে ইমাম দারা কুতনী বলেন, তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহযীব,* ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮-২৮৯।

৪৩৩. **আল-উয়ায়সীঃ** তাঁর পুরো নাম হলো আবুল কাসিম 'আব্দুল 'আযীয ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন 'আমর ইবন উয়াইস আল-কুরাশী আল-উয়ায়সী আল-মাদানী। সিহাহ্ সিত্তার ইমাম মুসলিম ছাড়া অপরাপর ইমামগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। আল-যাহাবীর মতে, তিনি ২২০ হিজরীর শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

বুখারী মদীনায় অবস্থান কালে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রওযা মুবারকের সন্নিকটে চন্দ্রালোকে *আত-তারীখুল কাবীর* নামক তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৩৫] ইমাম বুখারীর জীবনীকার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল-মুবারকপূরী উল্লেখ করেন যে, ইমাম বুখারী মক্কা-মদীনা, তায়িফ, তথা আরব উপদ্বীপে সর্বমোট ছয় বছর অবস্থান করে হাদীস শিক্ষা করেন।[৪৩৬]

ইমাম বুখারী হাদীস শিক্ষার জন্য একাধিকবার বাগদাদ নগরীতে গমন করেন। কোন কোন জীবনীকার উল্লেখ করেন যে, তিনি বাগদাদে সর্বমোট আটবার পদার্পণ করেন। তিনি যতবার বাগদাদে এসেছেন ততবার তিনি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল তাঁকে বাগদাদে থাকার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেন এবং খুরাসানে অবস্থানের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। ইমাম বুখারী শেষবারে বাগদাদে আগমন করে ইমাম আহমাদের শরণাপন্ন হন। সে সময় তিনি হাদীস বর্ণনা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৪৩৭] ইমাম আহমাদ ব্যতীত ইমাম বুখারী বাগদাদে যে সমস্ত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আল তাব্বা[৪৩৮], মুহাম্মাদ ইবন সাবিক[৪৩৯], শুরাইহ্ ইবন

দ্রষ্টব্যঃ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; *আত্-তারীখুল কাবীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩।

৪৩৪. **ইবন কুযা'আহ্ঃ** ইয়াহ্ইয়া ইবন কাছীর ইবন দিরহাম আল-আম্বারী হলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি হাদীস বর্ণনায় একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ২০০ হিজরীর পর মৃত্যুবরণ করেন। তবে ইবন আবী 'আসিম বলেন তাঁর মৃত্যু হয় ২০৬ হিজরীতে। দ্রষ্টব্যঃ *তাহ্যীবুত তাহযীব*, ১১ খণ্ড, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

৪৩৫. হাফিয জামালুদ্দীন আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল*, ১৬শ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৯৯৪ খ্রী.), পৃ. ৮৯; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।

৪৩৬. আল-মুবারকপূরী, *সীরাতুল ইমামিল-বুখারী* (বেনারসঃ ইদারাতুল বুহুছ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রী.), পৃ. ৫; ইবন 'আসাকির, *তারীখু মাদীনাতি দিমাস্ক*, ৫২শ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৪১৮ হি.), পৃ. ৫৮।

৪৩৭. *তাকীউদ্দীন নদভী*, পৃ. ৪১; *তারীখু মাদীনাতি দিমাস্ক*, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৬০।

৪৩৮. **আল-তাব্বাঃ** আবূ জা'ফার ইবন আত তুব্বা' মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন নাজীহ-আল-বাগদাদী। তিনি সিরিয়ার সীমান্তবর্তী আযিনা নামক শহরে বসবাস করতেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তাহ্র সকল ইমাম হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং চল্লিশ হাজার হাদীস মুখস্ত করেছিলেন এবং কখনও কখনও তিনি তাদলীস করতেন। তিনি ২২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্যীব*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।

৪৩৯. **ইবন সাবিকঃ** আবূ সা'ঈদ মুহাম্মাদ ইবন সাবিক আত্-তামীমী। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাগদাদে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন। ইমাম বুখারী সরাসরি তাঁর নিকট থেকে আদাব ও ওসায়া অধ্যায়ে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইয়া'কূব ইবন শায়বা বলেন ৩৫

নু'মান আস-সা'ঈদী[৪৪০], আবূ বকর ইবনুল আসওয়াদ, ইসমা'ঈল ইবনুল খলীল আল-কূফী[৪৪১], আবূ মুসলিম আল-মুস্তামলী[৪৪২] প্রমুখ।

ইমাম বুখারীর হাদীস শিক্ষার অদম্য স্পৃহা তাঁকে মিসর সফরে বাধ্য করে। তিনি বুক ভরা আশা নিয়ে পথের দূরত্বকে তুচ্ছ মনে করে মিসরে উপনীত হন এবং সেখানকার সমকালীন প্রথিতযশা ইমামদের নিকট দীর্ঘদিন ধরে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি মিসরে যাদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, 'উছমান ইবন সালিহ্ আস-সাহ্মী[৪৪৩], সা'ঈদ ইবন আবী মারইয়াম, আহমাদ ইবন সালিহ্, আহমাদ ইবন শাবীব, আসবাগ ইবনুল ফারাজ্, সা'ঈদ ইবন 'ঈসা আল-রুয়াইনী[৪৪৪], সা'ঈদ ইবন কাছীর আল-মিসরী[৪৪৫], ইয়াহ্ইয়া

شيخا صدوقا তিনি ২১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্যীব*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।

৪৪০. আস-সা'ঈদীঃ শুরাই ইবন নু'মান আস-সা'ঈদী আল কূফী। তিনি অল্প সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইমাম বুখারী তাঁর নিকট থেকে خلق أفعال العباد অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেন। সিহাহ্ সিত্তাহর চারজন ইমাম তাঁর নিকট থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্যীব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯০-২৯১।

৪৪১. আল-কূফীঃ তিনি হলেন আবূ 'আব্দিল্লাহ্ ইসমা'ঈল ইবন খালীল আল-খায্যায আল-কূফী। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, দারিমী, সান'আনী, আল-ফাসাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি ২২৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্যীব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

৪৪২. আল-মুস্তামিলীঃ আবূ মুসলিম 'আব্দুর রহমান ইবন ইউনূস ইবন হাশিম আর-রুমী আল-মুসতামিলী আল-বাগদাদী। আবূ হাতিম তাঁকে ছিকাহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আল-সিরাজ বলেন, আমি আবূ ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুর রহমানকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি তাঁর বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কেমন? এর জবাবে তিনি বললেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য বিশ্বস্ত। তিনি ২২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্যীব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৭-২৭১।

৪৪৩. আস্-সাহ্মীঃ আবূ ইয়াহইয়া 'উছমান ইবন সালিহ্ ইবন সাফওয়ান আস-সাহ্মী আল-মিসরী। হাদীস বর্ণনায় তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছিলেন। ইমাম বুখারী সরাসরি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ ও ইবন মাজাহ তাঁর ছেলে ইয়াহইয়ার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ২১৯ হিজরীতে। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্যীব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

৪৪৪. আল-রুয়াইনীঃ আবূ 'উছমান সা'ঈদ ইবন 'ঈসা ইবন তালীদ আল-রু'আইনী আল-মিসরী। ইমাম বুখারী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি বিচারকদের জন্য বই লিখতেন। তিনি ২৯১ হিজরীর ১৩ই জুলহাজ্জ ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্যীব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪।

৪৪৫. আল-মিসরীঃ আবূ 'উছমান সা'ঈদ ইবন কাছীর ইবন 'উফাইর আল-মিসরী। তিনি ১৪০ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মিসরের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাদীসের ইমাম। হাদীস ছাড়া আনসাব ও ইতিহাস বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ছিল আগাধ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, আমি মিসরে তিনটি আশ্চর্যময়ী জিনিস দেখেছি তা হলো, নীলনদ,

ইবন 'আব্দিল্লাহ্ ইবন বুকাইর[৪৪৬] প্রমুখ।

ইমাম বুখারী বসরা নগরীতে চার বার আগমন করে যে সমস্ত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীসের শিক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন[৪৪৭], ইমাম আবূ 'আসিম নাবীল[৪৪৮], সাফওয়ান ইবন 'ঈসা, বাদল ইবন মিহ্‌রাব, হারামী ইবন হাফ্‌স, 'আফ্‌ফান ইবন মুসলিম[৪৪৯], মুহাম্মাদ ইবন 'আর'আরা[৪৫০], আবূল ওয়ালীদ আল-তায়ালিসী[৪৫১], মুহাম্মাদ ইবন সিনান[৪৫২] ও আবূ হুযাইফা আল-নাহ্‌দী[৪৫৩] প্রমুখ।

পিরামিড ও সা'ঈদ ইবন 'উফাইর। তিনি ২২৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১০ম খণ্ড,পৃ. ৫৮৩-৫৮৬; *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায,* ২য় খণ্ড পৃ. ৩০৮; *শাযারাতুয যাহাব,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮।

৪৪৬. **ইবন বুকাইরঃ** আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহ্‌ইয়া ইবন বুকাইর আত-তামীমী আন-নায়শাপুরী। তিনি ছিলেন খুরাসানের বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ছোট বেলায় কয়েকজন তাবি'ঈ'কে দেখেছেন। তিনি ১৪২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইস্‌হাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াই তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমি ইয়াহ্‌ইয়ার মত বিজ্ঞ 'আলিম আর কাউকে দেখিনি।' ইমাম আহমাদও অনুরূপ উক্তি করেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আল-দারিমী, বায়হাকী সহ খ্যাতনামা মুহাদ্দিস তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবন আসলাম তাঁর সম্পর্কে বলেন, رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في المنام فقلت عمن اكتب قال عن يحيى بن يحيى। তিনি ২২৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *আত তারীখুল কাবীর,* ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১০; *শাযারাতুয যাহাব,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫১২-৫১৯।

৪৪৭. *তাকীউদ্দীন নদবী, আল ইমামুল বুখারী,* পৃ. ১২০; *তাবাকাতু শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা,* ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩; *সিয়ারু আ'লামিন* নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪;

৪৪৮. **'আসিম নাবীলঃ** আবূ 'আসিম আল যাহাক ইবন মাখ্‌লাদ ইবন যাহাক ইবন মুসলিম ইবন আয্‌-যাহাক আল-নাবীল হলেন, ইমাম বুখারীর শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি খোদাভীরু, দ্বীনদার ও পরনিন্দা বিমুখ ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন سمعت أبا عاصم يقول منذ عقلت أن الغيبة حرام ما إغتبت أحدًا قط। হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত। ইমাম বুখারীসহ ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ্‌, ইব্রাহীম ইবন ইয়া'কূব আল-জাওযানী, ইবন মুছান্না ও আবূ খায়ছামা প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ট হাদীস বিশারদগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তিনি ১২২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০-৪৮৫।

৪৪৯. **ইবন মুসলিমঃ** আবূ 'উছমান 'আফ্‌ফান ইবন মুসলিম ইবন 'আব্দিল্লাহ্ আস-সাফ্‌ফা আল-বাসরী। তিনি বাগদাদে নিবাস স্থাপন করেন। হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন অত্যধিক বিশ্বস্ত। খালফ ইবন সালিম বলেন, ما رأيت أحدًا يحسن الحديث الا رجلين بهز وعفان ইমাম বুখারী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্‌যীব,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-২০৯।

৪৫০. **ইবন 'আর'আরাঃ** আবূ-'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ 'আর'আরা ইবন আল-বারনূদ আস-সামী আন-নাজী। ইমাম বুখারী তাঁর নিকট থেকে বিশটি হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়া ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ২১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্‌যীব,* ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫।

৪৫১. **আল-তায়ালিসীঃ** আবূল ওয়ালীদ হিশাম ইবন 'আব্দিল মালিক আত্‌-তায়ালিসী প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, সমালোচক ও হাফিয। তিনি ১৩৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী, আবূ

ইমাম বুখারী কূফায় হাদীস শিক্ষা লাভের আশায় একাধিকবার আগমন করেন। এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেন, وَلَا أُحْصِيْ كَمْ مرةً دَخَلْتُ الكُوْفَةِ 'আমি কতবার কূফা নগরীতে পদার্পণ করেছি তা গণনা করতে পারবনা।'[৪৫৪] তিনি এ শহরে যাঁদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁরা হলেন, 'উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা[৪৫৫], আবূ না'ঈম, আহমাদ ইবন ইয়া'কূব, ইসমা'ঈল ইবন আযান, হাসান ইবন রবী', খালিদ ইবন মাখ্লাদ আল-বাজালী[৪৫৬], কাবাসাহ্ ইবন 'উকবাহ্, আবূ গাস্সান প্রমুখ।[৪৫৭]

ইমাম বুখারী ১৮ বছর বয়সে শামে হাদীস সংগ্রহের জন্য দু'বার ভ্রমণ

দাউদ, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ্, মুহাম্মাদ ইবন সা'দ বুন্দার, মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না ও আবূ-যুহলী প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। তিনি ২২৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাবাকাতু ইবন সা'দ,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৯; *মীযানুল ই'তিদাল,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০১; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৩৪৭।

৪৫২. **ইবন সিনানঃ** আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন সিনান আল-বাহিলী আল-বসরী। তিনি ছিলেন ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্র শিক্ষক। তিনি ২২৩ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্যীব,* ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪; *আল-'ইবার,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬।

৪৫৩. **আল-নাহ্দীঃ** আবূ হুযায়ফা মূসা ইবন মাস'উদ আন-নাহ্দী আল-বসরী। তিনি একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারীসহ সিহাহ্ সিত্তাহ্র অপরাপর মুহাদ্দিসগণও তাঁর নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি ৯২ বছর জীবিত থাকার পর ২২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্যঃ *আল-'ইবার,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১; *মীযানুল 'ইতিদাল,* ৪র্থ খণ্ড. পৃ. ২২১; *তাহযীবুত তাহযীব,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-১৩৯।

৪৫৪. *তারীখু মাদীনাতি দিমাস্ক,* ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫৮।

৪৫৫. **'উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসাঃ** আবূ মুহাম্মাদ আল-হাফিয 'উবাইদুল্লাহ ইবন মূসা ইবন আবীল মুখতার আল-কূফী। তিনি ১২৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস। কেউ কেউ তাঁকে শী'আ, রাফিযী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবূ মুসলিম আল-বাগদাদী তাঁকে পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ইমাম আহমাদ শী'আ হওয়ার কারণে তাঁর নিকট থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি। অবশ্য ইমাম বুখারী সরাসরি তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি ২১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *তাহযীবুত তাহ্যীব,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৮।

৪৫৬. **আল-বাযালীঃ** আবূল হায়ছাম খালিদ ইবন মাখলাদ আল-বাযালী আল-কূফী। কূফার *কাতওয়ান* নামক স্থানের সাথে নিসবত করে তিনি আল-কাতওয়ানী নামেও সম্বোধিত হন। তাঁর থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ইবন 'আদী আল কামিল গ্রন্থে বলেন, فاورد له عدة أحاديث منكرة ইমাম বুখারী তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো من عاد لى وليا فقد آذنته بالحرب তিনি ২১৩ হিজরীর মুহাররাম মাসে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্যঃ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩২৮।

৪৫৭. *তাকী উদ্দীন নদবী,* পৃ. ১২০-১২১; *সিয়ারু আ'লামিন* নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।

করেন।[৪৫৮] আবূ বকর ইবন আবী আয়াস বর্ণনা করেন যে, আমরা শামে যে সময় ইমাম বুখারী থেকে হাদীস লিখে নিতাম, সে সময় তিনি সর্বদা মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবীর দরজায় অবস্থান করতেন।[৪৫৯] ফিরইয়াবী ছাড়া তিনি শামে যে সমস্ত পণ্ডিতদের নিকট হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন,[৪৬০] আবূ-নুস্‌র ইস্‌হাক ইবন ইবরাহীম, আদম ইবন আবী ইয়াস[৪৬১], আবূল ইয়ামান আল-হাকাম ইবন নাফি' আল-হিমসী[৪৬২], খিতাব ইবন 'উছমান, সুলায়মান ইবন 'আবদুর রহমান, আবূল মুগীরা, 'আব্দুল কুদ্দূস ইব্‌ন হাম্মাম প্রমুখ।

হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী

ইমাম বুখারী যে সমস্ত শর্তের ভিত্তিতে হাদীস যাচাই-বাছাই করেছেন এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা সুনিশ্চিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো নিম্নরূপ:[৪৬৩]

১. হাদীস বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ হওয়া। এ পর্যায়ে ইমাম বুখারী বর্ণনাকারীর মুসলিম হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া, দুষ্কর্ম ও এর উদ্রেককারীর সকল বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া এবং শিষ্টাচারী হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। বর্ণনাকারী শিষ্টাচার বিবর্জিত কাজে অভ্যস্ত হলে তাঁর হাদীস মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেননি।

---

৪৫৮. *হাদয়ুস সারী*, পৃ. ৬৬৩।

৪৫৯. *প্রাগুক্ত*।

৪৬০. তাকী উদ্দীন নদবী, *আল-ইমামুল বুখারী*, পৃ. ১২০-১২১; বুতরুস আল-বুস্তানী, *দায়িরাতুল মা'আরিফ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৯।

৪৬১. ইবন আবী ইয়াসঃ আবূল হাসান আদম ইবন আবী ইয়াস আল-খুরাসানী আল-মারওয়াযী আল-বাগদাদী আল-'আসকালানী হলেন 'আসকালানের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। তিনি ১৩২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২২০ হিজরীতে ৮৮ বছর বয়সে মারা যান। ইমাম বুখারী তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। দ্রষ্টব্যঃ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৮; *তারিখু বাগদাদ*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭; *আল-'ইবার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; *সিফাতুস সাফওয়াহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৮; *তাহযীবুত তাহ্‌যীব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬; *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

৪৬২. আল-হিম্‌সীঃ আবূল ইয়ামান আল-হাকাম ইবন নাফি' আল-হিমসী আল-বাহরানী। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয ও হুজ্জাত। তিনি দামিস্কের হিম্‌স নগরীর একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস। হাদীস বর্ণনায় তাঁর বিশ্বস্ততার সুখ্যাতি রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবন মা'ঈন, দারিমী, ইমাম বুখারী প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ২২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯-৩২৫; *আত-তারীখুল কাবীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪।

৪৬৩. আবূ বকর কাফী, *মানাহিজুল ইমামিল বুখারী ফী তাসহীহিল আহাদীস ওয়া তা'লীলিহা* (কায়রোঃ দারু ইবনে হাযম, ২০০০ খ্রী.), পৃ. ৭১।

২. বর্ণনাকারী ফাসিক ও বিদ'আতী না হওয়া। বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিদ'আতী অথবা ফাসিক হলে তিনি তাঁর থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি। হাফিয ইবনু হাজার আল-'আসকালানী সহীহ্ বুখারীর ৬৯ জন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা বিদ'আতী ছিলেন বলে কেউ কেউ অভিযোগ এনেছেন। এর জবাবে তিনি বলেন, প্রথমে তাঁরা বিদ'আতী হলেও পরবর্তীতে তাঁরা বিদ'আত থেকে তাওবা করেছেন। অথবা তাঁরা অধিকাংশই এই অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন না। অথবা *মুতাবা'য়াত* এবং *শাহেদ*-এর ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকাংশ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩. হাদীসের সনদ পরস্পর মুত্তাসিল হওয়া। অর্থাৎ হাদীসের সনদের সকল স্তরে কোন বর্ণনাকারীর অপসারণ না হওয়া। কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে সনদ মুত্তাসিল হওয়া একান্ত জরুরী। এ জন্য ইবনু হাজার আল-'আসকালানী লিখেছেন যে,

فمدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل[৪৬৪]

'সনদ মুত্তাসিল হওয়া, বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত এবং যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার উপর হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল।'

ইমাম বুখারী এই নীতিমালার আলোকে সংগৃহীত হাদীসগুলো পরীক্ষা করে স্বীয় গ্রন্থে উৎকলিত করেন। এ জন্য তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম দেন الجامع الصحيح المسند। তিনি *মুত্তাসিল* সনদযুক্ত মারফূ' হাদীসগুলো সংকলন করার পর সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসংখ্য আয়াত, মাওকূফ হাদীস ও বিভিন্ন আছার দ্বারা তরজমাতুল বাব বেঁধেছেন।

৪. বর্ণনাকারীকে অবশ্যই পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে। স্মৃতিভ্রম অথবা দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে ইমাম বুখারী কোন হাদীস গ্রহণ করেননি।

ইমাম বুখারী সংগৃহীত ছয় লক্ষ হাদীস উপরিউক্ত নীতিমালার মানদণ্ডে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রায় চার হাজার হাদীসের সমন্বয়ে (পুনরুল্লেখ ব্যতীত) তিনি তাঁর *আল-জামি'* গ্রন্থ সংকলন করেন। এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে তার সময় লেগেছে ষোল বছর।[৪৬৫] হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম

---

৪৬৪. *হাদিয়ুস সারী*, পৃ. ১৩।

৪৬৫. এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেন- اخرجت هذا الكتاب من نحو ستمائة الف حديث و صنفته في ست عشر سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله দ্র.:, আস-সুবকী, *তাবাকাতু*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি এই হাদীসগুলো *মসজিদে নববীর মিম্বর* ও *রওযার* মধ্যবর্তী স্থানে বসে গ্রন্থাবদ্ধ করেন। প্রত্যেক হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওযূ ও গোসল করে দু'রাকা'আত নফল *সালাত* আদায় করতেন।[৪৬৬] এরপর *ইস্তিখারার* মাধ্যমে প্রত্যেক হাদীসের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হয়ে তা লিপিবদ্ধ করতেন।[৪৬৭] এজন্যই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 'আলিমগণ ঐকমত্যে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,

أصح الكتب بعد كتاب الله تحت السماء صحيح البخارى

'আল্লাহর কিতাবের পর আকাশের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো সহীহুল বুখারী।'[৪৬৮]

এ গ্রন্থে উৎকলিত সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা হলো চার হাজার। পুনরুল্লেখসহ সাত হাজার দুইশত পঁচাত্তর। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুস সালাহ (মৃত্যু: ৬৪৩ হি.) ও বদরুদ্দীন আল-'আইনী (মৃত্যু: ৮৫৫ হি.) এ সংখ্যার উপর একমত হয়েছেন। এ প্রসংগে সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)-এর মতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

جملة ما فى صحيح البخارى من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة و بحذف المكررة نحو أربعة آلاف

'সহীহ্ বুখারীতে সন্নিবেশিত সনদ যুক্ত হাদীসের মোট সংখ্যা হলো ৭২৭৫টি। পুনরুল্লেখিত হাদীস বাদ দিয়ে হিসাব করলে সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার।[৪৬৯]

শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১; আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরাআতুল জিনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫।

৪৬৬. এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বলেন- ماوضعت فى كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل نلك وصليت ركعتين - দ্র.: ইবন আবী ইয়া'লা, *তাবাকাতুল হানাবিলাহ্*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ২৫৬; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; *মিরাআতুল জিনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫; *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০।

৪৬৭. ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت وتيقنت صحته দ্র.: *তাদবীনুস সুন্নাহ্*, পৃ. ২৪৪।

৪৬৮. ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *ফাতহুল বারী, মুকাদ্দামা* (কায়রো: মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৫৯ খ্রী.), পৃ. ৫।

৪৬৯. শরফুদ্দীন আন নববী, *তাহযীবুল আসমা*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ৭৫।

ইমাম বুখারী গ্রন্থটি সংকলন করে ইমাম আহ্‌মাদ ইবন হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন ও 'আলী ইবনুল মাদীনীর সমীপে উপস্থাপন করলে তাঁরা এতে উৎকলিত হাদীসগুলোকে অতিশয় বিশুদ্ধ হিসেবে সাক্ষ্য দেন।[৪৭০]

৭. ইমাম মুসলিম (মৃত্যুঃ ২৬১ হি. / ৮৭৫ খ্রী.)

ইমাম মুসলিম (র.) ইরানের খোরাসান প্রদেশের নায়শাপুর নামক স্থানে ২০২ হিজরী / ৮১৭ খ্রীস্টাব্দে মতান্তরে ২০৬/৮২১ খ্রস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কোন কোন জীবনীকার উল্লেখ করেন যে, তিনি ২০৪/৮১৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৭১] বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর উপরোক্ত তিনটি তারিখের মধ্যে ২০৬ হিজরীতে তাঁর জন্ম গ্রহণের মতকে অতিশয় বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেন।[৪৭২] কথিত আছে যে, তাঁর জন্ম দিনে ইমাম শাফি'ঈর (রহ.) ইন্তিকাল হয়।

শিক্ষা

ইমাম মুসলিম স্বীয় পিতামাতার স্নেহ মমতায় লালিত-পালিত হন এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। শৈশবকাল থেকেই তিনি একজন অনন্য সাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন, সচ্চরিত্র, কোমলমতি বালকরূপে সহপাঠীদের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের ছাপ অংকন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নায়শাপুরের এক বিদ্যা নিকেতনে ভর্তি হয়ে 'ইল্‌মুল হাদীস চর্চা করতে আরম্ভ করেন। পাশাপাশি তিনি তাফসীর, তারীখ ও অন্যান্য ইসলামী অভিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি এ শিক্ষা নিকেতনে সর্বপ্রথম ২১৮ হিজরী / ৮৩৩ সনে হাদীসের দারসে বসতে আরম্ভ করেন। এ সময় এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সমকালীন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ইমাম আল-যুহলী। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মুসলিম একাগ্রচিত্তে হাদীস শ্রবন করতে থাকেন। উস্তাদগণের মুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করা ছাড়াও তিনি হাদীস লিখে রাখতেন। হাদীস লেখা শেষ হলে তিনি সহপাঠীদের মজলিসে পুনরালোচনা করতেন। এভাবে তিনি অতি অল্প সময়ে 'ইল্‌মুল হাদীসে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৪৭৩]

হাদীস চর্চা

ইমাম মুসলিম (র.) 'ইল্‌মুল হাদীসে ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলিম জাহানের

---

৪৭০. *মুকাদ্দামাতু ফাতহিল-বারী*, পৃ. ৭।
৪৭১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৮।
৪৭২. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ১৩৭।
৪৭৩. *ইমাম মুসলিম*, পৃ. ১৮।

বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র ভ্রমণ করেন।[৪৭৪] তিনি বাগদাদে একাধিকবার গমন করে সেখানকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবন মিহ্‌রান, আবূ গাসসান প্রমুখদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৪৭৫] এছাড়া তিনি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃত্যু: ২৪১ হি.), খালফ ইবন হিশাম আল-বাযযার (মৃত্যু: ২২৯ হি.), 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা আল কা'নাবী (মৃত্যু: ২২১ হি.), 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আওন (মৃত্যু: ২৩২ হি.) প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৪৭৬] তিনি হিজায, সিরিয়া, মিসর ও রাঈ-এ গমন করে খ্যাতনামা পণ্ডিতদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম বুখারীর নিকটও হাদীস শিক্ষা করেন। অতি অল্প সময়ে তিনি 'ইল্‌মুল হাদীসে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চারদিকে তাঁর নাম ও যশ, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা লাভের আশায় ভিড় জমাতে থাকেন। সমসাময়িক বড় বড় ব্যক্তিবর্গ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মূসা ইবন হারূন (মৃত্যু: ২৯৪ হি.), মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ (মৃত্যু: ৩৩১ হি.), আবূ হাতিম আল-রাযী (মৃত্যু: ২৭৭ হি.), ইমাম আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী (মৃত্যু: ২৭৯ হি.), আহমাদ ইবন সালামাহ (মৃত্যু: ২৮৬ হি.) প্রমুখ।[৪৭৭]

হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী

ইমাম মুসলিম সংগৃহীত হাদীসসমূহ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি এক্ষেত্রে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য বিশেষ শর্তারোপ করেন যা পরবর্তী কালে *শুরূতু মুসলিম* নামে অভিহিত করা হয়। ইমাম মুসলিম এমন হাদীস গ্রহণ করেন, যা প্রসিদ্ধ সাহাবী থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সনদের প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্মতভাবে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থের ভূমিকায় কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন। তা নিম্নরূপ:

১. তিনি কেবল সে সকল হাদীস গ্রহণ করেছেন যা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে। এ

---

৪৭৪. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ১৩৭।

৪৭৫. *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

৪৭৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৮-৬২।

৪৭৭. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ১৩৮।

পর্যায়ে তিনি রাবীগণের তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন। **প্রথম স্তর:** তিনি এমন সব হাদীস গ্রহণ করেছেন যা অন্যান্য হাদীসের তুলনায় অধিকতর ত্রুটিমুক্ত ও নিরাপদ। কেননা এ শ্রেণীর হাদীসের বর্ণনাকারীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বর্ণনা এবং দৃঢ়ভাবে হাদীস মুখস্থ করার অধিকারী। তাঁদের বর্ণিত হাদীসে বড় রকমের কোন মতানৈক্য কিংবা মারাত্মক ধরনের গরমিল নেই।[৪৭৮] **দ্বিতীয় স্তর:** এই স্তরের বর্ণনাকারীগণ মুখস্থশক্তি ও দৃঢ়তার গুণে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের ন্যায় গুণান্বিত নয়। আর যদিও তারা উল্লিখিত গুণাবলীর দিক দিয়ে প্রথম স্তরের বর্ণনাকারীগণ অপেক্ষা নিম্নস্তরের; কিন্তু প্রকাশ্যে তারা দোষমুক্ত ও ত্রুটিহীন। **তৃতীয় স্তর:** যে সেকল হাদীস বর্ণনাকারী অধিকাংশ মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে অভিযুক্ত, ইমাম মুসলিম তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস *মুনকার* ও অশুদ্ধ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাদের হাদীসও তিনি গ্রহণ করেননি। কোন রাবীর হাদীস *মুনকার* হওয়ার নিদর্শন হলো, তাঁর রিওয়ায়াত নির্মল স্মৃতি শক্তির অধিকারী ও সর্বজনমান্য অন্য কোন রাবীর রিওয়ায়াতের সামনে উপস্থাপিত হলে এটি তার রিওয়ায়াতের পরিপন্থী হয়। উক্ত রাবীর অধিকাংশ হাদীসের অবস্থা যখন এরূপ সাব্যস্ত হয় তখন তাঁর হাদীস বর্জিত হবে।[৪৭৯]

২. যে সকল বর্ণনাকারী নিজেদেরকে মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁদের অনেকেই দুর্বল ও *মুনকার* রিওয়ায়াতসমূহ বর্জনে ত্রুটি করেছেন, এমনকি সততা ও আমানাতের গুণে খ্যাত, নির্ভরযোগ্য রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ বর্ণনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা পরিহার করেছেন, অথচ তাঁরা এ বিষয়ে অবগত আছেন, ইমাম মুসলিম তাঁদের কোন রিওয়ায়াতই গ্রহণ করেননি।[৪৮০]

৩. হাদীসের উৎস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপার নিশ্চিত হওয়া, বর্ণনাকারী বিদ'আতী না হওয়া, পূর্ণ স্মৃতি-শক্তির অধিকারী হওয়া, আমানাতদারী, সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে অবগত হওয়ার পর ইমাম মুসলিম হাদীস গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,[৪৮১]

---

৪৭৮. সহীহ্ মুসলিম, *মুকাদ্দামাহ্*, পৃ. ১১।
৪৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬।
৪৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।
৪৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।

أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لايروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة فى ناقله وأن يتقى منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع

'সহীহ্ ও দুর্বল রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এবং নির্ভরযোগ্য ও অভিযুক্ত রাবীদের মধ্যে যে ব্যক্তি পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম, তার জন্য ওয়াজিব হলো, সে যেন কেবল এমন হাদীস বর্ণনা করে, যার উৎস সহীহ্ হিসেবে স্বীকৃত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী ত্রুটিযুক্ত নয়। আর সে যেন অভিযুক্ত ও উদ্ধত বিদ'আতী বর্ণনাকারী থেকে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকে।'

৪. হাদীসের রিওয়ায়াত ও সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণীয় হওয়ার জন্য কোন কোন শর্তের মিল না থাকলেও অধিকাংশ শর্তে উভয়ের মধ্যে মিল আছে, এমতাবস্থায় যেখানে যার সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণীয় নয়, সেখানে তার রিওয়ায়াতও গ্রহণীয় হবেন। তাই সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণীয় না হওয়ার দলীলই রিওয়ায়াত গ্রহণীয় না হওয়ার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।[৪৮২]

৫. হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই মুসলিম, বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্ক, ন্যায়পরায়ণ, শালীন ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে।[৪৮৩]

৬. হাদীসের সনদে فلان عن فلان উল্লেখিত হলে এবং উভয়ে একই যুগের লোক; কিন্তু একজন অপর জনের সাথে মিলিত হয়েছে কি না এবং সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না তা সুনিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে عنعنة পদ্ধতিতে এরূপ রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না।[৪৮৪]

৭. কোন বর্ণনাকারী শুধু একা কোন হাদীস বর্ণনা করলে উক্ত হাদীস গ্রহণীয় হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'আলিমদের নীতিসম্মত হতে হবে। অর্থাৎ উক্ত হাদীস বর্ণনাকারী *আহলুল 'ইল্ম* ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে এবং অপর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে হাদীস বর্ণনায় শরীক থাকতে হবে। এমনকি তাঁর হাদীস বর্ণনার সাথে অপরাপর বর্ণনাকারীদের সামঞ্জস্যতা অতীব প্রয়োজন; কিন্তু সে বর্ণনাকারী পরবর্তীতে এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয় বর্ণনা করে যা তার নির্ভরযোগ্য শরীক রাবীগণ বর্ণনা করেননি তখন তার অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণীয় হবে না।[৪৮৫]

৮. ইমাম মুসলিম হাদীসের সনদের বলিষ্ঠতা যাচাইয়ের মাধ্যমে হাদীস গ্রহণ

---

৪৮২. *প্রাগুক্ত*।

৪৮৩. *প্রাগুক্ত*।

৪৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০।

৪৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১।

করেছেন। কেননা হাদীস বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা বিচার না করে হাদীস বর্ণনা করা অথবা গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ হাদীস শুধু জ্ঞান নয়; বরং দ্বীন। সুতরাং অশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ করা হলে দ্বীন নষ্ট হয়ে যাবে। এমর্মে তিনি স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থের ভূমিকায় অনেক উক্তির অবতারণা করেছেন। যেমন:

মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বলেন,

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم[৪৮৬]

‘এই ‘ইল্‌ম (হাদীস শাস্ত্র) হলো দ্বীন। তোমরা কার কাছ থেকে স্বীয় দ্বীন গ্রহণ করছ, তার প্রতি দৃষ্টি দাও।’

তিনি আরো বলেন,[৪৮৭]

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

‘প্রথম যুগে লোকেরা হাদীসের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না; কিন্তু পরে যখন ফিতনার সূত্রপাত ঘটলো তখন তারা বলতে লাগল, তোমরা আমাদের নিকট তোমাদের হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম বল। যদি বর্ণনাকারী আহলুস সুন্নাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হত। আর যদি বর্ণনাকারী বিদ‘আতীদের অন্তর্ভুক্ত হত, তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হত না।’

সুলায়মান ইবন মূসা বলেন,

أتيت طاؤسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه[৪৮৮]

‘আমি তাউসের সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এই এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। একথা শুনে তাউস বললেন, যদি তোমার সেই ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে তার হাদীস গ্রহণ কর।’

---

৪৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।
৪৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১১।
৪৮৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

আবূ যিনাদ বলেন,

أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذهم الحديث يقال ليس من أهله[৪৮৯]

'আমি মদীনাতে একশ' লোক পেয়েছি যারা সকলেই ছিলেন মিথ্যা থেকে মুক্ত কিন্তু তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা হত না। কেননা তাদের সম্পর্কে বলা হত যে, তারা হাদীস বর্ণনার যোগ্য নন।'

ইবনুল মুবারক বলেন,[৪৯০]

الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شآء ما شآء

'ইসনাদ হলো দ্বীনের অংশ। যদি সনদ না থাকত তাহলে যার যা ইচ্ছে হয়, তা বর্ণনা করত।'

তিনি আরো বলেন,[৪৯১]

قلت لسفيان الثورى إن عباد بن كثير من تعرف حاله واذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن اقول للناس لاتأخذوا عنه قال سفيان بلى قال عبد الله فكنت إذا كنت فى مجلس ذكر فيه عباد اثنيتِ عليه فى دينه وأقول لاتأخذوا عنه

'আমি সুফইয়ান ছাওরীকে বললাম, আপনি তো 'আব্বাদ ইবন কাছীরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। সে যখন হাদীস বর্ণনা করে তখন সে অবান্তর কথা বলে। আপনি কি এটি ভাল মনে করেন, আমি মানুষকে একথা বলে দেই, তোমরা তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ কর না। সুফইয়ান ছাওরী বললেন, কেন নয়? নিশ্চয়ই। ইবনুল মুবারক বলেন, এরপর আমি যখন এমন কোন মজলিসে উপস্থিত থাকতাম, যেখানে 'আব্বাদের আলোচনা হত; তখন আমি তার দ্বীনদারী সম্পর্কে প্রশংসা করতাম; কিন্তু তার থেকে হাদীস গ্রহণ করতে নিষেধ করতাম।'

সহীহ্ মুসলিম সংকলন

ইমাম মুসলিম মুহাদ্দিসগণ থেকে **তিন লক্ষ হাদীস** শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করেন। ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে উপরিউক্ত নীতিমালার

---

৪৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।
৪৯০. *প্রাগুক্ত*।
৪৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

মানদণ্ডে **এক লক্ষ হাদীস** যাচাই বাছাই করে *আস-সহীহ্* গ্রন্থ সংকলন করেন।[৪৯২] গ্রন্থটি সংকলনের পর তৎকালীন প্রখ্যাত হাদীসের হাফিয ইমাম আবূ যুর'আর নিকট এর বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,

عرضت كتابى هذا على أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أنه علة تركته وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته ,

'আমি এ গ্রন্থটি আবূ যুর'আহ আর-রাযী-এর নিকট উপস্থাপন করলে তিনি যে সমস্ত হাদীসের সনদে ত্রুটি রয়েছে বলে সনাক্ত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি। আর যে সমস্ত হাদীস সম্পর্কে তিনি বিশুদ্ধ অভিমত পোষণ করেছেন, কেবল সেগুলো হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করেছি।'[৪৯৩]

হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিমের অনুসৃত শর্তাবলী ছিল অত্যন্ত কঠোর। তিনি এ কঠিন নীতিমালার আলোকে **তিন লক্ষ হাদীসের** বিশুদ্ধতা যাচাই বাছাই করে **তিন হাজার তেত্রিশটি হাদীস** এ গ্রন্থে স্থান দেন।[৪৯৪] প্রাচ্যবিদ ভিন্সেক-এর মতে এ গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের সংখ্যা **পাঁচ হাজার সাতশত একাশি।**

সহীহ্ মুসলিম বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হওয়ায় এর মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। আবূ 'আলী এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেন,[৪৯৫]

ما تحت اديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج فى علم الحديث

'আকাশের নিচে হাদীস শাস্ত্রে মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই।' এ প্রসঙ্গে হাফিয যাহাবী বলেন,[৪৯৬]

وهو كتاب نفيس كامل فى معناه فلما رأه الحفاظ أعجبوا به

'এটি একটি উত্তম গ্রন্থ। এর ভাব ও অর্থের জন্য এটি পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে। হাদীসের হাফিযগণ গ্রন্থটি দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন।'

---

৪৯২. *The Encyclopaedia of Islam*. Vol. 3, p. 757.

৪৯৩. *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২।

৪৯৪. Dr. Mohammad Jubayr Siddiqui, *Hadith Literature*, p. 99.

৪৯৫. *তারীখু দিমাশকিল কাবীর*, ৫৮শ খণ্ড, পৃ. ৯২।

৪৯৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১২ শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৮।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থসমূহের মধ্যে *সহীহুল বুখারী* এবং *সহীহ্ মুসলিমের* স্থান সর্বোচ্চ। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ দু'টি গ্রন্থের মধ্যে কোনটি অধিক নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে 'আলিমগণের মধ্যে কিছু লঘু মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী 'আয়ায বলেন, আমার কয়েকজন হাদীসের বিজ্ঞ শিক্ষক সহীহ্ বুখারী অপেক্ষা সহীহ্ মুসলিমকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। হাফিয ইবন মান্দাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, হাফিয আবূ 'আলী আন-নায়শাপুরীকে আমি বলতে শুনেছি যে, আকাশের নিচে ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা কোন বিশুদ্ধ কিতাব দেখিনি।[৪৯৭]

আবূ 'আলী নায়শাপুরী ব্যতীত কিছু কিছু পশ্চিমা 'আলিমও সহীহ্ বুখারীর উপরে সহীহ্ মুসলিমকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এর কারণ হলো এই যে, ইমাম মুসলিম (র.) শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীসকেই এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। *মওকূফ* ও *আছার হাদীস* এ গ্রন্থে স্থান পায়নি। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় গ্রন্থে অনেক *মওকূফ* ও *আছার* হাদীস সন্নিবদ্ধ করেছেন। ফলে সহীহ্ মুসলিমের স্থান বুখারী অপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বলে মনে হয়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয ইবন হাজার, আবূ 'আলী নায়শাপুরী ও অন্যান্যদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে বলেন, তাদের উপরোক্ত বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা তাঁরা যে যুক্তির ভিত্তিতে সহীহ্ মুসলিমকে সহীহ্ বুখারী অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তা অত্যন্ত দুর্বল। কারণ সহীহুল বুখারীতে উল্লেখিত মওকূফ হাদীসগুলো *মুত্তাসিল* হাদীসের সমপর্যায়ের। তাই বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে *সিহাহ্ সিত্তাহ্* গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহুল বুখারীর স্থানই সর্বাগ্রে।[৪৯৮] এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান ইবন আলী আশ-শাফি'ঈ উভয় গ্রন্থের মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

تنازع قوم فى البخارى ومسلم * لدى وقالوا اى ذين تقدم؟

فقلت لقد فاق البخارى صحة * كما فاق فى حسن الصناعة مسلم

'লোকেরা আমার নিকট সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তা নিয়ে বিতর্ক শুরু করে। আমি বললাম, বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সহীহ্ আল বুখারী এবং উত্তম সাজানো ও বিন্যস্ততার দিক দিয়ে সহীহ্ মুসলিম অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য।'[৪৯৯]

---

৪৯৭. *সহীহ্ মুসলিম শরীফ* (বাংলা), পৃ. ৮৬; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

৪৯৮. *মুহাদ্দিসীনে ইযাম*, পৃ. ১৪৯।

৪৯৯. *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ১১৮।

মোটকথা, বিশেষ কোন দিক দিয়ে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে একটি অপরটির উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হলেও সার্বিক দিক দিয়ে সহীহ্ আল বুখারীর পরেই সহীহ্ মুসলিমের স্থান।

৮. ইমাম নাসাঈ (মৃত্যু: ৩০৩হি./৯১৫ খ্রী.)

তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ, উপনাম আবূ 'আব্দির রহমান, নিসবতী নাম নাসাঈ। তাঁর পুরো বংশক্রম হলো, আবূ 'আব্দির রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব ইবন 'আলী ইবন সিনান ইবন বাহ্‌র ইবন দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ।[৫০০] তিনি ২১৫ হিজরী/৮৩০ খৃস্টাব্দে খুরাসান প্রদেশের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি ২১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কারো কারো বর্ণনায় ২১০ এবং ২২১ হিজরীর উল্লেখ দেখা যায়। তবে এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো, তিনি ২১৫ হিজরী সনেই জন্ম গ্রহণ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ মতের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত।[৫০১]

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

ইমাম নাসাঈ বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি নিজ জন্মভূমিতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। কোন কোন জীবনীকারের মতে, তিনি ১৫ বছর স্বীয় শহরেই লেখাপড়া করেন। অতঃপর হাদীস অভিজ্ঞানে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে ২৩০ হিজরী / ৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে দেশ ভ্রমণে বের হন। তিনি ২৩০ হিজরী সনে সর্বপ্রথম ১৫ বছর বয়সে বলখে গমন করে সেখানকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিস কুতায়বা ইবন সা'ঈদ-এর নিকট উপস্থিত হন এবং এক বছর দু'মাস অবস্থান করে তাঁর নিকটে হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৫০২] এরপর তিনি হিজায, সিরিয়া, মিসর, নজ্‌দ, বসরা প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে সেখানকার বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং তা সংগ্রহে তৎপর হন।[৫০৩] প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির

---

৫০০. *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮; *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১২৩-১২৪; *হুসনুল মুহাদারাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭; *আন নুজুম আয-যাহিরাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮; *মিরআতুল জিনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০

৫০১. *মুহাদ্দিস প্রসংগ*, পৃ. ৮৫।

৫০২. *আল-হিত্তাহ*, পৃ. ২৫৪; *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৫৮; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫।

৫০৩. *তারাজিমুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ১১০; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৭।

ইবন কাছীর এ প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বিচক্ষণ ইমামদের দরবারে উপবেশন করেন।[৫০৪] তিনি সমকালীন যে সমস্ত বিদগ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কুতায়বাহ ইবন সা'ঈদ, সুওয়াইদ ইবন মানছূর, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, মুহাম্মাদ ইবন বাশশার, 'আলী ইবন হাজার, মাহমূদ ইবন গায়লান, মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আবূ যুর'আহ রাযী, আবূ হাতিম রাযী প্রমুখ।[৫০৫]

হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী

ইমাম নাসাঈ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি হাদীস গ্রহণে যে শর্তারোপ করেছেন তা ছিল অত্যন্ত কঠোর। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ আবূ যাহ্‌ব বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,[৫০৬]

فشرط النسائی فی المجتبی هو اقوی الشروط بعد الصحیحین مما جعله عظیما فی نظر أهل العلم

'মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে আল-মুজতাবা গ্রন্থে হাদীস সংকলনে ইমাম নাসাঈর অনুসৃত শর্তাবলী অধিক শক্তিশালী ও কঠোর, যা সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের শর্তাবলীর পরেই অধিক মর্যাদার অধিকারী।'

ইমাম নাসাঈ ছিলেন একজন সমালোচক হাদীসবেত্তা, সুদক্ষ হাফিয এবং বিশ্বস্ত। এ জন্য হাদীসের রাবীগণের ব্যাপারে ইমাম মুসলিমের শর্তের চেয়ে তাঁর শর্ত ছিল আরও কঠিন।[৫০৭] এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবন তাহির আল-মাকদাসী লিখেছেন যে, একদা আমি আবুল কাসিম সা'দ ইবন 'আলী আল-যানজানীর নিকট একজন বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম, তিনি উক্ত বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি দিলেন। আমি তখন বললাম, ইমাম নাসাঈ উক্ত বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলেছেন। আমার কথাটি শুনে যানজানী বললেন, হে বৎস! তাহলে ইমাম নাসাঈর কথাই ঠিক। কেননা হাদীস গ্রহণে তাঁর শর্তাবলী ইমাম বুখারী ও মুসলিম অপেক্ষা বেশি কঠিন।[৫০৮] এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম নাসাঈ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা

---

৫০৪. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ২০১।
৫০৫. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৬।
৫০৬. *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ.৪১০।
৫০৭. *আল-হিত্তাহ ফী সিহাহিস সিত্তাহ্*, পৃ.৩৯৬।
৫০৮. *শুরূতু আইম্মাতিস সিত্তাহ্*, পৃ. ১৮।

অবলম্বন করেন। বিশেষ করে তিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন। ফলে স্বীয় অনুসৃত নীতিমালায় উত্তীর্ণ হাদীসগুলোকে তিনি কেবল গ্রহণ করেন। অপরদিকে তিনি যে সমস্ত হাদীস পরিত্যাগ করেছেন, সেগুলো আবার ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযীর আরোপিত শর্তে উত্তীর্ণ হয়েছে।[৫০৯]

হাদীস গ্রহণে ইমাম নাসাঈ যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিম্নরূপঃ

১. তিনি সহীহাইন সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীস গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আরোপিত শর্তাবলীর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সকল হাদীসকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে হাদীস প্রসিদ্ধ সাহাবী থেকে নির্ভরযোগ্য সনদসহ বর্ণিত হতে হবে। প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা সর্ব সম্মতভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত হতে হবে। কোন স্তরের কোন বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোন প্রকার মতানৈক্য থাকবেনা এবং সনদটি হবে *মুত্তাসিল*।

২. সনদের বর্ণনাকারীগণ হাদীস বর্ণনায় স্বীকৃত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। যেমন সংরক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকা। এ উদ্দেশ্যে ইমাম নাসাঈ রাবীগণের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন। তিনি যে সমস্ত রাবীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন, তাদের সম্পর্কে তিনি *ইস্তিখারা* করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন,[৫১০]

لما عزمت على جمع السنن استخرت الله فى الروايات عن شيوخ كان فى القلب منهم بعض الشئ

'যখন আমি আমার সুনান গ্রন্থটি সংকলনের সংকল্প করি তখন শায়খের সূত্রে বর্ণিত এমন কিছু বর্ণনাকারীর ব্যাপারে আমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হলে, আমি তাঁদের বিষয়ে আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করতাম। সে অনুযায়ী যে হাদীসগুলো সহীহ্ মনে হতো সেগুলো গ্রহণ করি এবং অবশিষ্টগুলো বর্জন করি।'

৩. যে সকল হাদীস মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিত্যাজ্য হয়নি কিন্তু হাদীসগুলোর সনদ *মুত্তাসিল* তাহলে তা সহীহ্ হিসেবে গণ্য। ইমাম নাসাঈ

---

৫০৯. *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৪১০।

৫১০. ইবন কাছীর, *জামি'উল মাসানীদ ওয়াস সুনান, মুকাদ্দামাহ্* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৫হি.), পৃ. ১৮৯।

এ শর্তের মাধ্যমে প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ *মুত্তাসিল* হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। সনদের বিচ্ছিন্নতা অথবা অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকলে তিনি সে সব হাদীস পরিত্যাগ করেছেন।

৪. হাদীস বর্ণনাকারী চতুর্থ পর্যায়ের রাবীগণের মধ্যে উত্তম বর্ণনাকারীর কথাকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ। বর্ণনাকারীদের এ স্তরে অনেক রাবী রয়েছেন যাঁদের ন্যায় পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কোন আপত্তি তুলেননি। তিনি শুধু তাঁদেরই হাদীস গ্রহণ করেছেন।

৫. বর্ণনাকারী দুর্বল হলেও সহীহ্ হাদীসের সূত্রে অপর বর্ণনায় তাঁর সমর্থন পাওয়া গেলে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য।

উপরিউক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে ইমাম নাসাঈ স্বীয় সুনান গ্রন্থটি সংকলন করেন। তিনি এ গ্রন্থ সজ্জায়নে সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। জালালুউদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যুঃ ৯১১ হি.) তাঁর এ সুনান গ্রন্থ সম্পর্কে হাফিয রুশাইদ এর উদ্ধৃত দিয়ে লিখেছেন যে, সুনান পদ্ধতিতে হাদীসের যে সকল গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে এ গ্রন্থ অভিনব রীতিতে প্রণীত হয়েছে। সংযোজন ও বিন্যস্তকরণের দৃষ্টিতেও এটি একটি উত্তম গ্রন্থ। এতে সহীহ্ আল বুখারী ও মুসলিমের রীতির সমন্বয় ঘটেছে।

৯. ইমাম আবূ দাউদ (মৃত্যুঃ ২৭৫হি./৮৮৮ খ্রী.)

ইমাম আবূ দাউদের প্রকৃত নাম সুলায়মান। উপনাম আবূ দাউদ। তাঁর পিতার নাম আশ'আস। তাঁর পূর্ণ বংশ পরম্পরা হল, আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশআস ইবন ইসহাক ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ ইবন 'আমর ইবন 'ইমরান আল-আযাদী আস-সিজিস্তানী।[৫১১] তিনি ২০২ হিজরী মোতাবেক ৮১৭ খৃস্টাব্দে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।[৫১২]

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

বাল্যকাল থেকেই ইমাম আবূ দাউদ তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি মাতৃভূমি সিজিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর হাদীস শিক্ষার প্রতি

---

৫১১. *তারীখু বাগদাদ*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৫; *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪; *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৪; *শাযারাতুয যাহাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

৫১২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৪।

বিশেষ মনোনিবেশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি অদম্য বাসনা নিয়ে জ্ঞান সভ্যতার লীলাভূমি মিসর, সিরিয়া, জাযীরাহ, ইরাক, নায়শাপুর, মারব, ইস্পাহান প্রভৃতি সমকালীন হাদীস চর্চা কেন্দ্রে ভ্রমণ করে সেখানকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং অতি অল্প সময়ে হাদীস অভিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে কালজয়ী মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি এসব অঞ্চলে হাদীস সংগ্রহের জন্য একাধিকবার ভ্রমণ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ অসংখ্য মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীসের 'ইল্ম অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবন হাজার আল-'আসকালানীর মতে তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা তিন শতাধিক।[৫১৩] খতীব আত-তিবরিযী বলেন, তিনি অগণিত শিক্ষকের নিকট থেকে বিদ্যা অর্জন করেন।[৫১৪] হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী ইমাম আবূ দাউদ -এর উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষকের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ইমাম আবূ দাউদ মক্কায় আল-কা'নাবী, সুলায়মান ইবন হারব, মুসলিম ইবন ইবরাহীম প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। এ ছাড়া তিনি বাগদাদ, কূফা, হিমস, মিসর, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করে যে সমস্ত খ্যাতিমান মুহাদ্দিসের নিকট 'ইল্মুল হাদীস শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াই, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, কুতায়বা ইবন সা'ঈদ, সাফওয়ান ইবন সালিহ, 'আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫১৫]

হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী

ইমাম আবূ দাউদ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্তের অনুসরণ করেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১. হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যে সমস্ত শর্তের মাধ্যমে হাদীস যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন, ইমাম আবূ দাউদও একই শর্ত অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণের সর্বশীর্ষ সহীহাইন গ্রন্থ দু'টিতে বর্ণিত সকল হাদীস গ্রহণযোগ্য।

২. যে সকল হাদীস মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত নয় সেগুলো

---

৫১৩. *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ১৫৭।

৫১৪. *প্রাগুক্ত*।

৫১৫. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৪-২০৫।

হাদীস *মুরসাল বা মুনকাতি'* না হলে তা সহীহ্ হাদীস হিসেবে গ্রহণীয়। ইমাম আবূ দাউদ এ ক্ষেত্রে হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরাকে শর্তারোপ করেছেন। আর সনদের ধারাবাহিকতায় ব্যত্যয় ঘটলে উক্ত হাদীস তিনি গ্রহণ করেননি।

৩. বর্ণনাকারী দুর্বল হলেও অপরাপর হাদীসে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সমর্থন পাওয়া গেলে তা সহীহ্ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবন মানদাহ্ (মৃত্যু: ৩৯৪ হি.) বলেন,[৫১৬]

أبو داود السجيستانى يأخذ ما أخذه وتجرح الاسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لانه اقوى عنده من رأى الرجال

'ইমাম আবূ দাউদ ঐ সকল হাদীস গ্রহণ করেছেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ যা গ্রহণ করেছিলেন এবং দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীস তখনই গ্রহণ করেছেন, যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীস পাওয়া যায়না। তিনি এক্ষেত্রে ঐ সকল বর্ণনাই বর্ণনা করেছেন, যা জারাহ তা'দীলের বিচারে তাঁর নিকট শক্তিশালী বলে বিবেচিত হয়েছে।'

৪. হাদীস বর্ণনাকারীগণের স্তর বিন্যাসের চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন উত্তম বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে, যাদের 'আদালত ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য নেই।

ইমাম আবূ দাউদ উপরিউক্ত শর্তাবলীর আলোকে *আস্ সুনানুল কুবরা* গ্রন্থ থেকে হাদীস যাচাই বাছাই করে *সুনান* গ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থে ৫৭৬১ হাদীস সংকলিত হয়। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে চার হাজার আটশত হাদীসের সমন্বয়ে গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,[৫১৭]

كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مائة الف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب

'আমি রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাঁচ লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তা থেকে ছাঁটাই-বাছায়ের মাধ্যমে গ্রন্থটি সংকলন করেছি।'

গ্রন্থটি সংকলন করার পর তিনি এটিকে তাঁর হাদীসের শিক্ষক ইমাম আহমাদ

---

৫১৬. আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪১২।
৫১৭. *মুকাদ্দামাতু তালখীসি সুনানি আবী দাউদ*।

ইবন হাম্বলের (রহ.) নিকট উপস্থাপন করলে তিনি এ গ্রন্থকে খুবই পছন্দ করলেন। এতে হাদীসের বিন্যাস পদ্ধতি অতি চমৎকার। এতে বর্ণিত হাদীস থেকে কোন *মাসআলা* উদ্ভাবিত হলে তিনি তা অধ্যায়ের শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থের মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ সা'ঈদ ইবনুল আরাবী বলেন,[৫১৮]

من عنده القرآن وكتاب أبى داؤد لم يحتج معهما الى شى من العلم البتة

'যার নিকট আল-কুরআন এবং ইমাম আবূ দাউদের (রা.) গ্রন্থটি রয়েছে তার এ দু'টির বর্তমানে আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।' এর বিশুদ্ধতা স্বীকার করে হাফিয আবূ ইয়া'লা আল খালীলী (মৃত্যু: ৪৪৬ হি.) বলেন,[৫১৯]

كتابه يضاف الى كتاب البخارى ومسلم وأبى داؤد و يعتمد على قوله فى الجرح والتعديل وكتابه السنن مرضى

'তাঁর এ গ্রন্থটি বুখারী, মুসলিম এবং আবূ দাউদ এর তুলনায় অধিক হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ। হাদীস সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত নীতির উপর নির্ভর করা হয়। এটি সুনান গ্রন্থরাজির মাঝে এক অনবদ্য গ্রন্থ।'

১০. ইমাম তিরমিযী (মৃত্যু: ২৭৯হি./৮৯৩ খ্রী.)

ইমাম তিরমিযী (র.)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ 'ঈসা, পিতার নাম-'ঈসা, নিসবতী নাম তিরমিযী। তাঁর পূর্ণ বংশ ক্রম হলো আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরা ইবন মুসা ইবন দাহ্হাক আস-সুলামী আত-তিরমিযী আল-বূগী।[৫২০] বিখ্যাত কুলজীবেত্তা আল-সাম'আনী ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত নসব নামায় বূগীর পরিবর্তে সাদ্দাদ উল্লেখ করেন।[৫২১] আবার কোন কোন বর্ণনায় তাঁর পিতার নাম আস-সাকান বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৫২২] উল্লেখ্য যে, বুগ একটি গ্রামের নাম, যা তিরমিয থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। আর তিরমিয একটি প্রাচীন শহরের নাম। এখানে ইমাম তিরমিযীর জন্ম। এ শহরটি মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার পার্শ্বে জীহুন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত। এ

---

৫১৮. *মিরকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪; *The Encyclopeadia of Islam*, Vol. 1, p. 144.
৫১৯. *আল-ইরশাদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬।
৫২০. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ১৭৫।
৫২১. *তারাজিমুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ১২০।
৫২২. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ১৭৫।

শহরের দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে *তিরমিযী* বলা হয়।[৫২৩] তিনি আব্বাসীয় খলীফা আল-মামুনের যুগে *তিরমিয* নামক শহরে মতান্তরে *বুগ* নামক গ্রামে ২০৯ হিজরী মুতাবিক ৮২৪ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। ইমাম তিরমিযীর বাল্য জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। জন্মের পর তিনি নিজ গৃহেই পিতা-মাতার স্নেহ মমতায় লালিত-পালিত হন।

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

ইমাম তিরমিযী নিজ গ্রামে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত করেন এবং নিজ গৃহেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি তদানিন্তন মুসলিম জাহানের বড় বড় শিক্ষা কেন্দ্র সফর করেন। তাঁর যুগে হাদীস চর্চার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং হাদীস চর্চা সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাই ইমাম তিরমিযী হাদীস অভিজ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জনের লক্ষ্যে হিজায, খুরাসান, ইরাক, রাঈ, ওয়াসিত, বসরা প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করে খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন।[৫২৪] তিনি যে সমস্ত হাদীস বিশারদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, আবূ দাউদ সিজিস্তানী (র.), কুতায়বা ইবন সা'ঈদ, ইসহাক ইবন মূসা, মুহাম্মাদ ইবন গীলান প্রমুখ।[৫২৫] উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরও অনেক মুহাদ্দিস তাঁর শিক্ষক ছিলেন। হাফিয আয-যাহাবী ও আস- সাফাদী স্বীয় গ্রন্থে তাঁর আরও অনেক শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছেন।[৫২৬]

ইমাম বুখারীর মৃত্যুর পর খুরাসানে তাঁর সমকক্ষ কোন মুহাদ্দিস ছিলেননা। তিনি ছিলেন খুরাসান ও তুর্কীস্থানসহ মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিস। ফলে তাঁর নিকট বিপুল সংখ্যক জ্ঞান পিপাসুরা হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য এসে ভিড় জমাতো। তাঁর নিকট যাঁরা হাদীস অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবূ হামিদ, আহমাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ, আবুল 'আব্বাস, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-মারওয়াযী, হাম্মাদ ইবন শাকির, 'আবদ ইবন মুহাম্মাদ নাসাফী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

৫২৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২৭।

৫২৪. *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ১৮৪; *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৩৯; *মুহাদ্দিসীনে ইযাম*, পৃ. ১৭৬।

৫২৫. *মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী*, পৃ. ৬৭; *আল-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিসুন* পৃ. ৩৬০; *শাযারাতুয যাহাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫; *আয়িম্মাতুল হাদীছিন নববী*, পৃ. ১৩৯।

৫২৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭১

ইমাম তিরমিযীর (র.) মেধাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি একবার কোন কিছু শুনলেই হুবহু তা মুখস্থ বলে দিতে পারতেন। কথিত আছে যে, একবার তিনি জনৈক শায়খের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বর্ণনা শুনতে ও লিখতে পারেননি। তাই তিনি উক্ত শায়খের সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। ঘটনাক্রমে একদিন পথিমধ্যে উক্ত শায়খের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে তাঁর নিকট হতে সম্পূর্ণ হাদীস শ্রবণ করার বাসনা প্রকাশ করেন। শায়খ বললেন, তুমি তোমার লিখিত অংশটুকু বের কর, আমি পাঠ করি, আর তুমি তা লিখিত অংশের সাথে মিলিয়ে নাও। ইমাম তিরমিযী লিখিত অংশটুকু বহু খোজাখুজির পরেও পেলেন না। তাই তিনি একটি সাদা কাগজের টুকরা ধরে বললেন, পাঠ করুন। তখন শায়খ বর্ণনাগুলো বলতে থাকলেন। বর্ণনা শেষ হয়ে গেলে শায়খ দেখতে পেলেন যে, ইমাম তিরমিযী একটি সাদা কাগজের টুকরা ধরে বর্ণনাগুলো শুনছেন। এতদ্দর্শনে শায়খ ক্রুদ্ধ হলেন এবং তিরমিযীকে বললেন, তুমি কি আমার সাথে বিদ্রুপ করছ? উত্তরে ইমাম তিরমিযী (র.) বললেন, না, তবে আপনি যা বললেন তা এখন আমি মুখস্থ বলতে পারি। এ বলে বর্ণনাগুলো তিনি মুখস্থ আবৃত্তি করতে লাগলেন। এতদশ্রবণে শায়খ বিস্মিত হলেন এবং তিরমিযীর স্মরণ শক্তি পরীক্ষার জন্য আরো চল্লিশখানা হাদীস পাঠ করলেন, যা ইমাম তিরমিযী আর কোন দিন শ্রবণ করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একবার শ্রবণ করা মাত্র যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেভাবেই তাঁকে মুখস্থ শুনালেন। এতদ দর্শনে শায়খ আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বললেন, তোমার অনুরূপ আর কাউকে দেখিনি।[৫২৭]

হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী

হাদীস গ্রহণে ইমাম তিরমিযীর আরোপিত শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

১. ইমাম তিরমিযী হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে ইমাম বুখারী ও ইমাম আবূ দাউদের অনুসৃত নীতিমালা অবলম্বন করেন।

২. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যে সমস্ত হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন সেগুলো বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণীয়।

৩. সমালোচিত বর্ণনাকারীগণের সমালোচনাসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য।

---

৫২৭. *প্রাগুক্ত*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৩; *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৪০-২৪১।

৪. হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের নিরিখে বর্ণনাকারীর চরিত্র বিশ্লেষণ পূর্বক ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ যে সমস্ত হাদীস গ্রহণ করেছেন সেগুলো সহীহ্ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত।

৫. প্রসিদ্ধ ফকীহগণ যে সমস্ত হাদীসের উপর আমল করেছেন সেগুলো গ্রহণযোগ্য।

৬. যে সমস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসসমূহের সমালোচনা করা হয়েছে এবং ঐগুলোর বিশুদ্ধতাও প্রমাণিত হয়েছে, তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণযোগ্য।

৭. যদি দুর্বল হাদীসের সমর্থনে অপরাপর ত্রুটিমুক্ত হাদীস থাকে, তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য।

ইমাম তিরমিযী উপরিউক্ত শর্তাবলীর আলোকে তাঁর সংগৃহীত হাদীস যাচাই-বাছাই করে তিন হাজার আটশত বারটি হাদীসের সমন্বয়ে তিনি তাঁর *আল-জামি'* গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটি ব্যাপকতা ও বিন্যাসের দিক দিয়ে *সহীহ্ আল বুখারী* ও *সহীহ্ মুসলিমের* পরেই স্থান দখল করেছে। তাই এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী নিজেই বলেন,[৫২৮]

ومن كان فى بيته هذا الكتاب فكانما فى بيته نبى ينطق

'যার গৃহে এ গ্রন্থ রয়েছে, তার গৃহে যেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং কথা বলছেন।'

ইমাম তিরমিযী (র.) গ্রন্থটি সংকলন করার পর তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা হাদীস বিশারদদের নিকট এর বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এটি উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, 'আমি এই *মুসনাদ* গ্রন্থের সংকলনের কাজ সম্পন্ন করে হিজাযের মুহাদ্দিসগণের সমীপে পেশ করলাম। তাঁরা এতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন।[৫২৯]

ইমাম তিরমিযী (র.)-এর *আল-জামি'* গ্রন্থ হাদীসের একটি অনবদ্য সংকলন। এটি সুনান হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধ। এটি ব্যাপকতার দিক দিয়ে সহীহুল বুখারী, অপূর্ব সজ্জায়ন ও বিন্যস্তকরণের দিক দিয়ে সহীহ্ মুসলিম এবং শরী'আতের আহকাম বর্ণনার দিক দিয়ে সুনানু আবী দাউদের স্থান দখল করে

---

৫২৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭; তাহযীবুত তাহযীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭।
৫২৯. *জামি'উল উসূল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯।

আছে। এটি সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থ সমূহের মাঝে তৃতীয় স্থান দখল করে আছে। এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

১১. ইমাম ইবনু মাজাহ (মৃত্যুঃ ২৭৩হি. / ৮৮৬ খ্রী.)

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ্। নিসবতী নাম আর-রবী' আল-কাযবীনী। তবে *ইবনু মাজাহ* নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো- আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ।[৫৩০] তাঁর মাজাহ্ নামটি নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সাইয়্যিদ মুরতাযা যুবায়দী, শাহ 'আব্দুল 'আযীয দিহলবী ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালীর মতে, মাজাহ ছিল তাঁর আপন মায়ের নাম। কিন্তু ঐতিহাসিক আবূল কাসিম আর-রাফি'ঈ ও হাফিয আবূ ইয়া'লা আল-খালীলীর মতে মাজাহ্ ছিল তার পিতা ইয়াযীদের উপাধি। কেউ কেউ বলেন, মাজাহ ছিল তাঁর দাদার নাম। ঐতিহাসিকগণের উপরোক্ত মতামত পর্যালোচনা করলে প্রথম মতই বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।[৫৩১] তাঁর পিতা ইয়াযীদের সঙ্গে রবী'আহ গোত্রের সম্পর্ক ছিল। বিধায় তাকে *রবী'* নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন ইমাম বুখারীকে *জু'ফী* বলা হয়। তাঁর জন্মস্থান ইরানের বিখ্যাত কাযবীন শহরের দিকে সম্পর্ক করে তাকে *আল-কাযবীনী*ও বলা হয়।[৫৩২] ইমাম ইবন মাজাহ ২০৯ হিজরীতে কাযবীন নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কাযবীন মুসলিম অধ্যুষিত জ্ঞান চর্চার একটি প্রাচীন কেন্দ্রভূমি। এটি আজারবাইযান প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। হযরত 'উসমানের (রা) শাসনামলে হযরত বারা ইবন 'আযিবের (রা) নেতৃত্বে এ শহর বিজিত হয়। বর্তমানে শহরটি ইরানে অবস্থিত। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এ শহরটি হাদীস চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ শহরে ইমাম ইবন মাজাহর ন্যায় আরও অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ জন্মগ্রহণ করেন।[৫৩৩]

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

ইমাম ইবন মাজাহ্ কাযবীন শহরে বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। এ সময় এ শহরে হাদীস চর্চার প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের পদচারণা ও স্থায়ী বসবাসের কারণে এ শহরে গড়ে উঠেছিল

---

৫৩০. *ইমাম ইবন মাজাহ আওর 'ইলমে হাদীস*, পৃ. ১; *যাফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ১৩৬।

৫৩১. *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ১৯০-১৯১; *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৭৭; *আল-হিত্তাহ*, পৃ. ২৫৫।

৫৩২. *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ২১৯।

৫৩৩. *ইমাম ইবন মাজাহ আওর ইলমে হাদীস*, পৃ. ৪; *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ২১৯।

সুন্নাহর কেন্দ্র। 'আলী ইবন মুহাম্মাদ তানাফুসী (মৃত্যুঃ ২৩৩ হি.), আবূ হুজর 'আমর ইবন রাফি'ঈ আল-বাজালী (মৃত্যুঃ ২৩৭ হি.), ইসমা'ঈল আবী সাহল কাযবীনী (মৃত্যুঃ ২৪৭ হি.), হারূন ইবন মূসা আত-তামীমী (মৃত্যুঃ ২৪৮ হি.), মুহাম্মাদ ইবন আবী খালিদ আল-কাযবীনী প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিস এ শহরে হাদীস শিক্ষাদানে ব্রত ছিলেন। তাই ইমাম ইবন মাজাহ্ বাল্যকালেই উল্লেখিত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৫৩৪] অতঃপর তিনি ২৩০ হিজরী সনে হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা লাভের আশায় বিদেশ ভ্রমণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কূফা, বসরা, বাগদাদ, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান, বলখ প্রভৃতি অঞ্চলের হাদীস চর্চার বৃহৎ কেন্দ্রসমূহ ভ্রমণ করে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[৫৩৫]

ইমাম ইবন মাজাহ্ যে সমস্ত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন, তাঁদের মধ্যে 'আলী ইবন মুহাম্মাদ, ইবন তানাফাসী, আবূ বকর 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ (র.), আবূ সা'দ 'আব্দুল্লাহ্ আল-আসাদ, ইবন হিব্বান তামীমী, মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ্ ইবন নুমায়র, আবূ বকর ইবন আবী শায়বাহ্, ইবরাহীম ইবন মুনযির হিশামী, দাউদ ইবন রশীদ, 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মু'আবিয়াহ্ ও হিশাম ইবন 'উমারাহ্ প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫৩৬]

ইমাম ইবন মাজাহ্ অল্প দিনের মধ্যেই 'ইল্মুল হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং সমকালীন যুগে একজন প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর যশ-খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য বিদ্যার্থী তাঁর নিকট এসে বিদ্যার্জন করে তাদের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করত। তাঁর ছাত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। তন্মধ্যে সুলায়মান ইবন ইয়াজিদ, ইব্রাহীম ইবন দীনার, ইবন কাত্তান, মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আস-সাফ্ফার প্রমুখের নাম সবিশেষে উল্লেখযোগ্য।[৫৩৭]

হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী

ইমাম ইবনু মাজাহ্ অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে এক লক্ষ হাদীস যাচাই বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীসের সমন্বয়ে স্বীয় *সুনান* গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি

---

৫৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০

৫৩৫. *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৬১; *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯।

৫৩৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭-২৭৮।

৫৩৭. *ইমাম ইবন মাযাহ আওর 'ইলমে হাদীস*, পৃ. ২৪৪; *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম*, পৃ. ২২১; ৫৩৭ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ.২৭৮।

হাদীস গ্রহণ ও যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসরণ করেন তা নিম্নরূপ:

১. বর্ণনাকারীকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

২. ফাসিক ও বিদ'আতী হওয়া চলবে না।

৩. সহীহ্ 'আকীদাহ্র অনুসারী হতে হবে।

৪. আদব ও শিষ্টাচারের অধিকারী হতে হবে।

৫. বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা ও দোষ-গুণ বিশ্লেষণপূর্বক হাদীস গ্রহণীয়।

৬. সনদের বলিষ্ঠতা দ্বারা সমর্থন পাওয়া গেলে অপর বর্ণনাসূত্রে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলেও তা আপাততঃ গ্রহণযোগ্য।

৭. বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৮. খ্যাতনামা 'আলিম ও ফকীহগণ যে সমস্ত হাদীসের উপর 'আমল করেছেন সে সব হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৯. চতুর্থ পর্যায়ের হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে উত্তম বর্ণনাকারীগণ থেকে বর্ণিত যেসব হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ্ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, সেসব হাদীসও গ্রহণযোগ্য।

১০. দুর্বল হাদীস অপরাপর সহীহ্ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হলে তা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য।

ইমাম ইবন মাজাহ্ উপরিউক্ত শর্তাবলীর আলোকে স্বীয় সুনান গ্রন্থ সংকলন করেন। সহীহ্ হাদীসের পাশাপাশি এ গ্রন্থে কিছু দুর্বল হাদীসও উৎকলিত হয়েছে। সিহাহ্ সিত্তাহ্র অবশিষ্ট পাঁচটি গ্রন্থ অপেক্ষা এ গ্রন্থে দ'ঈফ হাদীসের সংখ্যা একটু বেশি হওয়ার কারণে সিহাহ্ সিত্তাহ্র মাঝে এর স্থান নির্ণয়ে 'আলিমগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। হাফিয ইবন মান্দা সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু নাসাঈর মধ্যে হাদীসের বিশুদ্ধতাকে সীমাবদ্ধ করেছেন। তিনি সুনানু ইবন মাজাহকে সিহাহ্ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত করেননি।[৫৩৮]

ইবনুল আছীর বলেন, সুনানু ইবন মাজাহ্ গ্রন্থটি ফিক্হের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি উপাদেয় ও ফলপ্রদ গ্রন্থ। তবে এতে অনেক দ'ঈফ ও মুনকার হাদীস থাকায় হাফিয আল-মিযযী এ গ্রন্থকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি, বরং

---

৫৩৮. *মুহাদ্দিসীনে ইযাম*, পৃ. ২২৬।

ইমাম মালিকের আল মুআত্তা গ্রন্থ সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠতম গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেন।[৫৩৯] তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে, এটি সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত। হাফিয আল-মাকদিসী (মৃত্যুঃ ৯১১ হি.) সর্ব প্রথম এ গ্রন্থকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র মধ্যে স্থান দিয়েছেন।

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুনানু ইবন মাজাহকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র মধ্যে গণ্য করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা এটি সজ্জায়ন, সৌন্দর্য, সৌকর্য ও বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে ইমাম মালিকের মুয়াত্তা অপেক্ষা উন্নত ও অতুলনীয়। এজন্য কোন কোন মুহাদ্দিস সুনানু নাসাঈর পরে এর স্থান দিয়েছেন। শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম বলেন, সুনানু ইবন মাজাহ আবূ দাউদ ও সুনানু নাসাঈর পরে গণ্য হবে।'[৫৪০] সিন্দী এ প্রসঙ্গে বলেন, যা হোক, মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে সুনানু ইবন মাজাহ অপর পাঁচ খানি গ্রন্থের নীচে।[৫৪১] সুনানু ইবন মাজাহকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র মধ্যে গণ্য করার কারণ হলো এই যে, এ গ্রন্থে এমন কিছু হাদীস রয়েছে, যা অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

১২. ইমাম আল হাকেম নায়শাপুরী (মৃত্যুঃ ৪০৫হি. / ১০১৪ খ্রী.)

ইমাম আল হাকেমের (র.) প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তিনি বিচার কার্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় *আল-হাকেম* নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ইবনুল বা'ঈ নামেও সমধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ণবংশক্রম হলোঃ আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হামদূইয়্যাহ ইবন মু'আইস ইবন হাকাম আদ দাব্বী আত তাহমানী আন নায়শাপূরী।[৫৪২] ইমাম আল হাকেম ৩২১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিনে নায়শাপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৪৩]

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

নিজ বাড়িতে তাঁর হাতে খড়ি হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন খ্যাতনামা 'আলিম। তাঁর প্রচেষ্টায় পুত্র আল হাকেম বাল্যকাল থেকেই শিক্ষার প্রতি বেশ

---

৫৩৯. *আল-হিত্তাহ*, পৃ. ২২১। *আ'লামূল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৭৯; *তাওযীহুল আফকার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।

৫৪০. *তাওযীহুল আফকার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।

৫৪১. আল-সিন্দী, *মুকাদ্দামাহ শারহি ইবন মাজাহ* (দিল্লীঃ ১৯৬৮খ্রী.), পৃ. ২৫।

৫৪২. *আল-লুবাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮; *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮০; *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ আল-কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৫; *তারীখু বাগদাদ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩; *শাযারাতুয যাহাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬।

৫৪৩. *আর রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ্*, পৃ. ২১; *তারীখু বাগদাদ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩।

অনুরাগী হন। নয় বছর বয়সে তিনি হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। স্থানীয় 'আলিমগণের নিকট ইসলামের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর বিশ বছর বয়সে উপনীত হলে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় ইরাক ভ্রমণ করেন।

বিখ্যাত চরিতকার শামসুদ্দীন আয-যাহাবী উল্লেখ করেন, আল হাকেম ইরাক ও মাওয়ারাউন্নাহারের খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের শরণাপন্ন হন। তিনি এতদুদ্দেশ্যে দু'হাজার উস্তাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এ ছাড়া তিনি নায়শাপুরে এক হাজার উস্তাদের নিকটে হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৫৪৪]

ইমাম আল হাকেম হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য দু'বার ইরাক সফর করেন। ৩৬২ হিজরীতে ইরাকে দ্বিতীয় সফরে তিনি বাগদাদের প্রখ্যাত ইমাম দারা কুতনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দীর্ঘদিন তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। ইমাম আল হাকেম হাদীস শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সারা জীবন তিনি হাদীসের পাঠন-পঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনায় অনুসৃত নীতিমালা

ইমাম আল হাকেম তাঁর পূর্ববর্তী ইমামগণের অনুসৃত নীতিমালার আলোকে *আল-মুস্তাদরাক* নামে হাদীসের এক সংকলন প্রস্তুত করেন। এটি তাঁর কর্ম জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ফসল। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম গ্রন্থ প্রণয়নের পর তাঁদের পরিত্যাজ্য সহীহ্ হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে ইমাম আল হাকেম এ গ্রন্থ সংকলন করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম স্বীয় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় অনেক হাদীস অনুসৃত শর্তাবলীর আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও হাদীসগুলোকে পরিত্যাগ করেন। ইমাম আল হাকেম যাচাই-বাছাই করে এগুলোর সমন্বয়ে *আল-মুস্তাদরাক* নামে এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। মুহাদ্দিস ইবনুস সালাহ বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের পরিত্যাজ্য যে সমস্ত হাদীসের সমন্বয়ে ইমাম হাকেম সংকলন করেন এর অধিকাংশ হাদীস ছিল সমালোচিত।[৫৪৫] হাফিয শামসুদ্দীন আয যাহাবী ইমাম ইবনুস সালাহর উপরোক্ত মতকে খণ্ডন করে বলেন, এ গ্রন্থের অর্ধাংশ হাদীসই সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত। আর অবশিষ্ট মুনকার ও দুর্বল হাদীস, যেগুলো বিশুদ্ধ নয়। এ ছাড়া এতে কিছু মাওদূ' হাদীসও রয়েছে।[৫৪৬] প্রকৃতপক্ষে, এ গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীস

---

৫৪৪. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

৫৪৫. *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ৩২৮।

৫৪৬. *প্রাগুক্ত*।

বিশুদ্ধ। তবে মুহাদ্দিসগণ এতে বর্ণিত যে সমস্ত মাউদূ' হাদীস উল্লেখ করেছেন তা অগ্রাহ্য করা যায় না। কেননা ইমাম আল হাকেম বেশ তাড়াহুড়া করে এ গ্রন্থে হাদীস সন্নিবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আস্তে-ধীরে এর পরিমার্জনের কাজে হাত দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে দূরূহ কাজটি তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি। তাই এতে মাওদূ' হাদীস থাকার বিষয়টি স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

১৩. ইমাম আদ্ দারা কুতনী (মৃত্যুঃ ৩৮৫হি. / ৯৯৫ খ্রী.)

তাঁর প্রকৃত নাম 'আলী, উপনাম আবূল হাসান, আর নিসবতী নাম দারা কুতনী। তিনি এই নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো, আবূল হাসান 'আলী ইবন 'উমার ইবন আহমাদ ইবন মাহদী ইবন মাস'উদ ইবন নু'মান ইবন দীনার ইবন 'আব্দিল্লাহ্ আল-বাগদাদী আদ-দারা কুতনী।

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

ইমাম দারা কুতনী বাগদাদের *দারুল কুতন* নামক স্থানে ৩০৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তিনি পিতামাতার স্নেহে নিজ গৃহেই লালিত-পালিত হন। নিজ আবাস স্থলেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর পনের বছর বয়সে তিনি সমকালীন 'আলিমগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি শায়খ আবূ সা'ঈদ আল-ইসতিখারীর নিকট শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্হ অধ্যয়ন করেন এবং শায়খ আল-বাগাবীর মজলিসে নিয়মিত উপবেশন করতে থাকেন। তিনি দেশীয় শায়খদের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হাদীস শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বসরা, কূফা, সিরিয়া, মিসর, ওয়াসীত ইত্যাদি শহর ভ্রমণ করেন। তিনি সিরিয়া ও মিসর গমন করলে তৎকালীন মন্ত্রী কাফূর আল-ইখশিদার তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, মন্ত্রী ছিলেন মিসরের হাদীস বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের মধ্যে একজন। তিনি *আল-মুসনাদ* গ্রন্থ সংকলনের ইচ্ছা পোষণ করতেন। তাই তিনি ও হাফিয গণী ইবন সা'ঈদ ইমাম দারা কুতনীর নিকট সম্মানের সাথে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন।[৫৪৭]

ইমাম দারা কুতনী দেশী ও বিদেশী অনেক খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূল কাসিম আল-বাগাবী, আবূ বকর ইবন আবী দাউদ, আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইবন

---

৫৪৭. *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫।

হারূন আল-হাদরামী, ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ, 'আলী ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুবাশশির আল-ওয়াসিতী, মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম ইবন যাকারিয়া আল-মুহারিবী, আবূ বকর ইবন যিয়াদ আন-নায়শাপূরী, হাসান ইবন 'আলী আল-বসরী, আবূ তাহির আয যুহলী, ইসহাক ইবন মুহাম্মাদ আয যাইয়্যাত, মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ আল-আতার, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী প্রমুখ।[৫৪৮]

ইমাম দারা কুতনী নিয়মিত হাদীস পাঠদানে নিয়োজিত থাকতেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জ্ঞান পিপাসুরা তাঁর নিকট আগমন করে হাদীসের জ্ঞান লাভ করত। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করে যাঁরা ধন্য হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, ইমাম আল হাকেম নায়শাপূরী, আবূ হামিদ আল-ইসফারাইনী, হাফিয আব্দুল গণী আল-আযাদী, আবূ যার আল-হারাবী, আবূ নু'আইম আল-ইস্পাহানী, কাযী আবূত তাইয়্যিব আত্-তাবারী, আবূ বকর আত্ বারকানী, হামযা ইবন ইউসুফ আস-সাহ্মী, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, আবূ 'আব্দির রহমান আস-সুলামী, আবূ মাস'উদ আদ-দিমাশকী, আবূল হাসান আল-'আতীকী প্রমুখ।[৫৪৯]

১৪. ইমাম আল বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮হি. / ১০৬৫ খ্রী.)

ইমাম বায়হাকীর প্রকৃত নাম আহমাদ, উপনাম আবূ বকর। বায়হাক নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করায় তাকে আল বায়হাকী বলা হয়। তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো, আল-ইমাম আল-হাফিয আল-ফকীহ্ আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবন 'আলী ইবন মূসা আল-খুসরাওয়ারদী আল-বায়হাকী।[৫৫০] ইমাম বায়হাকী নায়শাপূরের সন্নিকটে *বায়হাক* নাম গ্রামে ৩৮৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৫১] তিনি নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য মিসরে গমন করেন এবং সেখানকার বড় বড় 'আলিমদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ বকর ইবনুল ফুরাক, আল-হাকিম, আবূ 'আব্দির রহমান আস্ সুলামী, আবূল ফাতাহ্ নাসির ইবন মুহাম্মাদ আল-'উমরী আল-মারওয়াযী প্রমুখ।[৫৫২]

---

৫৪৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪৪৯-৪৫০।

৫৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫১।

৫৫০. *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫; *আল-আনসাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১; *আল-মুনতাযাম ফীত তারীখ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৪২; *আল-লুবাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২; *আল-কামিল ফীত তারীখ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২।

৫৫১. *হাদিয়াতুল আ'রিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮; *শাযারাতুয যাহাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪; *আল-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ্*, পৃ. ৩৩।

৫৫২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

ইমাম আল বায়হাকী আজীবন হাদীসের খিদমত করে গেছেন। হাদীসের 'ইল্ম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি *আস-সুনানুল কুবরা* নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন যা পরবর্তীকালে হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে স্থান লাভ করে। এ গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী (র.) হাদীসসমূহ সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে তিনি কোন্ হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীসটি *তাখরীজ* করেছেন তারও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ইমাম আল বায়হাকী গ্রন্থটি ফিক্হ গ্রন্থের অধ্যায়ের আঙ্গিকে সুবিন্যস্ত করেন। তিনি প্রতিটি অধ্যায়ে আলাদা আলাদা পরিচ্ছেদের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীস সংস্থাপন করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি *তরজমাতুল বাবে* স্বীয় মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ মতের অনুকূলে ইমাম শাফি'ঈর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করতঃ এর সমর্থনে হাদীস সন্নিবদ্ধ করেন। যেমন তিনি التطهير بماء البحر পরিচ্ছেদে সমুদ্রের পানির পবিত্রতা সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈর মত উল্লেখ করার পর তার সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৫৩] তুলনামূলকভাবে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা এ গ্রন্থে আহকাম সংক্রান্ত হাদীস বেশি স্থান লাভ করেছে।

১৫. ইমাম আত্ তাবারানী (মৃত্যুঃ ৩৬০হি. / ৯৭০ খ্রী.)

তাঁর প্রকৃত নাম সুলায়মান। উপনাম আবূল কাসিম। নিসবতী নাম আল-তাবারানী। তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সিরিয়ার *তাবারিয়াহ* নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করায় তাকে *আত্-তাবারানী* বলা হয়। তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো, আবূল কাসিম সুলায়মান ইবন আহ্‌মাদ ইবন আইয়্যুব ইবন মুতির আল-লাখামী আশ-শামী আত্-তাবারানী।[৫৫৪] তিনি ২৬০ হিজরীতে সিরিয়ার *তাবারিয়াহ* নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

জন্মের পর আত্-তাবারানী নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, মিসর, বাগদাদ, কূফা, বসরা, ইস্পাহান প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে হাজারোর্ধ্ব খ্যাতনামা পণ্ডিতদের নিকট বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। হাফিয শামসুদ্দীন আল-যাহাবী উল্লেখ

---

৫৫৩. *আস-সুনানুল কুবরা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

৫৫৪. *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; *মিআতুল জিনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭২; *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৭০; *আর রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ্*, পৃ. ৩৮।

করেন যে, ইমাম আত্ তাবারানী ৭৫ বছর বয়সে হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ পরিভ্রমণ শুরু করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে বিভিন্ন পণ্ডিতদের নিকট জ্ঞানানুশীলন করেন।[৫৫৫] তিনি যে সমস্ত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন, হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী তাঁদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ যুর'আহ আদ দিমাশকী, বিশর ইবন মূসা, হাফস ইবন 'উমার, ইসহাক ইবন ইবরাহীম আদ-দাবারী, বকর ইবন সাহল আদ-দিমইয়াতী, মুহাম্মাদ ইবন যাকারিয়া আল-গালাবী, মুহাম্মাদ ইবন আসাদ আল-ইস্পাহানী, ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-মিসরী প্রমুখ।[৫৫৬]

ইমাম আত্ তাবারানী হাদীস চর্চায় সারা জীবন ব্যয় করেছেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিপুল সংখ্যক জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট আগমন করে হাদীসের জ্ঞান লাভ করত। আবূ আহমাদ আল-আস্সাল এ প্রসঙ্গে বলেন, আমি আত্ তাবারানী থেকে বিশ হাজার হাদীস শ্রবণ করেছি। আবূ ইসহাক ইবন হামযাহ তাঁর থেকে ত্রিশ হাজার হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর আবূশ শায়খ তাঁর নিকট থেকে চল্লিশ হাজার হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৫৫৭] ইমাম তাবারানী *মু'জামুল কাবীর, মু'জামুস সগীর* ও *মু'জামুল আওসাত* নামে প্রসিদ্ধ তিনটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করে অমরত্ব লাভ করেছেন। তিনি নিজেই এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, এটি তথা '*আল-মু'জামুল আওসাত* আমার রূহ।

আত্-তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা) ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীদের হাদীস সমূহ সনদ উল্লেখের মাধ্যমে সন্নিবদ্ধ করেছেন। এতে তিনি সাহাবীদের নামের আক্ষরিক ক্রমধারা অনুযায়ী হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে *মুসনাদু আবী হুরাইরাহ* নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম আত্-তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর* গ্রন্থে প্রায় বিশ হাজার হাদীস একত্রিত করেছেন। *আল-মু'জামুস সগীর* গ্রন্থে এক হাজার শিক্ষকের নিকট থেকে সংগৃহীত প্রায় পনের শত হাদীস সন্নিবদ্ধ করেন এবং *মু'জামুল আওসাতে* দু'হাজার শিক্ষকের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস একত্রিত করেন। এ গ্রন্থটি ছয় খণ্ডে সমাপ্ত।

---

৫৫৫. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১১৯।

৫৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

৫৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

১৬. ইমাম নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (মৃত্যু. ১৯৯৯ খ্রী.)

তাঁর নাম নাসিরুদ্দীন। উপনাম আবূ 'আবদির রহমান। পিতার নাম নূহ। তাঁর বংশক্রম হলো-নাসিরুদ্দীন ইবন নূহ নাজাতী ইবন আদম আল-আলবানী। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করায় তাঁকে *আল-আলবানী* বলা হয়ে থাকে।

জন্ম ও জন্মস্থান

আল-আলবানী ১৩৩২ হিজরী মুতাবিক ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন আলবেনিয়ার অন্তর্গত *আশকুদারায়* জন্মগ্রহণ করেন।[৫৫৮] জন্মের পর তিনি দরিদ্র পরিবারে লালিত পালিত হন। আর্থিক দিক দিয়ে পরিবারটি দৈন্যগ্রস্ত হলেও একটি দ্বীনী ও রক্ষণশীল পরিবার হিসেবে তৎকালীন সমাজে পরিচিতি ছিল। তাঁর পিতা 'উসমানীয় খিলাফাতের রাজধানী *আস্তানায়* (বর্তমানে এটি ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত) একটি ধর্মীয় শিক্ষালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে নিজ এলাকায় দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য ফিরে আসেন। তাঁর জ্ঞান গরিমার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান লাভের আশায় তাঁর নিকট পাড়ি জমাতো। এ সময় 'উসমানীয় খিলাফাতের পতন এবং কামাল আতাতুর্ক-এর ক্ষমতা দখলের ফলে গোটা তুরস্কে ধর্মীয় অঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজ করে। খোদাদ্রোহী প্রশাসন ধর্ম নিরপেক্ষতার আদলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। আরবী ভাষার প্রচলন বিলুপ্ত করা হয়। মেয়েদেরকে হিজাবের পরিবর্তে অশালীন পোষাকে ঘর থেকে বের করা হয়। এক কথায় সেখানে ইসলামী অনুশাসন বিলুপ্ত করা হয়। এ সময় ইসলামের উপর টিকে থাকা ঈমানদারদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অনেক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার আলবেনিয়া থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হিজরাত করে। এরই ধারাবাহিকতায় শায়খ আলবানীর পিতা পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে সিরিয়ায় হিজরাত করেন এবং দামিস্কে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন।[৫৫৯]

শিক্ষা ও হাদীস চর্চা

আলবানীর পিতা যখন সিরিয়ায় হিজরাত করেন তখন বালক আল-বানীর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর। এরপর পিতা তাঁকে *জমি'য়াতুল ইস'আফ আল-খায়রিয়্যাহ* মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। শায়খ আলবানী মাদ্রাসায় কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক

---

৫৫৮. *মাযাল্লাতুস্ সাওতিল উম্মাহ,* ৩২শ সংখ্যা, ১৪২০ হি., পৃ. ৩২।

৫৫৯. ইবরাহীম মুহাম্মদ 'আলী, *মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী,* (দামিস্কঃ দারুল কলম, ১৯৯৯ খ্রী.),পৃ. ১৬-২১।

শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি স্বীয় পিতার নিকট কুরআন, তাজবীদ, নাহু, সার্ফ এবং হানাফী ফিকহ্ শিক্ষা করেন।[৫৬০] এরপর তিনি সিরিয়ার তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ২০ বছর বয়সে হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তৎকালীন মিশরের প্রথিতযশা 'আলিম সাইয়্যেদ রশীদ রিযার *মাজাল্লাতুল মানার* পড়ে হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।[৫৬১] পরবর্তীতে তিনি সিরিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। জ্ঞানানুশীলনের অদম্য স্পৃহা তাঁকে হাদীস বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয় জানতে উদ্বুদ্ধ করে। কঠোর অধ্যবসায় এবং নিরন্তর সাধনার বিনিময়ে মগ্ন চৈতন্যের অন্দর থেকে তিনি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর অমিয় সুধা পান করেন। সুন্নাহর এমন কোন দিক নেই, যা তিনি উপলব্ধি করেননি। সুন্নাহর লালন ও কর্ষণে তিনি ব্যয় করেছেন তার জীবনের প্রতিটি সময় ও মুহূর্ত। ফলে তিনি আধুনিক বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিস হিসেবে আবির্ভূত হন। সমকালীন সকল মুহাদ্দিস তাঁর হাদীসে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন। অবশেষে সৌদি আরবের গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ 'আবদুল্লাহ্ বিন বায তাঁর সম্পর্কে এ ঘোষণা দিতে বাধ্য হন :

لا أعلم تحت الفلك فى هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر الدين فى علم الحديث[৫৬২]

'বর্তমান যুগে এই নভোমণ্ডলের নিচে 'ইলমুল হাদীসে আলবানী অপেক্ষা অধিক পারদর্শী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।'

শায়খ আলবানী ছিলেন একজন উঁচুদরের সমালোচক হাদীস বিজ্ঞানী। তাঁর হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ প্রক্রিয়া পূর্বসূরি মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত প্রক্রিয়া থেকে আলাদা নয় । এ যুগেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তা সর্বজন স্বীকৃত। সুনানু নাসাঈর বিখ্যাত ভাষ্যকার শায়খ মুহাম্মাদ 'আলী আদম আল-আছিউবী এ প্রসংগে বলেন,

وله اليد الطولى فى معرفة الحديث تصحيحا و تضعيفا و تشهد بذلك

---

৫৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

৫৬১. আশ-শায়বানী, ***হায়াতুল আলবানী***, ১ম খণ্ড, পৃ.৪০১।

৫৬২. আবদুল কাদির জুনায়দ, ***আল-আলবানী আল-ইমাম***, পৃ.৬-৭।

كتبه القيمة فقلّ من يدانيه فى هذا العصر الذى ساد فيه الجهل بهذا العلم الشريف[৫৬৩]

'হাদীসের সহীহ্ ও দ'ঈফ নিরূপণে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী এর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। এ যুগে পারদর্শিতার দিক দিয়ে তাঁর নিকটতম ব্যক্তি কমই আছেন, যিনি এই শাস্ত্রে অজ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য নেতৃত্ব দিতে পারেন।'

আল-আলবানী সহীহ হাদীস নিরূপণের জন্য রাত দিন পরিশ্রম করেছেন। প্রতিদিন তিনি ৮ ঘন্টা *যাহিরিয়্যাহ* লাইব্রেরীতে হাদীস গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করতেন। কোন কোন দিন এমনই হয়েছে যে, লাইব্রেরীর কর্মকর্তাগণ লাইব্রেরী বন্ধ করে চলে গেছেন আর তিনি ভিতরেই রয়ে গেছেন। তিনি সারারাত হাদীসের গ্রন্থগুলো নিয়ে গবেষণায় কাটিয়েছেন। লাইব্রেরী থেকে বাড়িতে ফিরে এসে অবশিষ্ট ১২ ঘন্টার মধ্যে শুধু খাওয়া ও সালাত আদায় ব্যতীত বাকী সময় অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি *সুনানে আরবা'আর* হাদীস সমূহ যাচাই করে কোন্‌গুলো সহীহ্ এবং কোন্‌গুলো দুর্বল ও মাওদূ' তা আলাদা করে স্বতন্ত্র সুনান গ্রন্থের রূপ দেন। তিনি নিম্নলিখিতভাবে সুনানগুলোকে ভাগ করেন :

সহীহ সুনানে ইবন মাজাহ (২ খণ্ডে সমাপ্ত)
দ'ঈফ সুনানে ইবন মাজাহ (১ খণ্ডে সমাপ্ত)
সহীহ সুনানে আবী দাউদ (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)
দ'ঈফ সুনানে আবী দাউদ (১ খণ্ডে সমাপ্ত)
সহীহ সুনানে তিরমিযী (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)
দ'ঈফ সুনানে তিরমিযী (১ খণ্ডে সমাপ্ত)
সহীহ্ সুনানে নাসাঈ (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)
দ'ঈফ সুনানে নাসাঈ (১ খণ্ডে সমাপ্ত)

উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও তিনি হাদীস বিষয়ে *সিলসিলাতুল আহাদীসে সহীহাহ্, সিলসিলতুল আহাদীসে দ'ঈফাহ্, সহীহ্ তারগীব ওয়া তারহীব, সহীহ্ জামি'ইস সাগীর* ও *দ'ঈফ জামি'ইস সাগীর* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

---

৫৬৩. আশ-শায়বানী, *হায়াতুল আলবানী,* ১ম খণ্ড, পৃ.৪৮।

চতুর্থ অধ্যায়
হাদীস সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ ও কতিপয় আধুনিক লেখকের ভ্রান্ত ধারণা ও তার অপনোদন

১. গোল্ড যিহারের বক্তব্য ও তার জবাব

সুন্নাহ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদরা মুসলিমদের মধ্যে সন্দেহের ধূম্রজাল বিস্তার করে রেখেছে। কতিপয় মুসলিম লেখকও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৫৬৪] প্রাচ্যবিদদের মধ্যে এ কাজে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন, হাঙ্গেরীর ইহুদী পণ্ডিত গোল্ড যিহার। আরবী ভাষায় রচিত ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তিনি সুকৌশলে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে কলঙ্কিত করার জন্য অনেক গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি হাদীসের ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থ লিখতে গিয়ে তার ভ্রান্ত চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর *দিরাসাতুল ইসলামিয়া* গ্রন্থে লিখেছেন যে,

'ইসলামের প্রথম যুগে বনূ উমাইয়্যা ও তৎকালীন 'আলিম সমাজের মধ্যে প্রচণ্ড গোলযোগ ও মতবিরোধের কারণে 'আলিম সমাজ হাদীস ও সুন্নাহকে উমাইয়্যাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এর সংকলন ও সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেন। উমাইয়্যাদের শত্রু নবীর বংশধরদের সাথে এসব 'আলিমের সম্পর্ক ছিল বিধায় তাঁরা প্রথমে নবী বংশধরদের প্রশংসামূলক হাদীস রচনা করেন। ফলশ্রুতিতে বনু উমাইয়্যাদের দোষ-ক্রুটি, তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ ও তাদেরকে আক্রমণ করার পথ উন্মুক্ত হয়। হাদীস রচনার পেছনে তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় দ্বীনকে সংরক্ষণের জন্যই এসব হাদীস রচনা করাতে কোন পাপ হবে না। আর এভাবেই হিজরী প্রথম শতাব্দীতে এসব বানোয়াট হাদীস ঐসকল 'আলিমের বিরোধী শক্তির মুকাবিলার জন্য একটি নীরব প্রতিবাদের ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে। অপরদিকে উমাইয়্যা শাসকবর্গও জাল হাদীস তৈরি থেকে বিরত থাকেননি। তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে রচিত হাদীসের জবাব হিসেবে মিথ্যা হাদীস রচনা করেন। এ হাদীসগুলোর সূত্র কিভাবে বর্ণনা করবে তা নিয়ে উমাইয়্যা শাসকবৃন্দ ইমাম যুহ্‌রীর মত হাদীসের ইমামকে সুকৌশলে হাদীস জালকরণের টার্গেটে পরিণত করে । আর ইমাম যুহ্‌রী

---

৫৬৪. *আস সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরি'ঈল ইসলামী*, পৃ. ২২৮।

খলীফা 'আব্দুল মালিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তিনি খলীফার নিকট যাতায়াত করতেন।'[৫৬৫]

গোল্ডযিহারের পূর্বে পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তিও ইমাম যুহ্রীর আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি; কিংবা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেনি। ইমাম যুহ্রী ছিলেন সত্যবাদী, মহান ব্যক্তিত্ব ও হাদীসের ইমাম। তাঁর সাথে উমাইয়্যাদের সম্পর্ক ও মেলামেশা কিভাবে জাল হাদীস রচনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হওয়ার দলীল হতে পারে? ইসলামের প্রথম যুগে খলীফা ও সুলতানদের সাথে 'উলামায়ে কিরামের গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তাদের সাথে এ সম্পর্কের কারণে কখনো 'উলামায়ে কিরামের তাকওয়া, আমানতদারী বা বিশ্বস্ততায় ছেদ পড়েনি। তদুপরি খলীফাদের সাথে ইমাম যুহ্রীর মত 'আলিম ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক অথবা খলীফাদের সম্পর্ক ইমাম যুহ্রীত মত 'আলিমের সাথে, যেভাবেই হোক এ সম্পর্ক কখনো এমন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ইমামকে, তাঁর ঈমান ও দ্বীনকে, তাঁর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীকে, তাঁর তাকওয়া ও পরহেযগারীকে কস্মিনকালেও কলংকিত করতে পারে না। তাছাড়া ইমাম যুহ্রী (র.) থেকে ফায়দা গ্রহণকারীরা সর্বাবস্থায় মুসলিম ছিলেন। যাঁদের শায়খ 'ইলমের মজলিস থেকে বের হয়ে সকাল-সন্ধায় খলীফাদের দরবারে যাতায়াত করতেন এবং তাঁদেরকে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস শুনাতেন অথবা দ্বীনী কোন বিষয় তাদের সামনে আলোচনা করতেন অথবা শরী'আতের কোন হুকুম তাঁদেরকে অবহিত করতেন, অথবা তাঁদের সন্তানদেরকে আদব-আখলাক শিখাতেন বা তাঁদেরকে উম্মাতে মুসলিমার অধিকার ও আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর যে যিম্মাদারী দিয়েছেন তা স্মরণ করিয়ে দিতেন, এতো কখনো দোষের বিষয় নয় বরং বিরাট কঠিন দায়িত্ব। এটি তোষমোদ নয়; এ হলো, সর্বোত্তম জিহাদ।[৫৬৬]

ইমাম যুহ্রী উমাইয়্যা খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আব্দুল মালিকের নিকট আগমন করলে তিনি যুহ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ হাদীসটি কেমন, যা সিরিয়াবাসীরা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। যুহ্রী বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! তা কি? খলীফা বললেন, তারা বর্ণনা করে যে, আল্লাহ্ তায়ালা যখন স্বীয় কোন বান্দার উপর নিজ প্রজা সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাঁকে শাসনকর্তা বানিয়ে দেন, তখন তার আমলনামায় শুধুমাত্র নেকীই লেখা হয়ে থাকে এবং বদ ও খারাপ কাজসমূহ লেখা হয় না। এ কথা শুনে ইমাম যুহ্রী

---

৫৬৫. *প্রাগুক্ত*।
৫৬৬. *ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নাহ*, পৃ. ২১০-২১১।

(রহ.) বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন ! একথা নি:সন্দেহে বাতিল বা ভ্রান্ত। বলুনতো! যিনি নবী ও খলীফা, তিনি কি আল্লাহর নিকট অধিকতর সম্মান পাওয়ার যোগ্য, না যিনি শুধু খলীফা, নবী নন, তিনি? ওয়ালীদ বললেন, যিনি নবী ও খলীফা তিনিই।' এরপর যুহ্‌রী বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী দাউদকে (আ.) বললেন,[৫৬৭]

يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

'হে- দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে গিয়েছে।'

হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ ভীতি প্রদর্শন এমন ব্যক্তির জন্য, যিনি নবীও ছিলেন এবং খলীফাও। তবে সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? যিনি শুধু খলীফা, নবী নন (তার জন্য কি এ নয়?)। ওয়ালীদ বললেন, 'নিঃসন্দেহে এরা আমাদেরকে আমাদের দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত করছে।' এখান থেকে বুঝা যায়, ইমাম যুহ্‌রীর মত ব্যক্তিত্ব এবং ওয়ালীদের ন্যায় খলীফার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উম্মাতে মুসলিমার জন্য কতটুকু ফলদায়ক ও কল্যাণকর হয়েছে। এরপর এ বিষয়টিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ইমাম যুহ্‌রী কি এমন একজন 'আলিম, যিনি শাহী দরবারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন এবং তাঁদের খেয়াল-খুশি থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি? আর তিনি কি তাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করতে পারেন? বরং ইমাম যুহ্‌রীর ভূমিকা কি এমন একজন শক্তিশালী, দৃঢ়চিত্ত 'আলিমের ন্যায় নয় যিনি কল্যাণকামী, আল্লাহর দ্বীন ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত থেকে জাল হাদীস রচনাকারীদের মিথ্যা বর্ণনা প্রতিহতকারী? আর তিনি কি মুসলিমদের খলীফাকে মিথ্যা রচনাকারীদের প্রভাবমুক্তকারী নন যাতে তাঁরা যুলম ও অনাচার থেকে বাঁচতে পারে এবং বাতিলের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে সীমালংঘন না করে![৫৬৮]

---

৫৬৭. সূরা সাদ: ২৬।

৫৬৮. *ইসলামী শরীআহ ও সুন্নাহ*, পৃ. ২১৪; *'ইকদুল ফারীদ*, ১ম খণ্ড পৃ. ৬০।

২. লিওন বুরূসিয়ার বক্তব্য ও তার জবাব

লিওন বুরূসিয়া বলেন, হাদীস সংগ্রহের ভ্রমণাভিযান ছিল দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধি ও তৎকালীন উমাইয়া শাসন বিস্তারের এক গোপন ফাঁদ। এছাড়া এটি ছিল ক্ষমতা বিস্তারের এক প্রচ্ছন্ন হাতিয়ার।[৫৬৯] তাঁর এরূপ মন্তব্য সঠিক নয়। কেননা, উমাইয়্যা শাসনের অনেক পূর্বেই হাদীস সংগ্রহাভিযান শুরু হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অনেক সাহাবী, তাবিঈ' ও তাবি' তাবিঈ' মুসলিম দুনিয়ার আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। লিওন বুরূসিয়ার উপরোক্ত উক্তির অসারতা প্রমাণের জন্য নিম্নে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপিত হলো:[৫৭০]

১. ইসলামের প্রতি সাহাবীগণের আন্তরিক টানের কারণে তাঁদের অনেকেই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে দিমাম ইবন ছা'লাবার (রা.) নাম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনেক হাদীস তার নিকট পৌঁছে। ফলে তিনি ঐ সমস্ত হাদীসের সত্যাসত্য প্রমাণের লক্ষ্যে এবং নতুন আরো হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট মদীনায় আগমন করেছিলেন। দুনিয়াবী কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি এরূপ ভ্রমণ করেননি। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করে হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট জেনে নিতেন। অষ্টম হিজরীতে মদীনায় এরূপ প্রতিনিধি দলের আগমনের ব্যাপকতা লাভ করে। ঐতিহাসিকগণ এ সালকে *সানাতুল উফূদ* বা প্রতিনিধি দলের বছর বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৭১]

সাহাবীগণের জীবন চরিত থেকে জানা যায় যে, মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পর তারা অনেকেই হাদীস সংগ্রহাভিযানে ব্রত হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ একটি হাদীসের সন্ধানে দূরবর্তী পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহর (রা) নাম উল্লেখ করা যেতে

---

৫৬৯. *দিরাসাতুন ফী সুন্নাতিল ইসলামিয়্যাহ্*, উমাইয়্যা যুগের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।
৫৭০. *আর রিহলাহ্ ফী তালাবিল হাদীস*, পৃ. ৩২-৩৪।
৫৭১. *আসাহুস সিয়ার*, পৃ. ৭৮।

পারে। হাদীস সংগ্রহের ভ্রমণেতিহাসে তিনি চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। একটি হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সিরিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থানরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবন উনায়সের (রা) সঙ্গে সাক্ষাত করে তিনি কাঙ্খিত হাদীস শ্রবণ করত সংগ্রহ করেছিলেন।[৫৭২] এছাড়া তিনি *কিসাস* সম্পর্কিত একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য মিসরে মাসলামা ইবন মাখলাদের নিকট গমন করেছিলেন।[৫৭৩] সাহাবীগণের এ ভ্রমণতো উমাইয়া যুগে ছিলনা। তাহলে কি করে লিওন বুরূসিয়ার উপরোক্ত উক্তি সঠিক হতে পারে তা অতি সহজেই অনুমেয়।

খুলাফায়ে রাশিদুনের খিলাফাতকালে হাদীস সংগ্রহের জন্য তাবিঈ'গণও নিস্বার্থ ভ্রমণ করেছিলেন। তাদের এ ভ্রমণও উমাইয়া যুগের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। দুনিয়াবী কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁরা এ ভ্রমণ করেননি। যেমন 'আলকামাহ্ (রা.) ও আসওয়াদের (রা.) নিকট 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পৌঁছে। তারা এ হাদীস জানার পর 'উমারের (রা.) নিকট দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে এসে হাদীসটি শ্রবণ করতঃ সত্যাসত্য যাচাই করেছিলেন। একটি হাদীসের জন্য পরিচালিত তাঁদের এ ভ্রমণ ছিল উমাইয়া যুগের বহু পূর্বে। আলকামাহ্ (রা.) ও আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত এ হাদীস অতিশয় বিশুদ্ধ হিসেবে মুহাদ্দিসগণের নিকট স্বীকৃতি পায়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয ইবনুস সালাহ্ হাদীস সংগ্রহাভিযানের গুরুত্ব বর্ণনায় এ হাদীসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ১৯৭৩ সালে দামিশকে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও জার্মানীর নুবতাযান বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রধান ড. যোসেফ এন এস-এর সাথে বিংশ শতাব্দীর ইসলামী চিন্তাবিদ ড. নূরুদ্দীন 'আতার সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। তিনি ড. যোসেফকে বলেন, ইসলাম সম্পর্কে অনেক প্রাচ্যবিদের গবেষণায় সঠিক তথ্য অনুপস্থিত। যেমন গোল্ডযিহার উল্লেখ করেন, উমাইয়্যা যুগে হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ সূচীত হয়। অথচ হাদীস সংগ্রহের জন্য ভ্রমণরীতি চালু হয়েছিল উমাইয়া রাজত্বের বহু পূর্বে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশয়াই। এ প্রসঙ্গে ড. নূরুদ্দীন 'আতার ড. যোসেফের সামনে একটি হাদীস শ্রবণের জন্য 'উমারের (রা) নিকট আলকামাহ ও আসওয়াদের ভ্রমণ সম্পর্কিত বর্ণনা তুলে ধরে বললেন, এটি কি বিশুদ্ধ নয়? এতে ড. যোসেফের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। পরিশেষে তিনি এর বিশুদ্ধতা

---

৫৭২. *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড , পৃ. ১১১৪।

৫৭৩. *ফাতহুল বারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১।

স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।[৫৭৪]

২. হাদীস সংগ্রহের জন্য ভ্রমণ ছিল দ্বীনী বিদ্যা সংরক্ষণ ও ইসলামের খিদমত। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে হাদীস সংরক্ষণের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। উমাইয়া যুগ থেকে এর সংরক্ষণ শুরু হয়নি।

৩. হাদীস সংগ্রহের এ ভ্রমণ রাজনৈতিক কোন হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ছিল না। যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদীস সংগ্রহাভিযানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তারা রাষ্ট্রীয় কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না; বরং তাঁরা *আল-'আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী 'আনিল মুনকার* তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' এর দায়িত্ব পালনের জন্য এরূপ ভ্রমণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এতদুদ্দেশ্যেই উম্মাতে মুহাম্মাদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৫৭৫]

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

'তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।'

৪. সার্বিকভাবে শরী'য়তী বিদ্যা অনুসন্ধান করা এবং বিশেষ করে হাদীসের জ্ঞান অনুসন্ধান একটি 'ইবাদাত। এছাড়া এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম বাহন। এ জন্য আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদ্যার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এ সূত্র ধরেই ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমগণ দুনিয়াবী লোভ পরিত্যাগ ও রিয়া ব্যতিরেকেই বিদ্যার্জনে উদ্বুদ্ধ হন। বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে তাঁদের কর্ম তৎপরতায় লৌকিকতা স্থান পায়নি। এর মূল কারণ ছিল, লৌকিকতা সম্পর্কে আল্লাহ সাবধান করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,[৫৭৬]

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا

---

৫৭৪. *আর রিহলাহ ফী তালাবিল হাদীস*, পৃ. ৩২-৩৩।

৫৭৫. সূরা আলে 'ইমরান: ১১০।

৫৭৬. সূরা আল-কাহফ: ১১০।

'যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন নেক 'আমল করে এবং তার রবের 'ইবাদাতে কাউকে অংশীদার স্থাপন না করে।' আল্লাহ্ আরো বলেন,[৫৭৭]

وَإِذَا قَامُوْآ إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالٰى يُرَآؤُوْنَ النَّاسَ

'যখন তারা নামাযে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায় এবং লোকদের দেখায়।' আল্লাহ্ আরো বলেন,[৫৭৮]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ - وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

'সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন; যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।'

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ইবাদাতের লৌকিকতার পরিণাম সম্পর্কে কঠোরতা আরোপ করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, 'আমি মহানবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাতের দিন সর্ব প্রথম যে ব্যক্তির বিচার হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্ তাকে আপন নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। এরপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নি'য়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কি কাজ করেছ? সে উত্তরে বলবে (হে আল্লাহ) তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার পথে আমি লড়েছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি শহীদ হয়ে গিয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এজন্য লড়েছিলে যাতে তোমাকে বীরপুরুষ বলা হয়। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর (ফেরেস্তাদেরকে) আদেশ দেয়া হবে এবং উপুড় করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন হবে, যে বিদ্যা শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পড়েছে। তাকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথমে আপন নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি এ সকল নি'য়ামতের শুকুর আদায় করেছ কি? সে উত্তরে বলবে, আমি বিদ্যা শিক্ষা করেছি এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি। এরপর

---

৫৭৭. সূরাহ্ আন-নিসা: ১৪২।
৫৭৮. সূরাহ্ আল-মা'উন: ৪-৭।

তোমার খুশীর জন্য কুরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ বরং তুমি এজন্য বিদ্যা শিক্ষা করেছিলে যাতে তোমাকে 'আলিম বলা হয় এবং এজন্য কুরআন পড়েছিলে যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে ফেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয় হচ্ছে, ঐ ব্যক্তি যার রিযক আল্লাহ্ প্রশস্ত করেছিলেন এবং তাকে সমস্ত রকমের ধন-সম্পদ আল্লাহ্ দান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হবে। প্রথমে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে আপন নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, তখন সে তা স্মরণ করবে। এরপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এসবের কৃতজ্ঞতা আদায় করেছ? সে উত্তরে বলবে, যা দান করলে তুমি খুশি হবে এমন কোন রাস্তা অবশিষ্ট নেই, যাতে আমি দান করিনি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ বরং এ উদ্দেশ্যে তা করেছিলে যেন তোমাকে একজন দানবীর বলা হয়। তোমাকে তা বলা হয়েছে। এরপর ফেরেশতাদেরকে তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[৫৭৯]

মুসলিম শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ উল্লেখিত কুরআন ও হাদীসের বাণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত হন। এ সূত্র ধরেই বলা যায় যে, হাদীস সংগ্রহের জন্য মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগ থেকে যে ভ্রমণ সূচিত হয়েছে এবং এই ভ্রমণের সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁরা কখনো এর মাধ্যমে রিয়া প্রদর্শন করেননি। রিয়ার পরিণাম যে ভয়াবহ তা তারা জেনে নিয়ে এ ধরনের লৌকিকতাকে পরিত্যাগ করেছেন।

৩. ড. আহমাদ আমীনের বক্তব্য ও তার জবাব

আধুনিক মুসলিম লেখকদের মধ্যে মিসরের ড. আহমাদ আমীন সুকৌশলে সুন্নাহ্ সম্পর্কে আক্রমণাত্মক বক্তব্য পেশ করেছেন। মুসলিম লেখক হিসেবে তাঁর এ বক্তব্য মারাত্মক ও বিপজ্জনক। তিনি তাঁর *ফাজরুল ইসলাম* গ্রন্থে সুন্নাহ্র আলোচনা করতে গিয়ে প্রাচ্যবিদদের প্রতিভূ সেজে সুন্নাহ্র সংকলন ও এর বিশ্বস্ততা নিয়ে বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণনার অবতারনা করেছেন।[৫৮০] তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হাদীস মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোনালী যুগে

---

৫৭৯. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯।

৫৮০. ড. আহমাদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম* (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহ্দা আল-মিসরিয়্যাহ্, ১৯৭৫ খ্রি.) পৃ. ২০৮-২২৪।

মোটেই সংকলিত হয়নি; বরং কোন কোন সাহাবী শুধু নিজের জন্য মুখস্থের সুবিধার্থে কিছু হাদীস লিখে নিতেন। এমনকি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পর সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনায় দু' দলে বিভক্ত হন। **এক দল** মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনাই শুধু খারাপ জানতেন না; বরং প্রত্যেক বর্ণনাকারী থেকে হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর প্রমাণও চাইতেন। **আরেক দল** ছিল, যাঁরা ব্যাপকভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন।[৫৮১]

ড. আহমদ আমীন উপরিউক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, রাসূলের নামে মিথ্যা বলার সূত্রপাত তাঁর জীবদ্দশায় শুরু হয়েছিল। তিনি এদিকেও ইংগিত করেছেন, বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোক ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হাদীস জালকরণে এর বিরাট প্রভাব পড়ে। যার ফলে হাদীসের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, ইমাম বুখারী (র) তাঁর সময়ে প্রচলিত ছয় লক্ষ হাদীসের মধ্যে লিপিবদ্ধ করার জন্য মাত্র আড়াই হাজার বিশুদ্ধ হাদীস নির্বাচিত করেন। এখান থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে জাল হাদীসের ব্যাপকতা খুব বেড়ে গিয়েছিল। এ কারণে জনসাধারণ হাদীস থেকে বিমুখতা ও এত কঠোরতা অবলম্বন করে, তারা কিতাব ও সুন্নাতের সাথে একান্ত সম্পর্কযুক্ত না হলে কোন হাদীসই গ্রহণ করত না।[৫৮২] তিনি এ আলোচনার শেষভাগে অবশ্য জাল হাদীস প্রতিরোধে আলিম সমাজের বিরাট ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি একটি অভিযোগ এনেছেন যে, তাঁরা (আলিমগণ) সনদ পরীক্ষার জন্য যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার দশ ভাগের একভাগও মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য করেননি। তারপর তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কথা উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি সর্ব প্রথম হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর নাম উল্লেখ করে নিম্নোক্ত অভিযোগ এনেছেন।[৫৮৩]

১. আবূ হুরাইরা (রা.) কখনো হাদীস লিখতেন না, বরং নিজের স্মৃতি থেকেই হাদীস বর্ণনা করতেন।[৫৮৪]

ড. আহমদ আমীনের উপরিউক্ত অভিযোগের খণ্ডন ও ভ্রান্তি অপনোদনে বলা হয় যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন না বরং স্মৃতি থেকেই হাদীস বর্ণনা করতেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সঠিক নয়। কেননা স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করার কাজে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) একা নন বরং

---

৫৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪।
৫৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।
৫৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২-২১৪।
৫৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯।

অনেক সাহাবী নিয়োজিত ছিলেন। একমাত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবনুল আস (রা) ছাড়া স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করা প্রত্যেক সাহাবীর রীতি ছিল। তিনি একটি সহীফাতে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। হাদীসশাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ কথা ভালভাবে জানা আছে। এমন কি ড. আহমাদ আমীন স্বয়ং এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন:

وعلى كل حال مضى العصر الاول ولم يكن تدوين الحديث شائعا انما كانوا يروونه شفاها وحفظا ومن كان يدون لنفسه[৫৮৫]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা ড. আহমাদ আমীন প্রথম হিজরী শতাব্দীতে যে সব তাবি'ঈনে কিরাম হাদীস সংকলন করেছিলেন, তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সাহাবীদের যুগে একমাত্র আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) ব্যতীত কেউই হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন না।[৫৮৬] সুতরাং একমাত্র হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর প্রতি তাঁর অভিযোগের কারণ কি? কি উদ্দেশ্যে তিনি তা করেছেন? তিনি হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছেন এভাবে, কোন এক ব্যক্তি হাদীস লিখছেন না এবং শুধুমাত্র নিজের স্মৃতি থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে তাঁর স্মৃতিভ্রম হতে পারে এবং অধিকাংশ সময়ই প্রমাদে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই তাঁর বর্ণিত হাদীস বিষয়ে সংশয়বাদী হতে বাধ্য। নিঃসন্দেহে ড. সাহেব এটিই বুঝাতে চাচ্ছেন। যদি তা-ই না হয়, তবে তিনি হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর স্মৃতিশক্তি, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহ্ভীরুতা সম্পর্কে সাহবায়ে কিরামের প্রশংসা এবং 'আলিমগণের অকপটে স্বীকৃতি কখনো অস্বীকার করতেন না। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) ছিলেন স্মৃতিশক্তিতে সকল সাহাবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইমাম বুখারীর বর্ণনা মতে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে হাদীস র্বণনাকারী মুহাদ্দিস ও 'আলিমগণের সংখ্যা আটশ'। এই আটশ' মুহাদ্দিস কখনো সন্দেহযুক্ত একজন সাহাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন এ কথা দুনিয়ার কেউ স্বীকার করবে না।[৫৮৭]

২. আবূ হুরাইরা (রা) ব্যাপকভাবে এমন হাদীসও বর্ণনা করতেন, যা তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সরাসরি শুনেননি।[৫৮৮]

---

৫৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২।

৫৮৬. *প্রাগুক্ত*।

৫৮৭. *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরি'ঈল ইসলামী*, পৃ. ৩১৯।

৫৮৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫-৩০৬।

ড. আহমাদ আমীনের এই অভিযোগের উত্তরে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে স্বয়ং শ্রুত নয় এমন হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে শুধু একা আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন একথা সঠিক নয়। বরং এ কাজ বয়ঃকনিষ্ঠ সাহাবীগণও করেছেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষকালে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণও এ কাজ করেছেন। যেমন, হযরত 'আয়িশা (রা), আনাস (রা), বারা (রা), ইবন 'আব্বাস (রা), ইবন 'উমর (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ রাসূলের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তাঁরা স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শোনেন নি; বরং তাঁরা এসব হাদীস এমন সাহাবীগণ হতে শুনেছেন, যাঁরা স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন।[৫৮৯] তাঁদের এ নীতির বৈধতা সম্পর্কে এ কথাই বলা যেতে পারে যে, যখন তাঁদের নিকট সকল সাহাবীর সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, তখন তাঁরা এ পদ্ধতি দূষণীয় মনে করতেন না। এ ধরনের রিওয়ায়াতকে মুহাদ্দিসগণ *মারাসিলুস সাহাবা* বলে থাকেন। এ রকমের রিওয়ায়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ বৈধ বলে সকল 'আলিম অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং এ ধরনের রিওয়ায়াত হাদীসে মারফূ'-এর মর্যাদা রাখে বলে তাঁরা মত দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে আবূ ইসহাক আল-ইসফারাঈনী ভিন্নমত পোষন করেন। তিনি বলেছেন, হতে পারে সাহাবী উক্ত হাদীস কোন তাবিঈ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু আল-ইসফারাঈনীর এ অভিমত সকল মুহাদ্দিস প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ক্ষেত্রে সকল আলিমের ঐকমত্যই যথেষ্ট।[৫৯০]

৩. আবূ হুরাইরা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন পরে অথচ সাহাবীগণের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এর উত্তরে বলা হয় যে, আবূ হুরাইরা (রা.) সাহাবীদের মধ্যে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী একথা সত্য। তাঁর অধিক হাদীস বর্ণনার কারণ ছিল এই যে, তিনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে অধিক সময় উপস্থিত থাকতেন। এমন কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানেই যেতেন তিনি তাঁর সঙ্গে যেতেন। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ হুরাইরা (রা.) বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকট হাদীস অন্বেষণে যেতেন। যেমনটি বয়োকনিষ্ঠ সাহাবী 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ্

---

৫৮৯. *প্রাগুক্ত*।

৫৯০. *প্রাগুক্ত*, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: *আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২।

ইবন 'উমর ও হযরত আনাস (রা.) করতেন। এছাড়া দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকল হাদীস অতি যত্ন সহকারে মুখস্থ করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)-এর এই উদগ্রীবতার সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন, "আবূ হুরাইরা (রা.) সকল সাহাবীর মধ্যে হাদীসের জন্য বেশি উদগ্রীব।" এ সকল কারণে আবূ হুরাইরা (রা.)-এর অধিক হাদীস মুখস্থ ছিল এবং তা সংরক্ষণ করার জন্যও তিনি অতি যত্নবান ছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েন। আবূ হুরাইরার (রা.) নিকট 'ইলমে হাদীসের যে আমানত রক্ষিত ছিল, তা উম্মাতের মধ্যে প্রচার করার দায়িত্ব তীব্রভাবে তিনি অনুভব করলেন। তা ছাড়া তিনি 'ইলমে হাদীস বর্ণনা থেকে বিমুখতায় ইল্‌ম গোপনের শাস্তির আশংকা করতেন। স্বয়ং আবূ হুরাইরা (রা.) সে কথা বলেছেন। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যদি কিতাবুল্লাহ্‌র (কুরআনের) এই দু'টি আয়াত না হতো তবে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না।[৫৯১] তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন:[৫৯২]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ - إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولٰئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

'আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য, কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়; কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে, আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা, যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল। কারণ আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

৪. কোন কোন সাহাবী তাঁর বর্ণিত হাদীসে সন্দেহ করতেন এবং কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন।"[৫৯৩]

ড. আহমাদ আমীনের বক্তব্যটি সঠিক নয়। কোন সাহাবী তাঁর হাদীস বর্ণনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেননি এবং তাঁর সমালোচনাও করেননি। সাহাবীগণ

---

৫৯১. *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরি'ঈল ইসলামী*, পৃ. ৩১১।

৫৯২. সূরাহ্ আল-বাকারাহ্, আয়াত: ১৫৯-১৬০।

৫৯৩. *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরি'ঈল ইসলামী*, পৃ. ৩১০।

একে অপরের সমালোচনা করতেন সত্য, তবে তা শুধুমাত্র ইল্মী পর্যালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকত। শরঈ' মাসয়ালা উদ্ভাবন ও ইজতিহাদের মতপার্থক্যের কারণেই এরূপ হয়ে থাকত অথবা এর কারণ এও হতে পারে যে, কেউ হয়ত হাদীসটি ভুলে গিয়েছিলেন, অপর একজন তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ সমালোচনা একে অপরের প্রতি সন্দেহ কিংবা মিথ্যা আরোপের জন্য কখনো ছিল না। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) ও অপরাপর সাহাবীগণের মধ্যকার পর্যালোচনাকে এ মূলনীতির উপরই বিচার করা উচিত। অন্য কোন কারণের প্রতি তা আরোপ করা উচিত হবে না। কেননা সাহাবীগণ একে অপরের সত্যবাদিতা বিপুলভাবে সনাক্ত করেছেন। বিশেষতঃ আবূ হুরাইরা (রা.) সম্পর্কে অনেক সাহাবীর ইতিবাচক বক্তব্য বিধৃত হয়েছে। তাঁরা তাঁর উপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন এবং তাঁর স্মৃতিশক্তিকে অকপটে স্বীকার করেছেন।[৫৯৪]

৪. অধ্যাপক আবূ রাইয়াহ্‌র বক্তব্য ও তাঁর জবাব

প্রাচ্যবিদদের ভাবশিষ্য মুসলিম নামধারী গবেষক অধ্যাপক আবূ রাইয়াহ্ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (র.) ও তাঁর রিওয়ায়াত সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। তিনি সুন্নাহর প্রতি মারাত্মক আক্রমণ করে স্বীয় اضواء على السنة المحمدية গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্ লেখাপড়া জানতেন না। তিনি ছিলেন অজ্ঞ।[৫৯৫] এর জবাবে ড. আস সিবা'ঈ ও ড. মুহাম্মাদ আবূ শাহ্‌বাহ্ লিখেছেন যে, ইসলামের কোন যুগেই কোন সাহাবীর লেখাপড়া না জানা তাঁর সততার উপর অপবাদের কারণ ছিল না। আজই প্রথম অধ্যাপক সাহেব গবেষণার পরিমণ্ডলে এসে এ কথা বলছেন, লেখাপড়া না জানা রাবীর সততা ও সত্যবাদিতার অন্তরায়।[৫৯৬]

লেখাপড়া না জানা সেই আরব জাতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হয়েছেন। এ কথা স্পষ্ট যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনকালে মক্কায় আঙ্গুলে গোণা কয়েকজন লেখাপড়া জানতেন। অথচ সকল সাহাবী, যাঁদের সংখ্যা একলাখ চৌদ্দ হাজার, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন, তাঁরা লেখাপড়া জানতেন না। তবে শুধু আবূ হুরাইরাহ (রা.)-কে বিশেষ করে অপবাদের শিকারে পরিণত করার গোপন উদ্দেশ্য কি? তবে কি এর উদ্দেশ্য

---

৫৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১-৩১৩।

৫৯৫. *আল-আদওয়াউস সুন্নাহ আল-মহাম্মাদিয়্যাহ্*, পৃ. ১৫৩।

৫৯৬. *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরি'ঈল ইসলামী*, পৃ. ৩২৩।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ যা তিনি না লিখে মুখস্থ করতেন এবং স্মৃতি থেকে তা বর্ণনা করতেন, তাতে অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টি করা নয় কি?[৫৯৭]

অধ্যাপক আবূ রাইয়াহ্ হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রা.)-এর দারিদ্রতার কথা বার বার উল্লেখ করে বলেছেন যে, "আবূ হুরাইরাহ্ তাঁর দারিদ্র্য ও অনাহার ক্লিষ্টতার কারণে সুফ্ফায় আশ্রয় নেন। সুতরাং সুফ্ফায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) ছিলেন সমধিক খ্যাত। তারপর তিনি 'সুফ্ফার' অনাহারী লোকদের নেতা হয়ে যান।"[৫৯৮]

আবু রাইয়াহ্র এমন উক্তি সম্পর্কে ড. সিবা'ঈ লিখেছেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কে আবু রাইয়াহর কোন লজ্জা নেই। নিঃসন্দেহে দারিদ্র্য ও অনাহারী জীবন এবং সুফ্ফায় অবস্থান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে দোষণীয় নয়, সুস্থ্ বিবেকবান লোকদের দৃষ্টিতেও এটি হীনতার কারণ নয় এবং যারা সচ্চরিত্র ও উত্তম আদর্শের মাঝে লালিত পালিত হয়েছেন, তাদের দৃষ্টিতেও নয়। তবে তা সে সব হীনমনা ও বিবেকহীন লোকদের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে দূষণীয়, যারা মান-সম্মানের মাপকাঠি একমাত্র ধন সম্পদকেই মনে করে। অধ্যাপক সাহেবের বক্তব্যে খণ্ডণে কুরআনের উপস্থাপিত বর্ণনাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, যা ধনাঢ্য ব্যক্তি ও বিলাসী লোকদের তিরস্কার এবং তাদের অযথা বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়া আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে সেই শ্রেণীর লোকদের ভূমিকা সম্পর্কে কুরআন বিস্তারিত আলোকপাত করেছে।[৫৯৯]

অধ্যাপক আবূ রাইয়াহ্ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথেই আবূ হুরাইরার (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সান্নিধ্যে অবস্থানের কারণ বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরা নিজেই বলেছেন, 'আমি ইয়াতীম অবস্থায় লালিত-পালিত হয়েছি।'[৬০০] মনে হয় অধ্যাপক সাহেবের দৃষ্টিতে ইয়াতীম হওয়াও একটি দোষ। বস্তুতঃ যার মাঝে লজ্জা-সম্ভ্রমের লেশমাত্রও নেই, সে এমন কটাক্ষ করলে এতে আশ্চর্যের কিছু থাকে না। আবূ হুরাইরাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অত্যধিক ভালবাসা ও তাঁর থেকে হিদায়াত পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সুফ্ফাতে থাকতেন। যেমনিভাবে

---

৫৯৭. *প্রাগুক্ত।*

৫৯৮. *আল-আদওয়াউস সুন্নাহ আল-মহাম্মাদিয়্যাহ্*, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

৫৯৯. *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরি'ঈল ইসলামী*, পৃ. ৩২৩-৩২৪।

৬০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

অপরাপর সাহাবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সান্নিধ্য লাভের আশায় সুফ্ফায় থাকতেন"। এর বিপরীতে অধ্যাপক সাহেব বলছেন, "আবূ হুরাইরাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় পেট ভরার জন্য সুফ্ফাতে থাকতেন।"[৬০১] কোন সুস্থ বিকেকবান লোক এমন ধৃষ্টতা কল্পনাও করতে পারে না যে, আবু হুরাইরাহ্ (রা.) তাঁর দেশ, জাতি, যেখানে তিনি জন্মলাভ করেছেন, লালিত পালিত হয়েছেন, এর সকল মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে, দূর-দূরান্ত সফর করে, দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে একমাত্র পেট ভর্তির জন্যই রাসূলের সান্নিধ্যে এসেছেন।[৬০২] আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) কি তাঁর সম্প্রদায় বা গোত্রের মাঝে পানাহারের কিছু পেলেন না? আরবের 'দাওস' গোত্রের নিকট কি কিছুই ছিল না? তাদের দেশে কি আকাল পড়েছিল? যমীন কি বন্ধ্যা হয়েছিল যে, তিনি সেখানে পানাহারের কিছুই পেলেন না? তারপরও আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) মদীনা মুনাওয়ারায় কেন এলেন? মদীনায় এসে কি তিনি ব্যবসা বা কৃষিকাজ করে এতটুকু উপার্জন করতে পারতেন না, যা দ্বারা তাঁর পেট ভরত? যেমনিভাবে মদীনার অপরাপর ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা উপার্জন করে সুন্দর সচ্ছন্দ জীবন-যাপন করত? ' পেশাদার ভিখারীরা' ছাড়া কি দুনিয়াতে এমন কেউ আছে, যে তার পেট ভর্তির জন্য স্বদেশ ছেড়ে দূর-দূরান্তে সফর করে? তাছাড়া এমন ' পেশাদার ভিখারী' শুধু পেট ভরে খাওয়ার উপরই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তারা টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত সংগ্রহে চরমভাবে উদ্যোগী হয়। কিন্তু আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) তো এরূপ করেন নি। তার সম্পর্কে অধ্যাপক সাহেবের এরূপ বক্তব্য নির্লজ্জতার পরিচয় বহন করে।[৬০৩]

অধ্যাপক আবূ রাইয়াহ্ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের আধিক্য সম্পর্কেও সমালোচনা করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মুসনাদে বাকী ইবন মাখলাদে ৫৩৭৪ বলা হয়েছে। বস্তুত এ সংখ্যক হাদীসের সনদ আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) পর্যন্ত পৌঁছার বিষয়টি মুহাদ্দিসগণ গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেননি। আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাধিক্যের বিষয়ে আবূ রাইয়ার আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কারণ এই যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) মাত্র তিন বছরকাল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে ছিলেন। অথচ এত বেশি হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন।[৬০৪]

---

৬০১. *আল-আদওয়াউস সুন্নাহ আল-মহাম্মাদিয়্যাহ্*, পৃ. ১৫৪।

৬০২. *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরি'ঈল ইসলামী*, পৃ. ৩২৮-৩২৯।

৬০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

৬০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩।

ইতোপূর্বে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর হাদীসের সংখ্যাধিক্যের কারণ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সেই আলোচনার সাথে ইবন কাসীরের বর্ণনার সংযোজন প্রয়োজন। ইবন কাসীর (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'যখন হযরত হাসান (রা.)-কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওযা মুবারকের পার্শ্বে দাফন করার বিষয়ে মাওয়ান ইবনুল হাকাম-এর সাথে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর বাদানুবাদ হল, তখন মারওয়ান ভাবাবেগে রাগান্বিত হয়ে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে বললেন, 'লোকজন বলাবলি করে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করছ। অথচ তুমি ৭ম হিজরীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের কিছু দিন পূর্বেই মাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসেছ?" তখন আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) জবাবে বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে ৭ম হিজরীতে খাইবারের যুদ্ধকালেই এসেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ত্রিশের সামান্য উর্ধ্বে। কিন্তু সে সময় হতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত আমি সর্বদাই তাঁর সাথে ছিলাম। তাঁর সাথে আমি উম্মাহাতুল মুমিনীনের গৃহেও যেতাম এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমত করতাম। আল্লাহ্‌র কসম! সে সময়ে আমি শূন্য হাত ও সর্বহারা ছিলাম। আমি নবীর পেছনেই নামায আদায় করতাম, তাঁর সাথেই হজ্জে গিয়েছিলাম এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধেই তাঁর সঙ্গে থাকতাম। আল্লাহর কসম, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সর্বদা থাকার কারণেই আমি তাঁর হাদীসের 'ইলম অধিক পরিমানে আয়ত্ব করেছি। আল্লাহর শপথ, কুরাইশ ও আনসারদের অনেক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সান্নিধ্যে হিজরাত করেছেন, তাঁর কাছে আগমনের দিক দিয়ে তাঁরা আমার অগ্রগামী; কিন্তু তাঁরা সবাই একথা জানেন ও মানেন যে, আমি সর্বদাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেই অবস্থান করেছি, এ কারণে তাঁরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনেক হাদীসই আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন। এদের মধ্যে হযরত 'উমর, 'উসমান 'আলী, তালহা ও হযরত যুবায়র (রা)-ও রয়েছেন। আল্লাহর কসম! মদীনার কোন হাদীসই আমার অজ্ঞাত ছিল না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত বন্ধুজন তা আমার অপরিচিত ছিলো না। রফীক (رفيق) শব্দ দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিজরাতকালে সওর পর্বতের গুহায় তাঁর সাথী ছিলেন। আমি এটাও জানি,

জনৈক্য ব্যক্তিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা থেকে বের করে দিয়েছিলেন এবং মদীনা থাকতে নিষেধ করেছিলেন। একথা দ্বারা তিনি মারওয়ানের পিতা হাকাম ইবনুল আসকে বুঝাতে চাইলেন। তারপর আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বললেন, আবদুল মালিকের পিতা (মারওয়ান) এ ঘটনা এবং এরূপ ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তারা আমার কাছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপ মারওান আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর নিকট থেকে কেটে পড়লেন এবং সর্বদা মারওয়ান আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) ও তাঁর বস্তুনিষ্ঠ জবাব সম্পর্কে ভয়ার্ত থাকতেন।[৬০৫]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) মারওয়ানকে বললেন, আমি তো স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালাবাসার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু তোমরা যারা মক্কাবাসী, যারা সর্ব প্রথম ইসলামের দাওয়াত পেয়েছ, তারাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর স্বদেশ হতে বের করে দিয়েছ এবং তাঁকে ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে তোমরা নিদারুণ কষ্ট দিয়েছ। তোমরা তো আমার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে ইসলাম কবূল করেছ। সুতরাং মারওয়ান লজ্জিত হয়ে চলে গেলেন।[৬০৬]

আবূ রাইয়াহ্ দাবি করছে যে, হযরত উমার (রা.) আবূ হুরাইরা (রা.) বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আবূ হুরাইরা! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করছ কেন? হতে পারে তুমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা বলছ?[৬০৭]

‘আলিমগণ আবূ রাইয়্যাহ্র উপরিউক্ত বক্তবের অপনোদনে বলেন, আবূ রাইয়াহ্ তার এই উদ্ধৃতি প্রমাণে একটি গ্রহণযোগ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, যে সব গ্রন্থে কল্পিত কাহিনী, সাহিত্যের রঙরস ও পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য বানোয়াট বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে এবং শীআদের চিন্তাধারা যাতে সংযোজিত হয়েছে, সেসব গ্রন্থে আবূ হুরাইরা (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ ও অপবাদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ জ্ঞান গবেষণার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট এমন গ্রন্থের সামান্যতম মূল্যও নেই। যদিও আবূ রাইয়াহ্

---

৬০৫. *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

৬০৬. *প্রাগুক্ত*।

৬০৭. *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরি'ঈল ইসলামী*, পৃ. ৩৪৪।

তার দাবির প্রমাণে উল্লেখিত গ্রন্থের সূত্র ব্যবহার করেছে। তথাপি সে তার চিরাচরিত অভ্যাসমত সর্বদা তাতে পরিবর্তন সাধন করেছে। সে সব গ্রন্থে পাঠক অবশ্যই তা অবলোকন করে থাকবেন। মজার ব্যাপার এই যে, অধ্যাপক সাহেব তার উপরোক্ত দাবির পক্ষে কোন গ্রন্থের সূত্র দেননি।[৬০৮]

আবূ রাইয়াহ্ দাবি করছে যে, হযরত উমার (রা.) আবূ হুরাইরা (রা.)-কে ধমক দিয়ে বলেন, যদি তিনি এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁকে তাঁর স্বদেশ অথবা কুরদায় নযরবন্দী করবেন। আবূ রাইয়াহ্ বলেছেন, ইবন আসাকির ও ইবন কাসীর এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।[৬০৯]

হযরত উমার (রা.) কর্তৃক হাদীস বর্ণনার নিষেধাজ্ঞা শুধু আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না (বরং তিনি সাধারণভাবে সকল সাহাবীকেই হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন।) তবে আবূ হুরাইরা (রা.)-কে তাঁর স্বদেশ ফেরত পাঠানোর ধমক প্রদান আদৌ সঠিক নয়। কেননা সে সময় তা বৈধই ছিল না।[৬১০]

আবূ হুরাইরা (রা.) সম্পর্কে হযরত উমার (রা.)-এর উক্তি "আমি তোমাকে কুরদাতে নযরবন্দী করব" স্পষ্টভাবে বিভ্রান্তিমূলক ও সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ, হাফিয ইবন কাসীরের মূল উদ্ধৃতি হলো এই:

قال عمر لكعب الأحبار لتتركن الحديث (عن الاول) او لالحقنك بأرض القردة[৬১১]

হযরত উমার (রা.) কাব আল আহবারকে বললেন, হয় তুমি পূর্ববর্তী উম্মাতদের কথাবার্তা বা কাহিনী (ইসরাঈলী রিওয়ায়াত) বর্ণনা পরিত্যাগ কর, নচেৎ আমি তোমাকে কুরাদা এলাকায় পাঠিয়ে দেব।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত উমার (রা.) এই ধমক কাব আল- আহবারকে দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি বনী ইসরাঈলের কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করতেন। হযরত উমার (রা.) আদৌ হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস বর্ণনা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ কিংবা বর্ণনা না করতে ধমক প্রদান করেননি।[৬১২]

---

৬০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৫।

৬০৯. *প্রাগুক্ত*।

৬১০. *প্রাগুক্ত*।

৬১১. *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

৬১২. *আস-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরি'ঈল ইসলামী*, পৃ. ৩৪৫।

৫. উপসংহার

মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহ যাচাই বাছাই ও সংকলনে যে শ্রম ব্যয় করেছেন তা আজও বিশ্বের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যে, যেখানে ধর্ম প্রবর্তকের বাণী বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানের জন্ম দেয়া হয়েছে; কিন্তু ইসলামের প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী সংরক্ষণ, সংকলন ও বিশুদ্ধতা নিরূপক অনেক অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়েছে। এটি সত্যিই মুসলমানদের বিরল কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রাচ্যবিদগণের মধ্যে কেউ কেউ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ সংশয় পোষণ করলেও হাদীস বর্ণনাকারীগণের জীবনচরিত সম্পর্কিত একটি নতুন শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করা মুসলিমদের একক কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে স্বীকৃতি দিতে তারা বাধ্য হয়েছেন।

বিভিন্ন যুগে ইসলাম বিরোধী শক্তি কর্তৃক মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ্কে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করার হীন প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। যুগ বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ এর সময়োচিত জবাব দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিককালেও সুন্নাহর উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার উপর আঘাত হানার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে নানাভাবে নানা কৌশলে। মুসলিম নামধারী প্রাচ্যবিদদের তল্পীবাহক হাদীসের বিশুদ্ধতাকে কলঙ্কলেপনে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ মনে করেন, আল-কুরআনের বাণী শাশ্বত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। হাদীসের কোন প্রয়োজনীয়তা আজকের যুগে নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, ইসলামী শরী'আতে নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে আল-কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান; কিন্তু কার্যতঃ তারা কোন ক্ষেত্রে আল-কুরআন অপেক্ষা হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন। এ দুই চরমপন্থী মতবাদই ত্রুটিপূর্ণ। কেননা আল-কুরআন আল্লাহর শাশ্বত বাণী, তেমনি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ্ আল-কুরআনের বাস্তব রূপায়ন।

বর্তমানকালে পাশ্চাত্য দেশ থেকে পূর্ব ধারাবাহিকতায় ইসলাম সম্পর্কে নতুন এক ফিতনার উদ্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ক্রুসেড যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর খ্রিস্টান ও ইয়াহুদী জগত *বৈজ্ঞানিক গবেষণার* নামে ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত হানার উদ্দেশ্যে সুন্নাহ ও হাদীসের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ভ্রান্ত মতবাদগুলোকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের কোমলমতি মুসলিম ছাত্রদেরকে শিক্ষা দানের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। এতদ্যুদ্দেশ্যে তারা যে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে তাহলো সুন্নাতের এ বিশাল ভাণ্ডার মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের দু'শ বছর পর লিপিবদ্ধ হয়েছে, সুতরাং এর

কি গুরুত্ব আছে? কখনো তারা হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী, তাবিঈ ও মুহাদ্দিসগণের তীব্র সমালোচনা করেছেন, তাঁদের প্রতি অপবাদ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। ইউরোপের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিষয়ের উপর *পিএইচ.ডি* ডিগ্রী প্রদানের জন্য বিশেষ শাখা খোলা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিভাগেই ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান অধ্যাপকদেরকে নবাগত মুসলিম ছাত্রদের ব্রেইন ওয়াসের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। এ কাজে তারা কিছুটা সফল হলেও অবশেষে তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার করুণায় যুগ শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণের ক্ষুরধার লেখনী ও অখণ্ডনীয় যুক্তির অবতারণা তাদের এ সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দিচ্ছে। ■

গ্রন্থপঞ্জি

১. রাগিব আল ইস্পাহানী, ***মুফরাদাতুল কুরআন,*** মিসর: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তাবি।

২. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, ***আল-হাদীস হুজ্জিয়্যাহ,*** কুয়েতঃ দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রী.।

৩. মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান, ***মীযানুল আখবার,*** ঢাকা: মাকতাবায়ে রশীদিয়্যাহ্, ১৯৮১ খ্রী.।

৪. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, ***নুখবাতুল ফিকার,*** দীওবন্দঃ রশীদিয়্যাহ্ কুতুবখানা, তাবি।

৫. ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, ***তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস,*** সৌদি আরবঃ মাতবা'আতুস সারওয়া, ১৪০৬ হি.।

৬. বদরুদ্দীন আল-'আইনী, ***'উমদাতুল ক্বারী,*** কোয়েটাঃ পাকিস্তান, তাবি, ।

৭. খতীব আল-তিবরীযী, ***মিশকাতুল মাসাবীহ্,*** মিসরঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তাবি।

৮. মান্না'উল কাত্তান, ***মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন,*** রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০ খ্রী.

৯. ইমাম আবূ দাউদ, ***আস-সুনান,*** রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী.।

১০. ইমাম আদ-দারিমী, ***আস-সুনান,*** বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৮৬০ খ্রী.।

১১. ইমাম মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** দীওবন্দঃ রশীদিয়্যাহ্ কুতুবখানা, তাবি ও সৌদী আরবঃ দারুস সালাম, ১৯৯১ খ্রী.।

১২. মুহাম্মাদ আবূ যাহ্, ***আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন,*** বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৪০৪হি./ ১৯৮৪খ্রী.।

১৩. প্রফেসর মাহমূদ আস-সালতূত, ***আল ইসলাম 'আকীদাহ ওয়া শরী'আহ্,*** লেবাননঃ দারুস সুরুক, তাবি।

১৪. ইমাম আল-শাতিবী, ***আল-মুয়াফাকাত,*** বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি।

১৫. ড. মুহাম্মাদ আবূ শাহ্বাহ্, ***দিফা'উন 'আনিস সুন্নাহ্,*** মিসরঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ২০০৭ হি./১৪২৮ খ্রী. ।

১৬. ড. মুহাম্মাদ সাইয়্যেদ তানতাভী, ***আত তাফসীরুল ওয়াসীত,*** মিসরঃ দারুস সা'আদাহ, তাবি।

১৭. আল-কুরতুবী, ***আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন,*** কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রী.।

১৮. সাইয়্যেদ রশীদ রিযা, ***তাফসীরুল মানার,*** কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তাবি।

১৯. আশ শাওকানী, ***ইরশাদুল ফাহুল,*** মিসরঃ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, তাবি।

২০. খতীব আল-বাগদাদী, ***আল-জামি' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি',*** কায়রোঃ দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তাবি।

২১. ইমাম তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী,* তাহকীক: সালিহ ইব্ন 'আবদিল 'আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২০ হি. ১৯৯৯ খ্রী.।
২২. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* বৈরুত: দারুল ফিক্র আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি।
২৩. ইব্নু হিব্বান, *আস-সাহীহ,* বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তা. বি.।
২৪. আবূ ইয়া'লা, *আল-মুসনাদ,* বৈরুত: দারুল কিতাবুল 'আরাবী, তাবি।
২৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তাকঈদুল 'ইলম,* বৈরুত: দারুল ফিক্র, তা.বি।
২৬. আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক,* বৈরুত: দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যাহ, তাবি
২৭. ইব্ন 'আবদিল বার. *জামি'উ বায়ানিল 'ইলমি ও ফাদলিহ,* রিয়াদ: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪১৮ হি. ১৯৯৭ খ্রী.
২৮. *আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা,* মিসর: মুসতাফা আল-বাবী ওয়াল হালাবী, ১৩২৩ হি.।
২৯. আল-'আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব,* হায়দ্রাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯১০ খ্রী/ ১৩২০ হি.।
৩০. ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাবি।
৩১. তালিবুল হাশেমী, *পঞ্চাশজন সাহাবী,* অনুবাদ : 'আব্দুল কাদের, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রী.।
৩২. খতীব আল-বাগদাদী, *আর-রিহ্লাহ্ ফী তালাবিল হাদীস,* বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৭৫ খ্রী.।
৩৩. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* বৈরুত : দারুল ফিক্র, তাবি।
৩৪. ইবনুল আছীর আল-জাযারী, *উসদুল গাবাহ্,* দারুশ শা'ব, তাবি।
৩৫. খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ, *রিজালুন হাওলার রাসূল,* বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮৪ খ্রী.; প্রফেসর মুহাম্মাদ আমীন, *মাসানীদুল ইমাম আবী হানীফাহ্,* করাচী: তা.বি।
৩৬. খতীব বাগদাদী, *আল-আসমাউল মুবহামাহ্,* দামিশক: দারুল কুতুব আয-যাহিরিয়্যাহ্, তাবি।
৩৭. ইবনু আবদিল বার্‌র, *জামিউ বায়ানিল ইলম,* রিয়াদ: দারু ইবনিল জাওজী, ১৪১৮ হি.।
৩৮. খতীব আল-বাগদাদী, *আল কিফাইয়া,* হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ, তাবি।
৩৯. সাখাবী, *ফাতহুল মুগীছ,* কায়রো, ১৩৫৫হি./ ১৯৩৭ খ্রী.।
৪০. ইমাম আল বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর,* হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ তাবি।
৪১. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, তাবি।
৪২. আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী,* তাহ্কীক: *'আব্দুল ওয়াহ্হাব 'আব্দুল লতীফ,* মদীনা মুনাওওরাহ্: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯২ হি.।
৪৩. ড. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম,* কায়রো: মাকতাবাতুন নাহ্দা, ১৯৫৬ খ্রী.।
৪৪. আল-খূলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ,* কায়রো: 'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, তাবি।
৪৫. 'উজাজ আল-খতীব, *আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন,* বৈরুত: দারুল ফিক্র, ১৩৯১ হি. ১৯৭১ খ্রী.।
৪৬. ইবনু হিব্বান, *কিতাবুল মাজরূহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন,* আলেপ্প: ১৩৯১ হি.।
৪৭. আর রামাহারমাযী, *আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল,* দামিস্ক: দারুল ফিকর, ১৩৯১হি.।
৪৮. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ,* মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.।
৪৯. আল-আসকালানী, *আল-খায়রাতুল হিসান,* ইস্তামবুল: দারুস সা'আদাহ্, তাবি।
৫০. ইবন হাযম, *আল ফিসাল ফীল মিলাল ওয়ান নিহাল,* কায়রো: ১৩৯৫ হি.।
৫১. ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু,* বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাইয়্যীন, ১৯৮৪ খ্রী.।
৫২. হাফিয আহমাদ মোল্লা জিউন, *নূরুল আনওয়ার,* দীওবন্দ: আল মাকতাবাতু রাহীমিয়্যাহ, তাবি।
৫৩. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আস-সান'আনী, *তাওদীহুল আখবার লি তানকীহিল আছার,* বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৬৬ হি.।
৫৪. ইবন সুবকী, *জামি'উল জাওয়ামি',* মিসর: মাকতাবাতু 'ঈসা আল-বাবী ওয়াল হালাবী, তাবি।
৫৫. ইবন হাযম আল-আন্দালুসী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম,* কায়রো: মাতবা'আতু

'আসিমা, তাবি।
৫৬. আল-ইছনুবী, *নিহায়াতুস সুউল ফী শারহি মিনহাজিল উসূল,* কায়রোঃ মাতবা'আতু সা'আদাহ্, তাবি।
৫৭. শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ আল-ফাতুহী, *শারহুল-কাওকাবিল মুনীর, দামিস্কঃ দারুল ফিকার,* ১৯৮০ খ্রী.।
৫৮. আল-হামিযী, *শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসাহ্,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি।
৫৯. ইবনু সালাহ, *আল-মুকাদ্দামাহ্,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি।
৬০. মোল্লা 'আলী আল-ক্বারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ্,* মিসরঃ আল-মাকতাবাতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩০৯ হি.।
৬১. খলীল ইবরাহীম মোল্লা খাতির, *মাকানাতুস সহীহাইন,* কায়রোঃ আল-মাতবা'য়াতুল আরাবিয়্যাহ, ১৪০২ হি.।
৬২. মওলানা 'আব্দুল হাই লাখনবী, *যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী,* বৈরুতঃ দারু ইবন হায্ম, ১৯৯৭ খ্রী.।
৬৩. ড. নূরুদ্দীন আল-'আতার, *মানহাজুন নাক্দ ফী উসূলিল হাদীস,* বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, তাবি।
৬৪. জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়ায়িদুত তাহদীছ,* দারুলঃ কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.।
৬৫. ড. মুহাম্মাদ আল-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নবী মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু,* বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮২ খ্রী.।
৬৬. ড. মুস্তাফা সিবাঈ, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরী'ঈল ইসলামী,* বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ খ্রী.।
৬৭. আল-খাত্তাবী, *মা'আলিমুস সুনান,* বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফাহ, তাবি।
৬৮. আল- কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ,* করাচীঃ মাকতাবাতু নূর মুহাম্মাদ আত তিজারিয়্যাহ, তাবি।
৬৯. 'আব্দুল 'আযীম আয-যুরকানী, *আল-মানহাজুল হাদীস ফী 'উসূলিল হাদীস,* কায়রোঃ ১৩৬৬ হি.।
৭০. নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, *আল-হিত্তাহ্,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রী.।
৭১. ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *ইলমু রিজালিল হাদীস,* লৌক্ষ্ণঃ মাকতাবাতুল ফিরদাউস, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রী.।
৭২. শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন নবী,* করাচীঃ দারুল ইশা'আত, ১৯৮৪ খ্রী. ।
৭৩. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ,* হায়দারাবাদঃ১৩৫৭ হি.।
৭৪. আস-সাখাবী, *আল-ই'লান বিত-তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ,* বাগদাদঃ প্রকাশনী বিহীন, ১৩৮২ হি.।
৭৫. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ, *ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন,* বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল- আরাবী, ১৯৮৫ খ্রী.।
৭৬. আল-যিরকলী, *আল-আলাম,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ ১৩৯৯ হি.।
৭৭. আশ-শাওকানী, *আল্-বাদরুত তালি' বিমাহাসিনি মান বা'দাল কারনিস্ সাবি',* মিসরঃ ১৩৪৮ হি.।
৭৮. আস-সাখাবী, *আত-তারীখুল মাসবুক ফী যাইলিস্ সুলুক,* মিসরঃ ১৮৯৬।
৭৯. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রী.।
৮০. হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন,* বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৪০২ হি./ ১৯৮২ খ্রী.।
৮১. ইব্ন 'আবদিল বার, *আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব,* ভারতঃ হায়দারাবাদ, ১৩১৮ হি.।
৮২. ইউসুফ সারকীস, *মু'জামুল মাতবু'আত আল-'আরাবিয়্যাহ ওয়াল-মু'য়াররাবাহ,* ইরানঃ মাকতাবাহ আয়াতুল্লাহ আল-'উজমাহ, ১৪১০ হি.।

৮৩. শায়খ 'আব্দুল হক দিহলবী, *মুকাদ্দামাহ্*, তাহকীক: সালমান আল-হুসাইনী নদবী লক্ষ্ণৌ: মুআস্‌সাসাতুস সাহাফা, তাবি।

৮৪. আল হাকেম নায়শাপুরী, *কিতাবু মা'রিফাতি উলূমিল হাদীস*, সম্পাদনা: সৈয়দ মুয়াজ্জম হোসাইন বৈরুত: আল-মাকতাবুত-তিজারী, তাবি।

৮৫. আন-নববী, *তাদরীবুর রাবী*, লাহোর: দারু নাশরিল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, তাবি।

৮৬. আহমাদ শাকির, *আল-বায়িছুল হাছীছ শরহ ইখতিছারি 'উলূমিল হাদীস*, রিয়াদ : দারুস-সালাম, ১৯৯৪ খ্রী./ ১৪১৪ হি.।

৮৭. ইবনুল আছীর আল-জাযারী, *জামিউল উসূল*, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাকী, সৌদী আরব: দারুল ইফতা, ১৯৯৫ খ্রী.।

৮৮. ইবন মানযূর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব*, দারু সাদির, তাবি।

৮৯. ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *'ইলমু রিজালিল হাদীস*, লক্ষ্ণৌ: মাকতাবাতুল ফিরদৌস, ১৯৮৫ খ্রী.।

৯০. আন-নববী, *রিয়াদুস সালিহীন*, বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, তাবি।

৯১. আয-যাহাবী, *মীযানুল 'ইতিদাল*, আলেপ্প: ১৯৬৩ খ্রী. ।

৯২. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ হাসান সুররাব, *আল-ইমাম যুহরী*, দামিস্ক: দারুল কলম, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রী.।

৯৩. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি./১৯৯৮ খ্রী.।

৯৪. আবূ নুআইম আল-ইস্ফাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, মিসর: মুদ্রনালয়বিনীন, ১৯২৩ খ্রী.।

৯৫. *ইবনু বাযযার আল-কুদরী, মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফাহ্*, বৈরুত: দারুল হিকমাহ, তাবি।

৯৬. *মুহাম্মাদ ইবন ইউছুফ আস-সালিহী, 'উকূদুল জুমান*, বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৬ খ্রী.।

৯৭. *আল-আয়িম্মাতুল আরবা'আ*, করাচী: কাদির প্রিন্টিং প্রেস, তাবি।

৯৮. ড. মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আবূ শাহ্‌বাহ্, *আ'লামুল মুহাদ্দিসীন*, মিসর: দারুল কিতাব আল-আরাবী, তাবি।

৯৯. ড.কামিল হুসাইন, "আল-ইমাম মালিক ইবন আনাস ওয়া কিতাবুল মু'য়াত্তা", *আল-মু'য়াত্তা*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ্, তাবি।

১০০. ড. হামযাহ্ আন নাশরাতী, *আহমাদ ইবন হাম্বাল* , কায়রো: মাকতাবাতুন নাশরাতী, তাবি.।

১০১. আবদুল গণী আদ দাকার, *আহমাদ ইবন হাম্বল*, দামিস্ক: দারুল কলম, ২০০৫ খ্রী.।

১০২. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ্*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রী.।

১০৩. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *আল-কওলুল মুসাদ্দাদ ফীয যাব্বি 'আনিল মুসনাদ লি-ইমাম আহমদ*, কায়রো: মাকতাবাহ্ ইমাম ইবন তাইমিয়াহ্, ১৪০১হি.

১০৪. মুহাম্মাদ সাফারীনী আল-হাম্বলী, *ছুলাছিয়্যাতু মুসনাদি ইমাম আহমদ*, দামেস্ক: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, তাবি।

১০৫. ইমাম শাফি'ঈ, **কিতাবুল উম্ম**, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯০ খ্রী.।

১০৬. আব্দুল গণী আদ্‌দাকার, *আল-ইমামুশ শাফি'ঈ*, দামেস্ক: দারুল কলম, ২০০৫ খ্রী.।

১০৭. ইবনুল 'আদী হাতিম, *আদাবুস শাফি'ঈ ওয়া মানাকিবুহু*, বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি।

১০৮. ড. হুসাইন আব্দুল মজীদ হাশিম, *আয়িম্মাতু হাদীসিন নববী*, বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তাবি।

১০৯. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, আল-হিন্দ, তাবি

১১০. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারাহ্*, মিসর : আল-মাতবা'আতুশ শারকিয়্যাহ্, তাবি,

১১১. আস্ সুবকী, *আত-তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাহ আল-কুবরা*, বৈরুত : আলামুল কুতুব, তাবি।

১১২. তাকীউদ্দীন নদবী, *আল-ইমামুল বুখারী*, দামেস্ক : দারুল কলম, ১৯৮৭ খ্রী.।

১১৩. ইবনুল নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, তাবি।

১১৪. ড. 'আব্দুল গণী, *আল-ইমামুল বুখারী*, জেদ্দা : দারুল মানারা, ১৯৮৫ খ্রী.

১১৫. বুতরুস আল-বুস্তানী, *দায়িরাতুল মা'আরিফ*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, তাবি।

১১৬. ইবনুল ইমাদ আল হাম্বালী, *শাযরাতুয যাহাব,* কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫০ হি.; ইবনু খালদুন, *আল-ইবার,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-লুবনানী, ১৯৫৬ খ্রী.।

১১৭. হাফিয জামালুদ্দীন আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল,* বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৯৯৪ খ্রী.

১১৮. আল-মুবারকপুরী, *সীরাতুল ইমামিল-বুখারী,* বেনারসঃ ইদারাতুল বহুছ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রী.।

১১৯. ইবন আসাকির, *তারীখু মাদীনাতি দিমাস্ক,* বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৪১৮ হি.।

১২০. আবূ বকর কাফী, *মানাহিজুল ইমামিল বুখারী ফী তাসহীহিল আহাদীস ওয়া তা'লীলিহা,* কায়রোঃ দারু ইবনে হাযম, ২০০০ খ্রী.।

১২১. ইবন আবী ই'য়ালা, *তাবাকাতুল হানাবিলাহ,* বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রী

১২২. মানাযির আহসান গীলানী, *তাদবীনুস সুন্নাহ,* লাহোরঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রী.।
।

১২৩. ইবন হাজার 'আসকালানি, *ফাতহুল বারী,* কায়রোঃ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৫৯ খ্রী.।

১২৪. সিন্দী, *মুকাদ্দামাহ শারহি ইবন মাজাহ,* দিল্লীঃ ১৯৬৮ খ্রী.।

১২৫. যিরাক্লী, *আল-লুবাব,* বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮৭ খ্রী.।

১২৬. ইবনু খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আইয়ান,* বৈরুতঃ দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৬৮ খ্রী.।

১২৭. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *মীযানুল ইতিদাল,* হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ, তাবি।

১২৮. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারাহ,* মিসরঃ আল মাকতাবাতুল শারকিয়্যাহ, তা.বি।

১২৯. ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *হাদইয়ুস সারী,* বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রী.

১৩০. ইবনু আবী হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল,* হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ, তাবি।

১৩১. ইবনু তাগরী বারদী, *আন-নুজুমুয যাহিরাহ,* মিসরঃ ওয়ারাছাতুছ ছাকাদাহ, তাবি।

১৩২. ড. মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খতীব, *উসূলুল হাদীস,* বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০৬ খ্রী.।

১৩৩. ড. 'উজাজ আল-খতীব, *আস্-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন,* বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৯৭১ খ্রী.।

১৩৪. ইবরাহীম মুহাম্মাদ 'আলী, *মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী,* দামিস্কঃ দারুল কলম, ২০০৫ খ্রি.।

১৩৫. 'আব্দুল কাদির আল-জুনায়দ, *আল-আলবানী আল-ইমাম,* বৈরুতঃ দারুল কলম, ২০০৬ খ্রি.।

১৩৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১২হি. / ১৯৯২ খ্রী.।

১৩৭. ড. মুশতাক আহমাদ, *উসূলুল হাদীস,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তাবি।

১৩৮. ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম আওর উনকী 'ইলমী কারনামী,* আযমগড়, ১৯৯৫ খ্রী.।

১৩৯. মুহাম্মাদ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী, *ইবন মাযাহ আওর ইলমি হাদীস,* করাচীঃ নূর মুহাম্মাদ আসাহুল মাতাবি', তা.বি।

১৪০. *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪১৬ হি.।

১৪১. ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৫ হি. ২০০৪ খ্রী.।

১৪২. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, *'উসূলুল হাদীস,* রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রী.।

১৪৩. আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, *ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭ খ্রী.।

১৪৪. ড. মুস্তাফা আস-সিবায়ী, *ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ,* অনুবাদঃ এ এম. এম. সিরাজুল ইসলাম ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮ খ্রী.।

১৪৫. সাদেক শিবলী জামান, *ইমাম মালেক (র.),* ঢাকাঃ রহমানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭ খ্রী.।

১৪৬. মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নু'মানী, *কিতাবুত তা'লীম,* করাচীঃ তাবি।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set